নগর সংস্করণ

সোমবার

৭ অক্টোবর ২০২৪

২২ আশ্বিন ১৪৩১, ৩ রবিউস সানি ১৪৪৬

প্র বাণিজ্যসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩২৬

ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে শেরপুরের নালিতাবাড়ীর চারটি ইউনিয়ন নতুন করে প্লাবিত হয়েছে। গতকাল দুপুরে কাপাসিয়া এলাকায়।
ছবি : প্রথম আলো **আরও ছবি** পৃষ্ঠা ৩

শেরপুরে বন্যার অবনতি, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনায় অসংখ্য গ্রাম প্লাবিত

প্রথম আলো ডেস্ক

ময়মনসিংহের ধোবাউড়া-পোড়াকান্দুলিয়া সড়ক ধরে সাত মাসের ছেলেকে কোলে নিয়ে হাঁটছিলেন গৃহবধূ শিউলি খাতুন। তাঁর চোখে পানি। সকাল থেকে কিছু খাননি। সঙ্গে এক মেয়ে ও ভাশুরের মেয়ে। স্বামীর কাঁধে গৃহস্থালির জিনিসপত্র। তাঁদের বাড়ি পানিতে তলিয়ে আছে। আশ্রয়ের খুঁজে ছুটছেন তাঁরা।

গত শনিবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে কথা হয় শিউলি খাতুনের সঙ্গে। জানালেন, তাঁর স্বামী মুকশেদুল ইসলাম (৩০) কৃষক। স্ত্রী ও চার সন্তান নিয়ে তাঁর সংসার। তাঁর বাড়ি ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলা সদর ইউনিয়নের গুজিরকান্দি গ্রামে। শিউলি খাতুন বলেন, 'রাইত একটার দিকে ঘরে পানি আইছে। তিনডা ঘরেই পানি। সহাল (সকাল) থাইক্যা পানি আরও বাড়তাছে। ছোডু পোলাপান না খায়া আছে। বন্যা আইছে না, গরিবের মরণ আইছে।'

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে ধোবাউড়ায় মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। শুক্রবার দিনভর বৃষ্টি চলে। টানা বর্ষণে ধোবাউড়া উপজেলার দক্ষিণ মাইজপাড়া, গামারীতলা, ঘোষগাঁও ইউনিয়নের বিভিন্ন পয়েন্টে নেতাই নদের বাঁধ ভেঙে ও পাহাড়ি ঢলে গ্রাম প্লাবিত হয়েছে।

ভাটির দিকে নামছে বন্যার পানি। পাহাড়ি ঢল ও ভারী বর্ষণের পানি শেরপুরের ঝিনাইগাতী, শ্রীবরদী ও নালিতাবাড়ী থেকে ময়মনসিংহের ফুলপুর, তারাকান্দা, ধোবাউড়া, হালুয়াঘাট; নেত্রকোনার দুর্গাপুর ও কলমাকান্দায় ঢুকে পড়েছে। শেরপুরে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। নেত্রকোনার দুই উপজেলার শতাধিক গ্রাম প্লাবিত হয়েছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের গতকাল রোববার বিকেলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ময়মনসিংহ বিভাগের কংস, জিঞ্জিরাম ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীগুলোর পানি সমতলে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে ভোগাই নদের পানি সমতলে হ্রাস পাচ্ছে এবং সোমেশ্বরী নদীর পানি সমতলে স্থিতিশীল রয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

জেলে না গিয়ে বঙ্গভবনে শপথ নিলাম

একেবারে উল্টো একটা চিত্র। অতীতেও এ রকম আহ্বান জানানো হয়েছিল

বিশেষ সাক্ষাৎকার পর্ব ১

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক **ড. মুহাম্মদ ইউনূস** ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিয়েছেন। দেশের অভাবনীয় এক পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের বিশেষ অনুরোধে তিনি এই দায়িত্ব নেন। নতুন বাংলাদেশ নিয়ে মানুষের স্বপ্ন, গুরুত্বপূর্ণ নানা খাতে সংস্কারের মাধ্যমে সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন, গণতন্ত্রে উত্তরণ এবং চলমান পরিস্থিতি নিয়ে *প্রথম আলোর* সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধান উপদেষ্টা। ২ অক্টোবর প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎকার নিয়েছেন *প্রথম আলো* সম্পাদক **মতিউর রহমান** ও কূটনৈতিক প্রতিবেদক **রাহীদ এজাজ**।

প্রথম আলোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গত বুধবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে। ছবি : জাহিদুল করিম

- ভাঙাচোরা জনপ্রশাসন নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু করতে হয়েছে।
- চেষ্টা করছি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিক হয়নি।
- গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সেনাবাহিনীর যে ভূমিকা হওয়া উচিত, সে ভূমিকাই তারা পালন করছে।
- সরকারের স্ট্রং পয়েন্ট হচ্ছে, আমরা ভুল করলে শুধরে নিচ্ছি।
- মস্ত বড় একটা সুযোগ এসেছে আমাদের জাতির জীবনে। এ রকম সুযোগ কোনোকালেই আসেনি।
- তরুণদের হাতে পৃথিবী ছেড়ে দেওয়া দরকার। আমরা তাদের আটকে রেখেছি।

প্রথম আলো : ড. মুহাম্মদ ইউনূস আপনাকে শুভেচ্ছা। দুই মাস হয়নি আপনি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিয়েছেন। একদম নতুন সময়, একদম নতুন দায়িত্ব, যেটা হয়তো আগে কখনো ভাবেননি। এই দায়িত্ব আপনার কেমন লাগছে? আপনি কেমন আছেন?

ড. মুহাম্মদ ইউনূস : আছি। ভালো আছি। একটা নতুন দায়িত্ব। কাজেই বড় দায়িত্ব। দায়িত্ব সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছি। হঠাৎ করে যে একটা দায়িত্ব আসলো, সেটা বহন করার মতো যোগ্যতা অর্জন করা, সেটাকে কাজে পরিণত করা, এটা নিয়ে সচেষ্ট আছি। যাতে করে দায়িত্বটা সত্যিকারভাবে পালন করতে পারি।

প্রথম আলো : আমরা জানি যে দুই দশক ধরে আপনাকে অনেক গালাগাল শুনতে হয়েছে। আদালতের বারান্দায় বারান্দায় ঘুরতে হয়েছে। পদ্মার পানিতে আপনাকে চুবানোর কথাও হয়েছে। আপনার তো জেলে যাওয়ার কথা, হয়তো এ সময় আপনার জেলে থাকার কথা ছিল। হঠাৎ করে সবকিছু বদলে গেল। আপনিই এখন রাষ্ট্র পরিচালনায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন। একটা অবাক করা, অদ্ভুত ও বিস্ময়কর পরিবর্তন। এমন কিছু যে হতে পারে, আপনি কি কখনো ভেবেছিলেন?

ড. ইউনূস : এটা রূপকথার মতো। আমি দুদিন আগে জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আদালতের দরজায় দরজায় ঘুরছিলাম। হঠাৎ করে জেলে না গিয়ে আমি বঙ্গভবনে গিয়ে শপথ গ্রহণ করলাম। একেবারে উল্টো একটা অবাক চিত্র। অতীতেও এ রকম আহ্বান জানানো হয়েছিল আমাকে। সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। মাফ চেয়েছি বরাবর। এটা কোনো দিন সিরিয়াসলি ভাবিনি যে দায়িত্ব নিতে হবে। এবার ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতি। এ জন্য দায়িত্বও নিয়েছি।

প্রথম আলো : আপনি কীভাবে এই বিরাট পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত হলেন। ছাত্রনেতাদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগটা কীভাবে হলো? আপনি কোন পর্যায়ে এসে সম্মতি দিলেন?

ড. ইউনূস : ছাত্রনেতাদের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না। পত্রিকায় টেলিভিশনের নিউজে তাঁদের দেখছিলাম। বরাবর যেভাবে আন্দোলন হয়, এভাবেই দেখছিলাম। আমি তখন বিদেশে ছিলাম যখন এই আন্দোলন ঘনীভূত হচ্ছিল। প্যারিস অলিম্পিকে একটা দায়িত্ব পালন করছিলাম। ওটার ডিজাইনিংয়ে আমি ইনভলভড ছিলাম। এ সময়ে আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। সেই সময় প্যারিসের একটা রাস্তার নাম আমার নামে নামকরণ করা হয়েছিল, সেটার উদ্বোধন করেছিলাম। কাজেই আমি এদিকে দেখছি, ওই দিকেও দেখছি, দূরের দৃশ্য হিসেবে। আমার অফিস থেকে আমার সঙ্গে যারা যোগাযোগ রাখে তারা বলছিল : 'স্যার এখন ফিরবেন না, এখন অবস্থা ভালো না। এলেই বোধ হয় আপনাকে জেলে নিয়ে যাবে। আপনি একটু দূরে থাকেন। পরিস্থিতি বুঝে আপনাকে বলব, কখন আসতে হবে।' কাজেই আমি পরিকল্পনা করছিলাম বার্লিনে যাব, বার্লিনের পর রোমে যাব। তারপর ব্রাজিল যাব ইত্যাদি। দেশে ফিরে আসব এবং এ রকম একটা দায়িত্ব নিতে হবে, এটা একদম মাথায় ছিল না। এ সময় ছাত্রদের একজন আমার অফিসকে জানাল যে আমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। ছাত্রদের কথা এই প্রথম শুনলাম। জানতে চাইলাম, কী আলাপ করতে চায়। তখন আমাকে জানানো হলো, আপনাকে সরকারের দায়িত্ব নিতে হবে। আমি বললাম, এটা তো ভিন্ন কথা। তাকে বললাম, তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে? সে জানাল, আলাপ হয়েছে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমিও আলাপ করি, কী বলে দেখি। সে যোগাযোগ করিয়ে দিল, আমি আলাপ করলাম। তাদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে আমাকে এই দায়িত্ব দিয়ো না। বরাবরই আমি এই দায়িত্ব থেকে দূরে সরে থেকেছি। এই দায়িত্ব নেওয়া ঠিক হবে না। তোমরা অন্য একজন ভালো করে খোঁজে দেখো। তারা বলল, না স্যার আর কেউ নেই। আপনাকেই দায়িত্ব নিতে হবে। আমি তাদের আবার বললাম, তোমরা খোঁজ করো। খোঁজ করার পর আমাকে বোলো,

এরপর পৃষ্ঠা ৯

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তালিকা

গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ৭৩৭ জনের খসড়া তালিকা প্রকাশ

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নিহত ৭৩৭ জনের খসড়া তালিকা প্রকাশ করেছে সরকার। তালিকায় কোনো তথ্য অসম্পূর্ণ থাকলে বা ভুল মনে হলে তা সংশোধন করা হবে।

গতকাল রোববার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সংগৃহীত গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ব্যক্তিদের খসড়া তালিকা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (রোববার রাত পৌনে ১০টা পর্যন্ত) প্রকাশ করা হয়েছে। এতে নিহতদের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করা হয়েছে।

তালিকায় কোনো তথ্য অসম্পূর্ণ থাকলে বা ভুল মনে হলে সে তথ্য সংশোধনের জন্য কিছু পদ্ধতিও ওয়েবসাইটে বলে দেওয়া হয়েছে।

যদি তালিকায় কোনো নিহত ব্যক্তির নাম না থাকে, তবে তাঁর আইনগত ওয়ারিশ বা প্রতিনিধিকে সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন বা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নিহত ব্যক্তির তথ্য অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া কী হবে, তিনি তা জানিয়ে দেবেন।

এদিকে মহিলা ও শিশুবিষয়ক এবং সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ গতকাল সচিবালয়ে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন, ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে মোট নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১০৫টি শিশু রয়েছে। তাদের বয়স ১৮ বছরের নিচে (আইনানুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সীরা শিশু)।

যাত্রাবাড়ী থানায় হত্যা মামলা

মন্ত্রিপরিষদ সচিবও মামলার আসামি কি না, আলোচনা

আসাদুজ্জামান, *ঢাকা*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় গুলি করে হত্যার ঘটনায় আরও একটি মামলা হয়েছে। যেখানে আসামিদের তালিকার ৪ নম্বরে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসেবে মো. মাহাবুব হোসেনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তিনি বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন কি না, তা নিয়ে আলোচনা তৈরি হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, মাহবুব হোসেনের আগে আরও ২৩ জন মন্ত্রিপরিষদ সচিব ছিলেন। তবে তাঁদের মধ্যে মাহবুব নামে কেউ নেই। ফলে বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেনকেই মামলার আসামি করা হলো

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

খুলনায় ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল 'শেখ বাড়ি'

আওয়ামী গডফাদার ৮

খুলনা অঞ্চলের সব ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণ, মনোনয়ন-বাণিজ্য, চাকরির নিয়োগ-বদলি, ব্যবসা-বাণিজ্য—সবকিছু চলত এই বাড়ি ঘিরে।

উত্তম মণ্ডল, *খুলনা* ও **ইনজামামুল হক,** *বাগেরহাট*

লাল প্রাচীরঘেরা খুলনা নগরের শেরেবাংলা রোডের দোতলা বাড়িটির আনুষ্ঠানিক কোনো নাম নেই, নেই কোনো নামফলক। কিন্তু সবাই একে 'শেখ বাড়ি' নামেই চেনেন। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাচাতো পাঁচ ভাইয়ের বাড়ি এটি। শেখ ভাইয়েরা সবাই ঢাকায় থাকলেও খুলনায় এসে থাকতেন এই পৈতৃক বাড়িতে। এই বাড়িকে ঘিরে যেসব কার্যকলাপ হতো, তা কেবল মাফিয়া গডফাদারদের নিয়ে নির্মিত সিনেমাতেই দেখা যায়।

তবে এই শেখ বাড়ি এখন পোড়া একটি বাড়ি। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের মুখে আগে ও পরে গত ৪ ও ৫ আগস্ট কয়েক দফা হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের পর বাড়িটির অবকাঠামো ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। অথচ গত ১৬ বছরে এই বাড়ি হয়ে উঠেছিল খুলনা অঞ্চলের 'সব ক্ষমতার' কেন্দ্রবিন্দু। এই বাড়ির নির্দেশনায় চলত খুলনা অঞ্চলে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর কমিটি গঠন থেকে শুরু করে সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। রাজনৈতিক নেতারা তো বটেই, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও সংগঠনের নেতারা নিয়মিত হাজিরা দিতেন এই বাড়িতে। বাড়িটি মধ্যরাত পর্যন্ত সরগরম থাকত। বাড়ির সামনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকত দামি গাড়ি। রাস্তায় থাকত পুলিশের সরব উপস্থিতি।

গত দেড় দশকে খুলনার যেকোনো সরকারি জনবল নিয়োগে 'শেখ বাড়ি কোটা' বলে একটা কথা চালু ছিল। খুলনা অঞ্চলের সব ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণ, মনোনয়ন-বাণিজ্য, চাকরির নিয়োগ-বদলি, ব্যবসা-বাণিজ্য—সবকিছু চলত এই বাড়ি ঘিরে। শেখ বাড়ি নিয়ে খোদ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যেই চাপা অসন্তোষ ছিল; কিন্তু ভয়ে কেউ মুখ খুলতেন না। এই বাড়িতেই ছিলেন তিনজন সংসদ সদস্য।

শেখ বাড়ির পাঁচ ভাই হলেন শেখ হেলাল, শেখ জুয়েল, শেখ সোহেল, শেখ রুবেল ও শেখ বেলাল। তাঁদের মধ্যে শেখ হেলাল ও শেখ জুয়েল সংসদ সদস্য ছিলেন। আরেকজন সংসদ সদস্য ছিলেন শেখ হেলালের ছেলে শেখ তন্ময়। শেখ হেলাল ও শেখ তন্ময় সম্প্রতি দেশ ছেড়েছেন। তবে শেখ জুয়েল এখনো দেশ ছাড়ার সুযোগ পাননি বলে আওয়ামী লীগের একাধিক সূত্র থেকে জানা গেছে। আর শেখ সোহেল ও শেখ রুবেল জুলাই থেকেই দেশের বাইরে আছেন। মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁদের কাউকে পাওয়া যায়নি।

আওয়ামী লীগের দলীয় সূত্রে জানা গেছে, হেলাল কিংবা তাঁর ভাইদের কারও কেন্দ্রীয় বা দলের গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদ ছিল না। কিন্তু দলে কেউ গুরুত্বপূর্ণ পদ পেতে হলে তাঁদের সায় থাকতে হতো। জাতীয় কিংবা স্থানীয় নির্বাচনে খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, সাতক্ষীরা ও ঝিনাইদহ জেলার মনোনয়নপ্রত্যাশীদেরও এই পরিবারের আশীর্বাদ নেওয়া অনেকটাই বাধ্যতামূলক ছিল।

শেখ হাসিনার সর্বশেষ মন্ত্রিসভার এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, শেখ হেলাল বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের তদবির এড়িয়ে যাওয়ার মতো কোনো মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর সাহস ছিল না। বিশেষ করে পানিসম্পদ ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে শেখ হেলাল পরিবারের দাপট ছিল বেশি।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

শুরুর ব্যাটিংয়েই সব শেষ

বাংলাদেশ	১৯.৫ ওভারে	১২৭
ভারত	১১.৫ ওভারে	১৩২/৩

ফল : ভারত ৭ উইকেটে জয়ী

মোহাম্মদ জুবাইর, *গোয়ালিয়র থেকে*

গোয়ালিয়র শহরের পশ্চিমে শংকরপুর এলাকায় পৌঁছেই চোখ জুড়িয়ে গেল। শ্রীমন্ত মাধবরাও সিন্ধিয়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামের তিন-চার কিলোমিটার দূর থেকে পিচঢালা রাস্তায় নীল সমুদ্র। ভারতের নীল জার্সি পরা কেউ বাইকে করে, কেউ হেঁটে এগোচ্ছিলেন স্টেডিয়ামের দিকে। বাংলাদেশ-ভারত টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ দিয়ে উদ্বোধন হবে শহরের নতুন স্টেডিয়ামের। মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনটাকে সফল করতেই যেন পুরো শহর এসে শংকরপুরে হাজির।

তাঁদের হতাশ করেনি টি-টোয়েন্টির বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারত। গতকাল টসে জিতে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়ে ১ বল আগেই অলআউট করে সূর্যকুমারের দল। নাজমুল হোসেন ও মেহেদী হাসান মিরাজের দুটি মাঝারি ইনিংস বাংলাদেশের রানটাকে কোনোরকমে ১২৭-এ নিয়ে যায়। চেন্নাই থেকে শুরু হওয়া ভারত সফরে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ ব্যাটিং লাইনআপ গতকাল আরও একবার ভেঙে পড়ল ভারতের তরুণ বোলিং আক্রমণের সামনে। ছোট্ট রানটাকে চার-ছক্কার বৃষ্টি নামিয়ে তাড়া করে ভারত। অভিষেক, সূর্যকুমারের পর হার্দিক পান্ডিয়ার বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে মাত্র ১১.৫ ওভারেই ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় দলটি।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলের অর্জন সামান্য

ইসরায়েলি সাংবাদিক ও লেখক গিডিয়ন লেভি আশির দশক থেকে দেশটির প্রাচীনতম দৈনিক *হারেৎজ*-এ লেখালেখির মাধ্যমে সাংবাদিকতায় যুক্ত হন। গাজা যুদ্ধের বছরপূর্তিতে গিডিয়ন লেভির সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **আসজাদুল কিবরিয়া**

বিস্তারিত : **পৃষ্ঠা ৫**

আজকের আবহাওয়া
রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ৪০ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৫টা ৫৩ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : ফেনীতে ৩৪.৫° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : রাজারহাটে ২৩.৫° সেলসিয়াস

গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে ‘অপপ্রচার’ চালানো হচ্ছে : নাহিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নাহিদ ইসলাম

বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে ‘অপপ্রচার’ চালানো হচ্ছে উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গে ভারতীয় দুটি সংবাদমাধ্যমের কথা তুলে ধরেছেন তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। তাঁর মতে, বাংলাদেশে ইসলামি উগ্রবাদ তৈরি হলে ভারতের যারা উগ্রবাদী রয়েছে, তাদের জন্য সহায়ক হয়। সেই জায়গা থেকে এই অপপ্রচার চালানো হয়ে থাকতে পারে।

গতকাল রোববার রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে ‘দ্য ক্রস বর্ডার স্প্রেড অব মিসইনফরমেশন ইন সাউথ এশিয়া’ শীর্ষক এক সেমিনারে কথাগুলো বলেন নাহিদ ইসলাম। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলমকে নিয়ে ভারতের দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান তিনি।

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের (ইউল্যাব) আয়োজনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান, প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী প্রমুখ। সেমিনারের উদ্বোধনী সেশনে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে মিসইনফরমেশনের (ভুল তথ্য) আন্তসীমান্ত বিস্তার ও অভিযোজন নিয়ে একটি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধ পড়েন ইউল্যাবের অধ্যাপক সুমন রহমান ও গবেষণা সহকারী রাহুল রায়।

বিভিন্ন ধরনের প্রোপাগান্ডা (অপপ্রচার) চালানো হচ্ছে উল্লেখ করে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে আপনারা দেখবেন, আমাদের এই আন্দোলনের অন্যতম একজন মাহফুজ আলমকে নিয়ে বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে। ভারতের পত্রিকা ইকোনমিক টাইমস কোনো ধরনের তথ্যপ্রমাণ ছাড়া তাঁকে হিজবুত তাহরীরের সদস্য হিসেবে অভিহিত করে। আমরা দেখলাম, সেই একই সুর আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রতিফলিত হয়েছে। একই সুরে কথা বলছেন তসলিমা নাসরিন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এই বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।’

গতকালের আলোচনায় উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেন, যখন প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে মাহফুজ আলম বৈশ্বিক মঞ্চে দাঁড়ালেন এবং আন্দোলনকে বৈশ্বিকভাবে পরিচিত করালেন, তখন থেকেই এই অপপ্রচার ছড়ানোর বিষয়টি বেশি করে হচ্ছে।

কী উদ্দেশ্যে এসব ছড়ানো হচ্ছে, তা বোঝা দরকার বলে উল্লেখ করে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘বাংলাদেশের এই অভ্যুত্থানকে একধরনের ইসলামি উগ্রবাদের সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে বাংলাদেশে একধরনের উগ্রবাদের উত্থান ঘটছে এবং তাদের হাতেই এই অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। যেটি একেবারেই সত্য নয়; বরং একটি ইঞ্জিনিয়ারিং করা হচ্ছে। কারণ আমরা জানি, বাংলাদেশে ইসলামি উগ্রবাদ তৈরি হলে ভারতের যারা উগ্রবাদী রয়েছে, তাদের জন্য সহায়তা হয়।’

তিন দেশের কূটনীতিকের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকায় নিযুক্ত সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্কের কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএনপি। গতকাল রোববার সকালে দলটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির তিনজন সদস্য বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে ওই বৈঠক করেন।

বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, গতকাল সকালে গুলশানে সুইডিশ রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে ওই বৈঠক হয়। এতে সুইডিশ রাষ্ট্রদূত নিকোলাস উইকসে, নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হ্যাকন আরালড গুলব্র্যান্ডসেন ও ডেনিশ দূতাবাস ডেপুটি হেড অব মিশন অ্যান্ডার্স বি কার্লসেন উপস্থিত ছিলেন। বিএনপির পক্ষ থেকে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, শামা ওবায়েদ ও কায়সার কামাল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের আলোচনার বিষয়ে কোনো পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও ৪ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। চলতি মাসের প্রথম ছয় দিনে ডেঙ্গুতে ২০ জনের মৃত্যু হলো। এ বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হলো ১৮৬ জনের।

গতকাল রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (শনিবার সকাল আটটা থেকে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত) ডেঙ্গু নিয়ে ১ হাজার ২২৫ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ সময় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে দুজন, খুলনা ও রাজশাহীতে একজন করে দুজন মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে সর্বোচ্চ ২৮১ জন রোগী ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এরপর ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে ২৪৪, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ২০৭, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৬৯, খুলনা বিভাগে ১১১, বরিশাল বিভাগে ৮৭, রংপুর বিভাগে ৫৩, রাজশাহী বিভাগে ৪৭, ময়মনসিংহ বিভাগে ১৯ ও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে ৭ জন ভর্তি হয়েছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি বছর এ পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩৬ হাজার ৫৯০ জন। এ সময় সবচেয়ে বেশি ৯৯ রোগীর মৃত্যু হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। এরপর ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। ডেঙ্গুতে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৫০ দশমিক ৫ শতাংশ নারী ও ৪৯ দশমিক ৫ শতাংশ পুরুষ।

সেনাসদর নির্বাচনী পর্ষদ কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সেনা কর্মকর্তারা। গতকাল সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে। ছবি : পিআইডি

হতাহতদের পরিবারের আক্ষেপ, হতাশা

নাগরিক কমিটির মতবিনিময়

নিহতদের পরিবারের সদস্যদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ দৃশ্যমান না হওয়া এবং আহতদের চিকিৎসার অনিশ্চয়তা নিয়ে আক্ষেপ পরিবারগুলোর।

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

যাত্রাবাড়ীতে মতবিনিময় সভার মধ্য দিয়ে শুরু হলো জাতীয় নাগরিক কমিটির ‘ঢাকা রাইজিং’ কর্মসূচি। গতকাল রোববার বিকেলে যাত্রাবাড়ীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে মতবিনিময় সভায় অংশ নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতি আক্ষেপ ও হতাশার কথা জানালেন ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নিহত ও আহতদের পরিবারের সদস্যরা।

পরিবারগুলোর এই আক্ষেপ-হতাশার মূল কারণ ছিল নিহতদের পরিবারের সদস্যদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ দৃশ্যমান না হওয়া এবং আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত না হওয়া। কেউ কেউ সরকার বা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে খোঁজখবর না নেওয়ার অভিযোগও করেন। মতবিনিময় সভায় অংশ নেওয়া পরিবারগুলোর সদস্যরা দ্রুততম সময়ে হতাহত ব্যক্তিদের সঠিক তালিকা প্রণয়নের দাবি জানান।

গত ৫ আগস্ট সাভারের আশুলিয়ার বাইপাইল এলাকায় নিহত হন মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আহনাফ আবীর। তাঁর বোন সাঈদা বলেন, ‘আমার ভাই নিজের জীবনের পরোয়া করেনি। তার মতো অনেকে জীবন উৎসর্গ করে আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে।’

কিন্তু উচ্চপর্যায়ের সহযোগিতায় হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিদের অনেকে ভারতে পালিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন সাঈদা। তিনি বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের ওপরে আমরা হতাশ। আহতদের সুচিকিৎসা হচ্ছে না। বিচারপ্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে। তদন্ত এগোচ্ছে না, সবকিছুই খুব ধীরগতিতে হচ্ছে। দেশ কোন দিকে যাচ্ছে, বুঝতে পারছি না। পরিবারগুলো যে নিঃস্ব হলো, তাদের আশা বোধ হয় পূরণ হলো না।’

আন্দোলনের সময় ১৯ জুলাই নিহত পান্থর বাবা বলেন, শহীদ পরিবারের প্রতি কোনো প্রতিশ্রুতি রাখা হয়নি। সবাই মায়াকান্না দেখাতে চায়। নিহত ফ্রিল্যান্সার মিরাজ হোসেনের বাবা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের উদ্দেশে বলেন, ‘যাঁদের রক্তের বিনিময়ে আপনারা বড় বড় চেয়ারে, এক দিনও তাঁদের খবর নেননি। তাঁদের ডেকে নিয়ে সম্মানিত করুন। এটি না করলে শহীদ পরিবারগুলো আপনাদের কাউকে ক্ষমা করবে না।’

আন্দোলনে হতাহতদের প্রতি সবাইকে দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানান আহত জোবায়েরের বাবা জালাল শিকদার। ১৯ জুলাই যাত্রাবাড়ীর কাজলায় গুলিবিদ্ধ মুজাহিদুল ইসলাম সভায় অংশ নিয়ে বলেন, ‘আমরা আর কোনো আয়নাঘর, গুম-খুন চাই না। নাগরিক অধিকার চাই।’

সভায় আরও বক্তব্য দেন নিহত জিয়াদ হোসেনের বাবা, আবদুল হান্নানের স্ত্রী, আহত মুয়াজ প্রমুখ।

‘ঢাকা রাইজিং’ কর্মসূচির প্রথম মতবিনিময় সভায় ছিলেন আন্দোলনে আহত ব্যক্তিরাও। গতকাল রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর নূর কমিউনিটি সেন্টারে। ছবি : প্রথম আলো

সময় প্রয়োজন

মতবিনিময় সভায় ছিলেন জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধের ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ। হতাহতদের নির্ভুল তালিকা প্রকাশের জন্য সবার কাছে সময় চেয়েছেন তিনি।

মীর মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘কাপুরুষ বা স্বৈরাচারের দোসরদের পাশে আমাদের বীর ভাইবোনদের নাম লেখা হলে তাঁদের অনেক বড় অসম্মান হবে। সে কারণে আমরা ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করছি। আমাদের একটু সময় দিয়ে সহযোগিতা করুন।’

পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরির পর নিহতদের পরিবারকে সম্মাননা দেওয়ার জন্য প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের উপস্থিতিতে ঢাকায় একটি অনুষ্ঠান করা হবে বলে জানান মীর মাহবুবুর রহমান। তিনি আগত পরিবারগুলোর সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, ‘জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনাদের সমস্যার কথা জানাতে পারবেন, দ্রুতই হটলাইন নম্বর চালু করা হবে। দ্রুতই আমরা একটি নির্ভুল ও দোসরমুক্ত তালিকা প্রণয়ন করতে পারব। শহীদ ও আহতদের পরিবারে পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া চালু হলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও থাকবে।’

নাগরিক কমিটির হুমকি

আহত ব্যক্তিদের অনেকে এখনো সেবা পাচ্ছে না বলে মতবিনিময় সভায় অভিযোগ করেন জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেন, ‘আমরা রাষ্ট্রের কাছে অতি দ্রুত শহীদ পরিবারের পুনর্বাসন এবং আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছি।’

যাদের হাতে রক্তের দাগ, তারা কীভাবে এখনো সচিবালয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিভিন্ন এলাকায় অত্যাচার-নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে—এমন প্রশ্ন তুলে নাসীরুদ্দীন বলেন, দ্রুত এগুলোর সুরাহা করা না হলে শহীদ ও আহতদের পরিবারসহ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা রাজপথে কর্মসূচি পালন করব।

মতবিনিময় সভায় নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখপাত্র সামান্তা শারমিন, সদস্য আতাউল্লাহ, মশিউর রহমান প্রমুখ বক্তব্য দেন।

মন্ত্রিপরিষদ সচিবও মামলার আসামি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কি না, সে প্রশ্ন উঠেছে।

এর কারণ হচ্ছে ঢাকার যাত্রাবাড়ী থানায় গতকাল রোববার করা ওই মামলায় আসামিদের তালিকায় আরও আছেন সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আনোয়ারুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ও আহমেদ কায়কাউস, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী ও ফয়েজ আহমেদ এবং সাবেক সচিব আনিসুর রহমান (নির্বাচন কমিশনারও ছিলেন)।

মামলার বিষয়টি নিয়ে গতকাল রাতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেনের সঙ্গে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেছে *প্রথম আলো*। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি। পরে তাঁর একান্ত সচিব কাজী শাহজাহানের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে *প্রথম আলো*। কিন্তু তাঁর মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

এর আগে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব কবির বিন আনোয়ারের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এ ছাড়া সাবেক দুজন মুখ্য সচিবকে গত সপ্তাহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা হলেন কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ও আবুল কালাম আজাদ। এর মধ্যে কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা ছিলেন আর আবুল কালাম আজাদ গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামালপুর-৫ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

একের পর এক মামলায় ঢালাওভাবে আসামি করার বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়ে আইনবিশেষজ্ঞরা বলে আসছেন, হত্যা মামলা করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকতে হয়। কিন্তু এখনো ঢালাওভাবে আসামি করা হচ্ছে। থানায় মামলা নেওয়ার ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাইয়ের বিষয়ে সরকারের দিক থেকে সুনির্দিষ্টভাবে দিকনির্দেশনা থাকা দরকার।

আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মী সারা হোসেন গত সেপ্টেম্বর মাসে *প্রথম আলোকে* বলেছিলেন, ঢালাওভাবে আসামি করার ঘটনাগুলো ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফসলকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। ঢালাওভাবে মামলা ও আসামি করা হলে প্রকৃত অপরাধীরা পার পেয়ে যেতে পারেন।

যাত্রাবাড়ীর হত্যা মামলা

মামলার এজাহারে বলা হয়, যাত্রাবাড়ী থানার রায়েরবাগে গত ১৯ জুলাই বিকেলে ছাত্র-জনতার মিছিল চলছিল। তখন কামরাঙ্গীরচরের টেকেরহাট ইউনিট আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খোকনসহ অন্য নেতারা ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ মিছিলে সশস্ত্র হামলা করেন। ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে বুলেট ও গুলি ছোড়া হয়। একপর্যায়ে মেহেদী হাসান (১৮) নামের এক তরুণের থুতনিতে গুলি লাগে। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ওই ঘটনায় নিহত মেহেদীর চাচা মো. নাদিম গতকাল যাত্রাবাড়ী থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলায় ৯৪ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে আরও ২০০-২৫০ জনকে। মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন যাত্রাবাড়ী থানার ওসি মো. ফারুক আহম্মেদ। এর বেশি কিছু তিনি বলতে চাননি।

এ মামলায় ১ নম্বর আসামি করা হয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) শহীদুল হক, সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। এর পর থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অন্তত ২২৫টি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১৯৩টি মামলায় হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। অধিকাংশ মামলায় শেখ হাসিনার পাশাপাশি বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী, আওয়ামী লীগের নেতা, পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা ও সাবেক বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তাকে আসামি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বিগত সরকারের মন্ত্রী, উপদেষ্টা, সংসদ সদস্যসহ বিভিন্ন পেশার শীর্ষ পর্যায়ের অন্তত ৪৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সেনাসদর নির্বাচনী পর্ষদ-২০২৪

উদ্বোধন করলেন প্রধান উপদেষ্টা

বাসস, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সেনাবাহিনী সদর দপ্তরে প্রধান অতিথি হিসেবে ‘সেনাসদর নির্বাচনী পর্ষদ-২০২৪’-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন।

আইএসপিআর গতকাল রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, প্রথম পর্বের এই পদোন্নতি পর্ষদে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্নেল ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদবির যোগ্য কর্মকর্তারা পরবর্তী পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হবেন।

প্রধান উপদেষ্টা পদোন্নতি পর্ষদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্যে ছাত্র-জনতার বিপ্লবে সিক্ত নতুন বাংলাদেশে সবাইকে স্বাগত জানান। এ সময় তিনি জুলাই-আগস্ট মাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত সবাইকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সশস্ত্র বাহিনী তথা সেনাবাহিনীর শহীদসহ সব বীর সেনানীকেও স্মরণ করেন, যাঁদের আত্মত্যাগ জাতি চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

প্রধান উপদেষ্টা পদোন্নতির জন্য অফিসারদের পেশাগত দক্ষতা, নেতৃত্বের গুণাবলি, শৃঙ্খলার মান, সততা, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য এবং সর্বোপরি নিযুক্তিগত উপযুক্ততার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে নির্বাচনী পর্ষদের সদস্যদের নির্দেশনা প্রদান করেন। সৎ, নীতিমান ও নেতৃত্বের অন্য গুণাবলিসম্পন্ন অফিসাররাই উচ্চতর পদোন্নতির দাবিদার বলে তিনি মন্তব্য করেন। তা ছাড়া রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে থেকে যেসব অফিসার সামরিক জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যোগ্য নেতৃত্ব প্রদানে সফল হয়েছেন, সেই সব অফিসারকে পদোন্নতির জন্য নির্বাচন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দেশের ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশের মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে দেশকে এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা করেছে। ফলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আবারও দেশের মানুষের কাছে আস্থার প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে বলে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

শেরপুরে বন্যার অবনতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শেরপুরে পরিস্থিতির অবনতি

পাহাড়ি ঢলের পানি নিম্নাঞ্চলে নেমে আসায় ও ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় শেরপুরের পাঁচ উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। বর্তমানে ঝিনাইগাতী, শ্রীবরদী, শেরপুর সদর, নালিতাবাড়ী ও নকলা উপজেলার ২৪ ইউনিয়নের প্রায় ২০০ গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। এসব গ্রামের অন্তত ৭০ হাজার মানুষ পানিবন্দী। আমন ও সবজি আবাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ভেসে গেছে দুই শতাধিক পুকুরের মাছ।

গতকাল দুপুরে শেরপুর সদরের গাজীরখামার ও বাজিতখিলা ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামে দেখা যায়, গাজীরখামার বাজার থেকে চকপাড়া হয়ে কড়ইকান্দা পর্যন্ত সড়কের ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। এই সড়কে এলাকাবাসী পানির ওপর দিয়ে হেঁটে চলাচল করছেন। সড়কের গাজীরখামার পূর্ব কান্দাপাড়া গ্রামের অধিকাংশ বাড়িতে পানি প্রবেশ করেছে। এ সময় গাজীরখামার পূর্ব কান্দাপাড়া গ্রামের নলকূপের মিস্ত্রি লোকমান মিয়া বলেন, ‘ঘরে পানি উঠছে। পরিবার নিয়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নিছি। কোনো সাহায্য-সহায়তা পাই নাই।’

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর শেরপুরের উপপরিচালক সুকল্প দাস জানান, পাহাড়ি ঢল ও অতিবৃষ্টির ফলে জেলার পাঁচ উপজেলায় ৩২ হাজার ১১৮ হাজার হেক্টর জমির রোপা আমন আবাদ সম্পূর্ণ ও ১৪ হাজার ৬৭২ হেক্টর আংশিক নিমজ্জিত হয়েছে। আর ৩৯৬ হেক্টর জমির সবজি আবাদ সম্পূর্ণ ও ৬৬৩ হেক্টর আংশিক নিমজ্জিত হয়েছে।

নালিতাবাড়ীতে নতুন করে চারটি ইউনিয়নের ৭১টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। এতে প্রায় ৪০ হাজার পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। পানি বৃদ্ধির কারণে নালিতাবাড়ী থেকে নকলা উপজেলার দুই লেন সড়কটিও ডুবে গেছে।

নেত্রকোনার শতাধিক গ্রাম প্লাবিত

গত তিন দিনের ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে নেত্রকোনার দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা উপজেলার অন্তত ১৩টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। এতে ওই ইউনিয়নগুলোর অন্তত ১০৫টি গ্রামে পানি উঠেছে। পানিতে প্রায় সাড়ে ৩০০ হেক্টর জমির আমন ধান তলিয়ে গেছে।

দুর্গাপুর উপজেলার বড় নদী সোমেশ্বরী, জারিয়ার কংস ও কলমাকান্দার উব্দাখালী নদীর পানি বেড়ে বিপৎসীমা ছুঁই ছুঁই অবস্থায় আছে। এ ছাড়া কলমাকান্দার মহাদেও, সদর ও বারহাট্টা উপজেলার কংস, মগড়া, খালিয়াজুরির ধনুসহ বিভিন্ন ছোট-বড় নদ-নদীর পানি বেড়েই চলেছে।

জেলা প্রশাসক বনানী বিশ্বাস বলেন, কলমাকান্দা, দুর্গাপুর, পূর্বধলা ও নেত্রকোনা সদর উপজেলার জন্য নগদ ৩ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ৬০ মেট্রিক টন চাল ও ২ হাজার প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হচ্ছে।

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার **নিজস্ব প্রতিবেদক** ও **প্রতিনিধিরা**]

‘ছেলের আম্মু ডাক এখনো কানে বাজে’

আবরার ফাহাদ হত্যার ৫ বছর

২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর দিবাগত রাতে বুয়েটের শেরেবাংলা হলে ছাত্রলীগের একদল নেতা-কর্মীর নির্মম নির্যাতনে নিহত হন আবরার ফাহাদ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *কুষ্টিয়া*

আবরার ফাহাদ

শোকেসের গ্লাস সরিয়ে বের করলেন ল্যাপটপ ও দুটি মুঠোফোন। দুই হাতে নেড়েচেড়ে ‘এগুলো ছেলের’ বলেই কেঁদে উঠলেন। বললেন, ‘জানো বাবা, আজ যদি আমার ছেলে বেঁচে থাকত, তাহলে চাকরি করত। আরও কত কী হতো।’

ছেলের ব্যবহৃত জিনিসপত্র দেখিয়ে এভাবেই স্মৃতিচারণা করছিলেন আবরার ফাহাদের মা রোকেয়া খাতুন। ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর দিবাগত রাতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শেরেবাংলা হলে ছাত্রলীগের একদল নেতা-কর্মীর নির্মম নির্যাতনে নিহত হন আবরার ফাহাদ। বুয়েটের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিকস প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন আবরার।

গতকাল রোববার বিকেলে কুষ্টিয়া শহরের পিটিআই সড়কের পাশে আবরারের বাড়িতে রোকেয়া খাতুনের সঙ্গে কথা হয়। এ সময় বাড়িতে একাই ছিলেন তিনি। আবরারের একমাত্র ছোট ভাই আবরার ফাইয়াজ বুয়েটের যন্ত্রকৌশল বিভাগে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। আবরার ফাহাদের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আজ সোমবার বুয়েটে কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তাঁর বাবা বরকত উল্লাহ ঢাকায় গেছেন।

কথা প্রসঙ্গে আবরারের মা রোকেয়া খাতুন বলেন, ‘পাঁচ বছর আগেও রোববার ছিল। আজও রোববার। সকালে ছেলেকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। বিকেলে বুয়েটে পৌঁছায় ছেলে আমার। এরপর তাকে ছাত্রলীগের ছেলেরা ডেকে নির্যাতন করে হত্যা করে। তারা ছাত্রলীগ করলেও তারই কয়েকজন বন্ধু ছিল। তারাও একটি বারের জন্যও ফোনে জানায়নি ছেলেকে হত্যার বিষয়ে।’

ছেলের কথা বলতে বলতে দুই চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল রোকেয়া খাতুনের। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, ‘ছেলের আম্মু ডাক এখনো কাজে বাজে। ভুলতে পারি না। কীভাবে ভুলব। এই সন্তানকে ভোলার নয়। তাকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, সেটা মনে হলেই শিউরে উঠি।’

তিনতলা বাড়িটির নিচতলায় থাকে আবরারের পরিবার। একটি কক্ষ বেশ পরিপাটি। খাটের এক পাশে বড় একটি শোকেস। এর পাশে দাঁড়িয়ে রোকেয়া খাতুন বলেন, ছেলে বুয়েটে যে বিছানায় থাকত, সেখান থেকে সব জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন। পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া গেছে তার ল্যাপটপ ও মুঠোফোন।

ছেলে আবরার ফাহাদের স্মৃতিচিহ্নগুলো যত্ন করে রেখে দিয়েছেন মা রোকেয়া খাতুন। গতকাল কুষ্টিয়া শহরের পিটিআই সড়কের বাড়িতে। ছবি : তৌহিদী হাসান

শোকেসের ভেতরে ছেলের ব্যবহৃত হাতঘড়ি, ব্যাগ, বই, পরিচয়পত্রসহ অনেক কিছুই যত্নে রেখেছেন মা রোকেয়া খাতুন। জুতা, একটি গোলক, পোশাক, জায়নামাজ ও তজবিহও আছে। কিছু চকলেট দেখিয়ে বললেন, আবরার ঘুমানোর সময় চকলেট মুখে দিয়ে ঘুমাত। সেগুলোও পাঁচ বছর ধরে রেখে দিয়েছেন। হাতঘড়ির কাঁটা বন্ধ হয়ে গেছে। সেটিও দেখিয়ে বললেন, আর কত দিন এ ঘড়ি চলবে?

আবরার সব সময় দেশের ভালোর জন্য লিখতেন বলে জানালেন রোকেয়া খাতুন। বললেন, ‘আবরার দেশ নিয়ে ভাবত। দেশের স্বার্থে ভালো কিছু লিখেই একটি দলের শত্রু হয়ে গিয়েছিল। সে তো কোনো রাজনীতি করত না। তাহলে কেন তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে? আর যারা হত্যা করল, তারা তো তারই বন্ধু ছিল। তারা কি দেশের ভালো চাইত না?’

আবরার হত্যা মামলার রায় হয়েছে। ২০২১ সালের ৮ ডিসেম্বর আবরার হত্যা মামলায় ২০ জনকে মৃত্যুদণ্ড ও ৫ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন আদালত। রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। সব আসামির দ্রুত ফাঁসি কার্যকরের জোর দাবি জানান রোকেয়া খাতুন।

গতকাল মুঠোফোনে কথা হয় আবরারের ছোট ভাই আবরার ফাইয়াজের সঙ্গে। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনজন আসামি এখনো পলাতক। তাঁরা সবাই মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি। এই আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও যেসব আসামি কারাগারে রয়েছেন, তাঁদের রায় দ্রুত কার্যকর করার দাবি জানান তিনি।

দেশে ফ্যাসিস্টদের স্থান হবে না : রিজভী

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শহীদদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত দেশে ফ্যাসিস্ট ও স্বৈরাচারের দোসরদের স্থান হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, শহীদদের রক্ত কোনোভাবেই বৃথা যেতে দেওয়া হবে না। ফ্যাসিস্টদের ও তাদের সব দোসরের বিচার দেশের মাটিতেই হবে।

গতকাল রোববার বেলা আড়াইটার দিকে বিয়ানীবাজার উপজেলা সদর ও বারইগ্রাম বাজারে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ আয়োজিত পৃথক দুটি পথসভায় রুহুল কবির রিজভী এ কথাগুলো বলেন।

বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘বিগত ফ্যাসিস্ট শাসনের সময় বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মামলা হয়েছে, হামলা হয়েছে। আমাদের নেতা-কর্মীদের গণগ্রেপ্তার, গুম ও খুন করা হয়েছে। তারপরও বিএনপির একজন নেতা-কর্মীকেও লক্ষ্য থেকে তারা সরাতে পারেনি। দলের প্রত্যেক নেতা-কর্মী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে লড়াইয়ে কাজ করে গেছেন।’ তিনি আরও বলেন, দেশের গণতন্ত্র, বাক্‌স্বাধীনতা, ভোটাধিকার নিশ্চিত করার জন্য দলের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। সর্বশেষ ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার চূড়ান্ত লড়াইয়ে অনেক প্রাণ গেছে। এত শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত দেশে ফ্যাসিস্ট ও স্বৈরাচারের দোসরদের স্থান হবে না।

এ সময় সিলেট জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এমরান আহমদ চৌধুরী বলেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে চূড়ান্ত লড়াইয়ে সিলেট জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাণ দিয়েছেন গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার উপজেলার মানুষ। শহীদদের এই রক্ত কিছুতেই বৃথা যেতে দেওয়া হবে না। দীর্ঘদিন থেকে এই এলাকার মানুষ উন্নয়নে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। জনগণের রায়ে বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে এই বঞ্চনা আর থাকবে না।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আমরা বিএনপি পরিবারের আহ্বায়ক আতিকুর রহমান, কাতার বিএনপির সভাপতি শরীফুল হক প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাবের মুখপাত্র

র‍্যাবের কোনো সদস্য পালাননি, যাননি কর্মবিরতিতেও

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর পুলিশের অনেক সদস্য পালিয়ে যাওয়ার খবর এলেও র‍্যাবের কোনো সদস্য পালিয়ে যাননি বলে জানিয়েছেন বাহিনীটির মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুনীম ফেরদৌস। তিনি বলেছেন, ৫ আগস্টের আগে ও পরে র‍্যাবের কোনো সদস্যই পালিয়ে যাননি, কর্মবিরতিতেও যাননি।

গতকাল রোববার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র‍্যাবের মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুনীম ফেরদৌস।

মুনীম ফেরদৌস বলেন, ‘র‍্যাব একটি কম্পোজিট ফোর্স। এখানে প্রায় আটটি বাহিনী থেকে সদস্যরা আসেন। এর মধ্যে প্রায় ৪৪ শতাংশ আসেন পুলিশ থেকে। এখানে সবচেয়ে বড় অংশটাই পুলিশের—৫০ শতাংশের কাছাকাছি। র‍্যাব কিন্তু ছোট একটা বাহিনী। ১০ হাজার প্লাস-মাইনাস একটা ফোর্স। এই ১০ হাজার ফোর্সের মধ্যে ৪৪ শতাংশ পুলিশ। কোনো সদস্য কিন্তু পালিয়ে যাননি।’

মুনীম ফেরদৌস বলেন, ‘আমরা প্রথম থেকে যেভাবে একসঙ্গে ছিলাম, আমরা শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে ছিলাম। এখানে অনেকের অনেক ধরনের সমস্যা ছিল, কিন্তু আমাদের র‍্যাব ফোর্সেসে কখনোই কোনো সমস্যা হয়নি।’

র‍্যাবের মুখপাত্র বলেন, ‘এর আগেও বলেছি, ছাত্র-জনতার ওপরে র‍্যাবের কোনো সদস্য লিথ্যাল ওয়েপন (প্রাণঘাতী অস্ত্র) ব্যবহার করেননি। সাধারণ ছাত্র-জনতার যে আন্দোলন ছিল, সেটার সঙ্গে র‍্যাব ছিল। এই যে অভ্যুত্থান, এটাকে সফল করার জন্য এখন যা যা করণীয়, আমরা সবই করে যাচ্ছি।’

শুরুর ব্যাটিংয়েই সব শেষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভারতের ইনিংসের প্রথম কয়েক ওভারে মনে হচ্ছিল, ম্যাচটা বুঝি শুরুর আগেই শেষ হয়ে যাবে! সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে গত আইপিএলে ২০৪ স্ট্রাইক রেটে খেলা অভিষেক শর্মা উদ্বোধনে নেমেছিলেন। কী হতে পারে, তা অনুমান করাই যাচ্ছিল। ৭ বলে ২টি চার ও ১টি ছক্কায় ১৬ রান করে ফেলা অভিষেক পূর্বানুমানকে সত্য প্রমাণ করছিলেন। ভাগ্য ভালো, তাসকিন আহমেদের করা দ্বিতীয় ওভারে তাওহিদ হৃদয়ের সরাসরি থ্রোয়ে রানআউট হন অভিষেক। উইকেট পড়লেও ভারত যে গতিতে খেলেছে, তাতে মনে হয়েছে, খেলাটা ১০ ওভারেই শেষ করতে হবে।

মোস্তাফিজের বলে আউট হওয়ার আগে সূর্যকুমার এসেই ১৪ বলে ২৯ রান করে গেলেন, সঞ্জুর ২৯ রান আসে ১৯ বলে। মিরাজের বলে আউট হন তিনি। বাকি পথটা পাড়ি দেন দুই অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ও নীতীশ রেড্ডি। পান্ডিয়ার ৩৯ রান আসে মাত্র ১৬ বলে, ৫টি চার ও ২টি ছক্কা ছিল তাঁর ইনিংসে। নীতীশ ১৫ বলে ১৬ রানে অপরাজিত ছিলেন।

বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের শুরুর গল্পটা ছিল পুরোই উল্টো। গত জুন-জুলাইয়ের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর প্রথম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলতে নেমে নতুন উদ্বোধনী জুটি পেল বাংলাদেশ দল। তানজিদ হাসানের জায়গায় ২০২২ সালে টি-টোয়েন্টি অভিষেক হওয়া পারভেজ হোসেনকে সুযোগ দেওয়া হয়, সঙ্গী অভিজ্ঞ লিটন দাস। কিন্তু ইনিংসের প্রথম ওভারে অর্শদীপ সিংয়ের বলে পয়েন্টে চার মেরে পরের বলেই আড়াআড়ি শট খেলতে গিয়ে ক্যাচআউট লিটন। ২ বলে ৪ রান করা লিটনের মতোই ছিল পারভেজের ইনিংস, ১ ছক্কায় ৯ বলে ৮ রান। বোল্ড হয়েছেন সেই অর্শদীপকে লেগের দিক দিয়ে উড়িয়ে মারতে গিয়ে।

তাওহিদ হৃদয় ও অধিনায়ক নাজমুল হোসেন মিলে বরুণ চক্রবর্তীর করা পঞ্চম ওভারে নিলেন ১৫ রান, বাংলাদেশের রান তখন ২ উইকেটে ৩৯। পাওয়ারপ্লের শেষ ওভারে যদি ১০ রানের মতো আসে, তাহলে প্রথম ৬ ওভারের লড়াইয়ে কিছুটা হলেও এগিয়ে থাকত বাংলাদেশ। কিন্তু আন্তর্জাতিক অভিষেকে ভারতের নতুন গতি তারকা মায়াঙ্ক যাদব ১০ রান তো দূরের কথা, ষষ্ঠ ওভারে ১ রানও দিলেন না। অভিষেক ম্যাচের প্রথম ওভারেই মেডেন, আর সে ওভারে স্ট্রাইকে ছিলেন হৃদয়। পরের ওভারে বরুণের বলে হৃদয় আবারও স্ট্রাইকে, আরও ১টি ডট বল। টানা ৭ ডট বলের চাপ সরাতে গিয়ে ছক্কা মারার চেষ্টায় বাউন্ডারি সীমানায় ক্যাচ তোলেন হৃদয়।

১৩তম ওভারে ক্রিজে ছিলেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও রিশাদ হোসেন। নাজমুল (২৭), মাহমুদউল্লাহ (১), জাকের আলী (৮) লম্বা ইনিংস খেলতে পারেননি। রিয়াদ ও জাকের মারতে গিয়ে আউট হয়েছেন। নাজমুলকে বোকা বানিয়ে রিটার্ন ক্যাচের ফাঁদে ফেলেছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। লোয়ার অর্ডার থেকে বাংলাদেশ পেয়েছে রিশাদের ১১ রান আর তাসকিন আহমেদের ১২ রান। শেষ পর্যন্ত টিকে ছিলেন এক বছর পর টি-টোয়েন্টি খেলতে নামা মিরাজ। ৩ বাউন্ডারিতে ৩২ বলে ৩৫ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বাংলাদেশ : ১৯.৫ ওভারে ১২৭ (মিরাজ ৩৫*, নাজমুল ২৭; অর্শদীপ ৩/১৪, চক্রবর্তী ৩/৩১)।
ভারত : ১১.৫ ওভারে ১৩২/৩ (পান্ডিয়া ৩৯*, স্যামসন ২৯, সূর্যকুমার ২৯; মিরাজ ১/৭, মোস্তাফিজ ১/৩৬)।
ফল : ভারত ৭ উইকেটে জয়ী।

“ শহীদদের রক্ত বৃথা যেতে দেওয়া হবে না। ফ্যাসিস্টদের ও তাদের সব দোসরের বিচার দেশের মাটিতেই হবে।

রুহুল কবির রিজভী, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব, বিএনপি
গতকাল সিলেটে পথসভায়

সংক্ষেপে

বিদ্যুৎ এবং ক্রীড়ায় নতুন সচিব, এক সচিব ওএসডি

বিদ্যুৎ বিভাগ এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব নিয়োগ দিয়েছে সরকার। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামানকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। গতকাল রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে পৃথক প্রজ্ঞাপনে এসব সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের নতুন সচিব নিয়োগ পেয়েছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ফারজানা মমতাজ। তাঁকে সচিব পদে পদোন্নতি দিয়ে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনি বিদ্যুৎ বিভাগের বিদায়ী জ্যেষ্ঠ সচিব মো. হাবিবুর রহমানের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। হাবিবুর রহমান ৯ অক্টোবর অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) যাচ্ছেন। অন্যদিকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব হয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। তাঁকেও সচিব পদে পদোন্নতি দিয়ে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এদিকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওএসডি থাকা অতিরিক্ত সচিব সুরাইয়া আখতার জাহানকে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান করা হয়েছে।
বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং সাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী আবদুর রহমানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) টি এম জোবায়ের ও তাঁর স্ত্রী ফাহামিনা মাসুদের দেশত্যাগে আদালত নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পৃথক আবেদনের শুনানি নিয়ে ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালত গতকাল রোববার দুপুরে এ আদেশ দেন। *প্রথম আলোকে* এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর। আদালত-সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, আবদুর রহমান এবং জোবায়ের ও তাঁর স্ত্রীর দেশত্যাগের নিষেধাজ্ঞার আবেদনে দুদক বলেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ অনুসন্ধান করছে সংস্থাটি। দুদকের পৃথক আবেদনের শুনানি নিয়ে আদালত আবদুর রহমান এবং জোবায়ের ও তাঁর স্ত্রীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন। প্রসঙ্গত, গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়। অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠায় এই সরকারের সাবেক ২৭ মন্ত্রী ও ১৬ সংসদ সদস্যের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মাছ শিকার

বড়শি দিয়ে মাছ শিকারে ব্যস্ত কয়েকজন শৌখিন শিকারি। গতকাল সিলেটের দক্ষিণ সুরমার মেদি বিলে। ছবি : আনিস মাহমুদ

বন্যা কয়েক দিনের টানা ভারী বৃষ্টি ও উজানের ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ডুবে গেছে নালিতাবাড়ী-নকলা-ঢাকা মহাসড়ক। গতকাল বিকেলে শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার কান্দাপাড়া এলাকায়। ছবি : সাজিদ হোসেন **খবর** প্রথম পাতায়

তবু ঝুঁকি নিয়ে জ্বালানি তেল খালাস

জ্বালানি খাত

পাইপলাইনে আমদানি করা তেল খালাসের জন্য আট হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে আগস্টে। তবু তেল সরবরাহ শুরু হয়নি।

সুজয় চৌধুরী, *চট্টগ্রাম*

সাগরে বড় ট্যাংকার থেকে পাইপের মাধ্যমে জ্বালানি তেল খালাসের জন্য একটি প্রকল্প নিয়েছিল বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। দুই মাস আগে এই প্রকল্পের কাজ শেষও হয়েছে। তবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকাদার নিয়োগ না হওয়ায় জ্বালানি সরবরাহ শুরু হয়নি। এখনো সনাতন পদ্ধতিতে ছোট ট্যাংকারে তেল সরবরাহ করা হচ্ছে। এতে সময় ও খরচের পাশাপাশি ঝুঁকি বাড়ছে।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) তেল পরিবহনের ট্যাংকার 'এমটি বাংলার জ্যোতি' থেকে তেল খালাসের সময় বিস্ফোরণ থেকে আগুনের ঘটনায় তিনজন নিহত হন। এ ঘটনা পাইপলাইনে জ্বালানি তেল খালাসের প্রকল্প শেষ হওয়ার পরও চালু না হওয়ার বিষয়টি আবার সামনে এনেছে। দুর্ঘটনার পর গঠিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের তদন্ত কমিটির প্রাথমিক প্রতিবেদনেও এই প্রকল্প দ্রুত চালু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আগস্টে শেষ হয় প্রকল্পের কাজ

তেল খালাসে খরচ ও সময় সাশ্রয় করতে 'সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং উইথ ডাবল পাইপলাইন' বা ভাসমান জেটি নির্মাণের এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালের ৩০ আগস্ট। এরপর চার দফা মেয়াদ বাড়ে। আর ব্যয় ৫ হাজার কোটি থেকে বেড়ে ৮ হাজার ২৯৮ কোটিতে উন্নীত হয়। বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে (জিটুজি) চুক্তির ভিত্তিতে এ প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) পক্ষে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল)।

প্রকল্পের আওতায় মহেশখালী দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে গভীর সাগরে ভাসমান মুরিং (বিশেষায়িত বয়া) বসানো হয়েছে। সেখান থেকে সাগরের তলদেশ দিয়ে মহেশখালী স্টোরেজ ট্যাংক হয়ে আবার পতেঙ্গার ইস্টার্ন রিফাইনারি পর্যন্ত ১১০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া পাম্পিং স্টেশন, তিনটি করে অপরিশোধিত তেল ও ডিজেল ট্যাংক, বুস্টার পাম্প, জেনারেটর নির্মাণ করা হয়েছে।

বিপিসি সূত্র জানায়, নির্মাণকাজ শেষে গত বছরের জুলাইয়ে প্রথমবারের মতো সাগরের তলদেশে পাইপলাইনে তেল খালাসের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তখন জাহাজের ভারসাম্য ঠিক রাখতে না পারায় তেল খালাসের সংযোগকারী ভাসমান পাইপ ছিঁড়ে যায়। এরপর চীন থেকে টাগবোট এনে ওই বছরের ডিসেম্বরে আবারও পরীক্ষামূলকভাবে জ্বালানি তেল খালাসের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সফলভাবে ওই কার্যক্রম শেষ হয়েছিল।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বন্দরে ট্যাংকার 'এমটি বাংলার জ্যোতি' থেকে তেল খালাসের সময় বিস্ফোরণে তিনজন নিহত হন। ফাইল ছবি

পাইপে তেল খালাস শুরু না হওয়ার বিষয়ে প্রকল্পটির পরিচালক (পিডি) ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. শরীফ হাসনাত *প্রথম আলোকে* বলেন, নির্মাণকাজ শেষে প্রকল্পটি বিপিসিকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজ বুঝে নেওয়ার পর গত ৮ আগস্ট নির্মাণ (ইপিসি) ঠিকাদারকে সনদ প্রদান করা হয়েছে। এখন বিপিসিই পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকাদার নিয়োগ করবে।

দেরিতে কাজ শুরু ও ব্যয় বাড়ার বিষয়ে মো. শরীফ হাসনাত বলেন, প্রকল্পটি ২০১৫ সালের ৮ ডিসেম্বর একনেকের সভায় অনুমোদন পায়। এক বছর পর দাতা সংস্থার সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি সই হয়। এরপর প্রকল্পের নকশা, কারিগরি ও প্রকৌশল দিক যাচাই-বাছাই করা, ঋণচুক্তিসহ যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষ করতে গিয়ে তিন বছর সময় লেগেছে। অবশ্য প্রকল্পের শুরুর দিকে মেয়াদ ছিল তিন বছর। এরপর ধাপে ধাপে চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানো হয়।

অন্যদিকে শুরুর চুক্তিমূল্যের পরিবর্তন, জমির মূল্যবৃদ্ধি, নকশা পরিবর্তন করে মাতারবাড়ী চ্যানেল অংশে পাইপলাইন গভীরে স্থাপন করা, ডলার-সংকটসহ বেশ কিছু কারণে প্রকল্পের ব্যয় বেড়ে গেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

শেষ হলেও প্রকল্প চালুর সময় নিয়ে অনিশ্চয়তা

এই প্রকল্পের নির্মাণ (ইপিসি) ঠিকাদার ছিল চায়না পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড (সিপিপিইসি)। প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকাদার হিসেবে সিপিপিইসিকে নিয়োগ দেওয়ার কথা ছিল। এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা এগিয়ে গিয়েছিল। তবে সরকারের পটপরিবর্তনের পর নতুন করে প্রক্রিয়া শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের চেয়ারম্যান মো. আমিন উল আহসান বলেন, প্রকল্পটি বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইনের আওতায় প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছিল। তবে বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি স্থগিত করা হয়েছে। এর পরিবর্তে সরকারি ক্রয়নীতি (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস বা পিপিআর) অনুযায়ী ঠিকাদার নিয়োগ দিতে হবে। এ জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। শিগগিরই পরামর্শ অনুযায়ী ঠিকাদার নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

মো. আমিন উল আহসান *প্রথম আলোকে* বলেন, নির্মাণ ঠিকাদার চায়না পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন এই প্রকল্পের নির্মাণকাজ করেছে। তারা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে ওয়াকিবহাল। এ কারণে প্রাথমিকভাবে পরিচালনার দায়িত্ব তাদের দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু চুক্তি হয়নি। এখন নতুন করে আবার প্রক্রিয়া শুরু হবে। এতে কত দিন সময় লাগবে, তা নিশ্চিত করে এখনই বলা যাচ্ছে না।

সনাতন পদ্ধতিতে ঝুঁকি বাড়ছে

প্রকল্প চালু হলে এক লাখ মেট্রিক টন জ্বালানি তেলবাহী ট্যাংকার থেকে তেল খালাসে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগত। যেটি এখন সনাতন পদ্ধতিতে ১০-১১ দিন সময় লাগছে।

সনাতন পদ্ধতিতে সাগরে বড় জাহাজ থেকে ছোট ট্যাংকারে প্রথমে তেল স্থানান্তর করা হয়। এরপর ছোট ট্যাংকার জেটিতে এনে পাইপের মাধ্যমে তেল খালাস করা হয়। বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের ৩৮ বছরের পুরোনো দুটি ট্যাংকারের মাধ্যমে তেল পরিবহন ও খালাসের কাজ করা হয়। গত সপ্তাহে একটি ট্যাংকারে বিস্ফোরণের পর ঝুঁকির বিষয় নিয়ে পুরোনো আলোচনা আবার শুরু হয়। কারণ, ট্যাংকার দুটিই পুরোনো। এ ঘটনায় গঠিত ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেডের তদন্ত প্রতিবেদনেও ঝুঁকির বিষয়টি উঠে এসেছে। কমিটি একগুচ্ছ সুপারিশও দিয়েছে।

উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হলো তেলবাহী সব ট্যাংকারের অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা যাচাইয়ের জন্য তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা। জাহাজ ও জেটিতে দাহ্যবস্তু যথাযথ নিয়ম মেনে রাখা।

বিপিসির দুজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতিতে জ্বালানি তেল খালাস করা হচ্ছে। জেটি ও ট্যাংকারে পর্যাপ্ত অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। গ্যাস চিহ্নিতকরণ ব্যবস্থাপনাও নেই। প্রকল্প চালু হলে ঝুঁকি কমে যেত। তবে ঠিকাদার নিয়োগে এখন আটকে আছে প্রকল্পটি।

বেশি ক্ষতি নোয়াখালীতে, বেশি ত্রাণ গেছে সিলেটে

বন্যা নিয়ে সিপিডির মূল্যায়ন

বন্যায় সবচেয়ে বেশি আর্থিক ক্ষতি হয়েছে নোয়াখালীতে—২৯.৭ শতাংশ, কুমিল্লায় ২৩.৫১, ফেনীতে ১৮.৬১ ও চট্টগ্রামে ১১.৬৩ শতাংশ।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি দেশের পূর্বাঞ্চলের বন্যায় ১১ জেলায় ১৪ হাজার ৪২১ কোটি ৪৬ লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে নোয়াখালী জেলায়। সবচেয়ে বেশি ত্রাণসহায়তা গেছে সিলেটে—মাথাপিছু ১৫ হাজার ৩২০ টাকা। এর পরে রয়েছে হবিগঞ্জ ও চট্টগ্রামের বন্যার্তরা। ত্রাণ পাওয়ায় সবচেয়ে নিচের দিকে আছেন লক্ষ্মীপুরের বাসিন্দারা। সেখানকার বন্যার্তরা মাথাপিছু ৬২ টাকা পেয়েছেন।

গতকাল রোববার রাজধানীর ধানমন্ডিতে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) কার্যালয়ে 'পূর্বাঞ্চলে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি ও পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া : সিপিডির বিশ্লেষণ' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। সিপিডি থেকে করা একটি তাৎক্ষণিক গবেষণায় এসব বিষয় উঠে আসে। মূল উপস্থাপনা তুলে ধরেন গবেষণা সমন্বয়কারী ও সিপিডির রিসার্চ ফেলো মুনতাসির কামাল।

সিপিডির প্রতিবেদন বলছে, পূর্বাঞ্চলের ওই বন্যায় সামগ্রিকভাবে মোট ক্ষয়ক্ষতির ৫৩ শতাংশ হয়েছে বেসরকারি খাতে। আর ৪৭ শতাংশ হয়েছে সরকারি খাতে।

সংবাদ সম্মেলনে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বলেন, '১৪ হাজার কোটি টাকার ওপরে যে ক্ষতিটা, সেটা জিডিপির আকারেও কম না। সেটা আমাদের চলতি অর্থবছরের প্রায় শূন্য দশমিক ২৯ শতাংশ। এমনিতেই সীমিত সম্পদ, তার ওপর প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমাদের একটা বাড়তি খরচ হয়।'

সবচেয়ে বেশি আর্থিক ক্ষতি হয়েছে নোয়াখালীতে ২৯ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ, কুমিল্লায় ২৩ দশমিক ৫১ শতাংশ, ফেনীতে ১৮ দশমিক ৬১ শতাংশ ও চট্টগ্রামে ১১ দশমিক ৬৩ শতাংশ।

সিপিডির বক্তারা জানান, বন্যায় ত্রাণ বিতরণেও সমন্বয়হীনতা খুঁজে পাওয়া গেছে। কোনো ব্যক্তি একাধিকবার ত্রাণ পেয়েছেন, আবার অনেকেই পাননি। এ ছাড়া অনেকেই ত্রাণসামগ্রী বিক্রি করে দিয়েছেন বলেও জানায় সিপিডি।

সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, এবারের বন্যায় সরকারি খাতের চেয়ে ব্যক্তি খাতে বেশি ক্ষতি হয়েছে।

এই বন্যায় কৃষি ও বন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই দুই খাতে ক্ষতির পরিমাণ ৫ হাজার ১৬৯ কোটি ৭১ লাখ টাকা। এটি মোট ক্ষতির ৩৫ দশমিক ৮৫ শতাংশ।

গবেষণায় সুপারিশ হিসেবে বলা হয়, বাংলাদেশে সামনের দিনে এ ধরনের বন্যার প্রবণতা বাড়তে পারে। ফলে এসব বন্যাপ্রবণ এলাকায় ত্রাণের বরাদ্দ বাড়াতে হবে। শুধু ত্রাণ দিয়েই কাজ শেষ হবে না, বাড়িঘরের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে ত্রাণ বিতরণ ও বন্যা ব্যবস্থাপনায় সমন্বয় বাড়াতে হবে।

প্রথম আলো বন্ধুসভার বন্ধুদের সহযোগিতায় সারা দেশে চলছে উঠান বৈঠক। রাজশাহীর তানোরের ১ নম্বর কলমা ইউনিয়নে। ছবি : প্রথম আলো

আয়োজনের নেপথ্যের বন্ধুদের গল্প

গ্রামে গ্রামে উঠান বৈঠক

ইন্টারনেট শেখার বিশেষ এই উদ্যোগ গ্রামীণফোনের। সহযোগিতায় *প্রথম আলো*, নকিয়া ও ঢাকা ব্যাংক।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *রাজশাহী*

ইন্টারনেটের দুনিয়া সবার

'উঠান বৈঠকে শুধু গ্রামীণ নারীরা নন, আমরা যাঁরা এর সঙ্গে যুক্ত আছি, তাঁরাও শিখছি প্রতিনিয়ত। ইন্টারনেট ব্যবহার করে সফল নারীদের গল্প জেনে আমরাও সাহস ও উৎসাহ পাচ্ছি।' কথাগুলো বলছিলেন রাজশাহীর প্রথম আলো বন্ধুসভার সদস্য সাদিকা সোনালী। তিনি উঠান বৈঠকের একজন সঞ্চালক ছিলেন।

সারা দেশে চলছে গ্রামীণফোনের উদ্যোগে 'ইন্টারনেটের দুনিয়া সবার' শীর্ষক প্রচারাভিযানের আওতায় উঠান বৈঠক। আয়োজনগুলো সম্পন্ন করতে অন্যতম সহযাত্রী হিসেবে কাজ করছেন *প্রথম আলোর* পাঠক সংগঠন বন্ধুসভার সদস্যরা। নিজ নিজ এলাকায় গ্রামীণ নারীদের আমন্ত্রণ জানানো, উঠান বৈঠকে তাঁদের সম্পৃক্ত করাসহ খুঁটিনাটি নানা বিষয়ে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন তরুণ বন্ধুরা।

গ্রামীণ নারীদের ইন্টারনেট বিষয়ে সচেতনতার এই উদ্যোগে কীভাবে যুক্ত হলো বন্ধুসভা? এ প্রসঙ্গে সাদিকা সোনালী বলেন, 'ইন্টারনেটের দুনিয়া সবার প্রচারাভিযানের অন্যতম সহযোগী *প্রথম আলো*। তাই উঠান বৈঠক সম্পন্ন করার জন্য দেশের প্রতিটি জেলায় বন্ধুসভার সদস্যদের দিয়ে দল গঠন করা হয়। সে দলে আমি থাকতে পেরে সত্যি আনন্দিত।'

শুরুতে এ আয়োজন সম্পর্কে জানার পর খুব কৌতূহলী ছিলেন সোনালী। কী হবে এখানে? তারপর উঠান বৈঠকে গ্রামীণ নারীদের জন্য তৈরি করা ইন্টারনেট বিষয়ে মডিউলটা পড়ার পর তাঁর কৌতূহল কাটে। তাই অন্যান্য জেলার মতো রাজশাহীর ৪০টি ইউনিয়নের উঠান বৈঠকেও ছিল বন্ধুসভার বন্ধুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

নানা ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন তাঁরা। তাই প্রতিটি উঠান বৈঠকেই ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি প্রকাশ করেছেন বন্ধুরা। তার মধ্যে ছিল রাজশাহীর বাঘা উপজেলার গড়গড়ি ইউনিয়নের উঠান বৈঠক। সঙ্গে ছিলেন বন্ধুসভার সদস্য তথাপি আজাদ, সাদিকা সোনালী, তাহমিনা আকতার ও জুয়েল রানা। অনুষ্ঠান শেষে বন্ধুরাও বললেন, 'জীবনের এক নতুন অভিজ্ঞতা হলো। মুঠোফোন এখন সবার হাতেই আছে, কিন্তু এই উঠান বৈঠকের পরে মনে হলো, আমরা ইন্টারনেট বিষয়ে অর্ধশতাধিক নারীর চোখ খুলে দিয়ে গেলাম। এটি একটি অন্য রকম প্রাপ্তি।'

বন্ধুসভার আরেকজন সহযাত্রী আফরোজা খাতুন অত্যন্ত সাবলীলভাবে অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনা করেছেন। উঠান বৈঠক আয়োজনের সঙ্গে থাকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'গ্রামীণ নারীরা সাধারণত ঘরে বসে সংসার সামলান। কিন্তু উঠান বৈঠকের পর তাঁরা এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিজের নতুন ব্যবসা সামলানোর স্বপ্ন দেখছেন। গ্রামীণ নারীদের এই স্বপ্ন দেখানোর সাথি হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।'

শুধু বন্ধুসভার বন্ধুরাই নন, বন্ধু হিসেবে আছেন আরও অনেকে। এর মধ্যে অন্যতম, যাঁর বাড়ির উঠানে এ আয়োজন হচ্ছে এবং যিনি নারীদের উঠান বৈঠকের খোঁজ দিচ্ছেন। তেমনই একজন রাজশাহীর বাঘা উপজেলার নাওটিকা গ্রামের অনুষ্ঠানের আয়োজক রুমা খাতুন। নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি আয়োজনের আগে ভাবতেই পারিনি আমার বাড়ির উঠানেই এত বড় অনুষ্ঠান হবে। এটা আমার জীবনের এক অন্য রকম অভিজ্ঞতা। গ্রামের নারীরা এই অনুষ্ঠান থেকে কিছুটা উপকৃত হলেও আমার ভালো লাগবে।'

সাঁওতাল-অধ্যুষিত রাজশাহীর তানোরের ১ নম্বর কলমা ইউনিয়নের উঠান বৈঠকের দায়িত্ব পড়েছিল রুকাইয়া চৌধুরীর ওপর। সেখানকার চোরখৈর গ্রামের নারীদের উঠান বৈঠক সম্পর্কে বোঝানো রুকাইয়ার জন্য খুব একটা সহজ ছিল না। কারণ, গ্রামের মানুষ, বিশেষ করে মেয়েরা সংসারের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন। সাঁওতালরা মাঠে কাজ করেন। রুকাইয়া প্রথমে এলাকার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রধান নমিতা মুর্মু ও নাচুন কিস্কুর কাছে যান। শুরুতে না বুঝলেও বিস্তারিত জানার পর উঠান বৈঠকে যাওয়ার জন্য তাঁরা রাজি হন। তারপর রুকাইয়া যান পাশের গ্রাম বাঁউরিতে। সেই গ্রামের মেয়েরা পরচুলা তৈরির কারখানায় কাজ করেন। উঠান বৈঠকে গেলে তাঁদের কাজের ক্ষতি হবে বলে জানান সেই গ্রামের ফারহানা ও পারুল। কিন্তু উঠান বৈঠকে গেলে কী কী শেখানো হবে তার ধারণা দিতেই সেখানে যেতে রাজি হন তাঁরা। অনুষ্ঠান শেষে তাঁরা সেখান থেকে এমন বিষয়ে জানতে পেরেছেন, যা আগে জানতেন না।

বন্ধুসভার বন্ধুদের সহযোগিতায় সারা দেশের দুই হাজার ইউনিয়নে আয়োজিত হচ্ছে উঠান বৈঠক। 'ইন্টারনেটের দুনিয়া সবার' শীর্ষক প্রচারাভিযানটির আওতায় যার মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগ শুরু করতে সাহস ও উৎসাহ পাচ্ছেন। পাশাপাশি ইন্টারনেটের বহুমুখী ব্যবহার শেখার মাধ্যমে জীবনে চলার পথের ছোটখাটো সমস্যার সমাধান এখন নিজেরাই করতে পারেন। ২০২৩ সালের মার্চ থেকে শুরু হয়ে গতকাল (৬ অক্টোবর) পর্যন্ত ১ হাজার ২০৭টি ইউনিয়নে উঠান বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে।

তিন পার্বত্য জেলায় ভ্রমণ না করতে পরামর্শ প্রশাসনের

প্রতিনিধি, *বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি*

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান—এই তিন পার্বত্য জেলায় ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত পর্যটকদের ভ্রমণ না করার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। গতকাল রোববার বিকেলে তিন জেলার জেলা প্রশাসকেরা এ নির্দেশনা জারি করেন। ৮ অক্টোবর থেকে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে।

রাঙামাটি জেলা প্রশাসন থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো খুদে বার্তায় উল্লেখ করা হয়, অনিবার্য কারণবশত পর্যটকদের ৮ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত রাঙামাটি ভ্রমণ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা হলো। এর আগে ৩ অক্টোবর রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের সাজেকে পর্যটকদের না যেতে পরামর্শ দিয়েছিল জেলা প্রশাসন।

একই রকম এক বার্তায় খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. সহিদুজ্জামানও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার কথা জানান। গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় বলা হয়, চলমান পরিস্থিতির কারণে ৮ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যটকদের খাগড়াছড়ি ভ্রমণ থেকে বিরত থাকার জন্য বলা হচ্ছে। একই নির্দেশনা জারি করা হয় বান্দরবান জেলা প্রশাসন থেকেও।

নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে জানতে চাইলে বান্দরবানের জেলা প্রশাসক মোজাহিদ উদ্দিন বলেন, অনিবার্য কারণে পর্যটকদের ভ্রমণ না করতে বলা হয়েছে। এ নির্দেশনা ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বহাল থাকবে। এর বাইরে আর কিছু বলা সম্ভব নয়।

পাহাড়ে কঠিন চীবরদান অনুষ্ঠান বর্জনের ঘোষণা ভিক্ষু সংঘের

প্রতিনিধি, *রাঙামাটি*

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্যমান পরিস্থিতি ও নিরাপত্তাহীনতার কারণ দেখিয়ে এ বছর পার্বত্য চট্টগ্রামে (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব কঠিন চীবরদান উদ্‌যাপন না করার ঘোষণা দিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্মিলিত ভিক্ষু সংঘ। গতকাল রোববার দুপুরে রাঙামাটি শহরের মৈত্রী বৌদ্ধ বিহারের দেশনালয়ে (ধর্ম উপদেশ কক্ষে) এ ঘোষণা দেওয়া হয়। চলতি অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে মাসব্যাপী বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব কঠিন চীবরদান অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

বেলা দেড়টার দিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্মিলিত ভিক্ষু সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করা হয়, এযাবৎ যত সাম্প্রদায়িক হামলা হয়েছে, তার কোনোটির বিচার হয়নি। এসব ঘটনায় নামমাত্র তদন্ত কমিটি করা হয়, যা আলোর মুখ দেখে না। এ কারণে বৌদ্ধ সমাজ ও ভিক্ষু সংঘ উদ্বিগ্ন। এমন নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের সব বিহারে কঠিন চীবরদান না করার ঘোষণা দেন পার্বত্য ভিক্ষু সংঘের সভাপতি শ্রদ্ধালঙ্কার মহাথের।

এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক মো. মোশারফ হোসেন খান বলেন, 'বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কঠিন চীবরদান উৎসব পালন না করার বিষয়টি শুনেছি। সোমবার তাঁদের নিয়ে জেলা প্রশাসনের বৈঠকে বসার কথা রয়েছে। সেখানে তাঁরা কী বলেন, তা শুনব।'

নকশা

দশমীতে দেবশ্রীর নানা পদ

পূজা যেখানেই উদ্‌যাপন করা হোক, রান্না করতে পছন্দ করেন সংগীতশিল্পী দেবশ্রী অন্তরা। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত নিরামিষ আর দশমীতে এর সঙ্গে থাকে জম্পেশ আমিষের পদ। 'নকশা'য় পাঠকদের জন্য দশমীর চারটি রান্না তুলে ধরেছেন শিল্পী। দেখুন প্রচ্ছদ প্রতিবেদন।

আরও থাকছে

- পূজায় চটজলদি নিজের যত্ন
- পূজার সাজে রং থাক, আরামও থাক
- দুই রকম ছানামুখী

চোখ রাখুন আগামীকাল
মূল পত্রিকার সঙ্গে ৮ পৃষ্ঠার ট্যাবলয়েড
দাম ১২ টাকা

করোনা শনাক্ত ১ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সাবের চৌধুরী গ্রেপ্তার, নারায়ণ চন্দ্র আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাবেক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় গুলশানের বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিকে সাবেক ভূমিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দকে আটক করেছে বিজিবি।

সাবের হোসেন চৌধুরীকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের এক খুদে বার্তায় জানানো হয়। তবে কোন মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেটা জানানো হয়নি। ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক হত্যা মামলা হয়েছে।

সাবের হোসেন চৌধুরী আওয়ামী লীগের বিগত সরকারে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন।

ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর সীমান্ত থেকে আটক করা হয় সাবেক ভূমিমন্ত্রী ও খুলনা-৫ আসনের সাবেক সংসদ নারায়ণ চন্দ্র চন্দকে। গতকাল রাতে এক খুদে বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে বিজিবি। এতে বলা হয়, অবৈধভাবে ভারতে পালানোর সময় মহেশপুর সীমান্ত থেকে নারায়ণ চন্দ্র চন্দকে আটক করা হয়েছে।

এ ছাড়া গতকাল দুপুরে রাজধানীর বারিধারা এলাকা থেকে রাজশাহী-৩ আসনের সাবেক এমপি আসাদুজ্জামান আসাদকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব আমিনুল ইসলাম খানকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। গতকাল রাজধানীর বনানী এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে তাঁকে কোন অভিযোগে আটক করা হয়েছে, তা তিনি জানাননি।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। সরকার পতনের পর থেকে বিগত সরকারের উপদেষ্টা, মন্ত্রীসহ শীর্ষ পর্যায়ের অন্তত ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সংকট মোকাবিলায় চাই আঞ্চলিক সহযোগিতা

জলবায়ু পরিবর্তন

গতকাল রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

বাসস, *ঢাকা*

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উদ্ভূত সংকট মোকাবিলায় আঞ্চলিক সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেছেন, সংকট মোকাবিলায় উজান ও ভাটির দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

রিজওয়ানা হাসান

গতকাল রোববার রাজধানীর মহাখালীতে 'ক্ষমতায়ন : জলবায়ুসহিষ্ণু সমাজের জন্য নারী (ফেজ ২)' প্রকল্পের 'অ্যানুয়াল কমিউনিটি অব প্র্যাকটিস (কপ) নেটওয়ার্ক কনভেনশন' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান পরিবেশ উপদেষ্টা। এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন'।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রয়োজন। উজানের দেশগুলোকে আগে থেকে বৃষ্টি, স্ট্রাকচারের অবস্থা ও পানি ছাড়ার সময় জানাতে হবে। উজান-ভাটির দেশগুলোকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।'

পরিবেশ উপদেষ্টা আরও বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে খাদ্যসংকট এড়াতে সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্বন নির্গমন শূন্যে নামিয়ে আনা ও জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য গঠিত তহবিল থেকে অর্থ আনতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নারীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন উল্লেখ করে তিনি অভিযোজনের জাতীয় পরিকল্পনায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আশ্বাস দেন।

> জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রয়োজন। উজানের দেশগুলোকে আগে থেকে বৃষ্টি, স্ট্রাকচারের অবস্থা ও পানি ছাড়ার সময় জানাতে হবে। উজান-ভাটির দেশগুলোকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।
>
> **সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান**, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপদেষ্টা

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশে সুইডেন দূতাবাসের হেড অব ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন মারিয়া স্ট্রিডসম্যান ও বাংলাদেশে জাতিসংঘের নারীবিষয়ক সংস্থার (ইউএনউইমেন) কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ গীতাঞ্জলী সিং।

অনুষ্ঠানে 'উইমেন্স ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক'-এর ঘোষণা দেওয়া হয়। পাঁচ নারী উদ্যোক্তাকে দেওয়া হয় 'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় নারীর ভূমিকা শীর্ষক পদক, ২০২৪'।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন প্রচেষ্টায় নারীর অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বাড়ানোর কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু সহনশীলতা ও লিঙ্গ সমতার ওপর বিভিন্ন প্যানেল আলোচনা, কর্মশালা ও উপস্থাপনাও তুলে ধরা হয়।

আকবর সোবহানসহ বসুন্ধরার ৮ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সায়েম সোবহান আনভীরসহ তাঁদের পরিবারের আট সদস্যের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) গতকাল রোববার বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে তাঁদের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশনা দিয়েছে।

ব্যাংক হিসাব জব্দের তালিকায় থাকা অন্যরা হলেন আহমেদ আকবর সোবহানের চার ছেলে সাদাত সোবহান, সাফিয়াত সোবহান, সায়েম সোবহান আনভীর ও সাফওয়ান সোবহান এবং তিন পুত্রবধূ সোনিয়া ফেরদৌসী সোবহান, সাবরিনা সোবহান ও ইয়াশা সোবহান।

বিএফআইইউর চিঠিতে বলা হয়েছে, উল্লিখিত ব্যক্তি ও তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে সেসব হিসাবের লেনদেন মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় ৩০ দিনের জন্য স্থগিত রাখা এবং তাঁদের নামে কোনো লকার থাকলে তার ব্যবহার ৩০ দিন বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেওয়া হলো।

লেনদেন জব্দের পাশাপাশি আহমেদ আকবর সোবহান এবং তাঁর ছেলে ও পুত্রবধূদের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য দেওয়া হয়েছে চিঠিতে। সেখানে বলা হয়েছে, তাঁদের ব্যাংক হিসাব-সংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল (হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী ইত্যাদি), চলমান ঋণের তথ্য (গ্রাহকের নাম, ঋণের হিসাব নম্বর ও বর্তমান স্থিতি, শ্রেণীকৃত মান প্রভৃতি), অপ্রত্যাশিত আমদানি বা রপ্তানি বিলের তথ্য এবং লকার-সম্পর্কিত তথ্য দুই কার্যদিবসের মধ্যে বিএফআইইউতে পাঠানোর জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বলা হয়েছে।

প্রকাশিত সংবাদ নিয়ে প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য

'বিটিআরসির পাওনা ৯২১ কোটি টাকা, উধাও আওয়ামী লীগ নেতাদের স্ত্রী-সন্তানদের প্রতিষ্ঠান' শীর্ষক একটি সংবাদ গত ১৬ সেপ্টেম্বর *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটির একটি অংশের প্রতিবাদ জানিয়েছে বেস্টটেক টেলিকম লিমিটেড।

প্রতিবাদপত্রে বলা হয়, প্রতিষ্ঠানটি ২০১৩ সালের জুন পর্যন্ত রাজস্ব ভাগাভাগি বাবদ বিটিআরসি ও অন্যদের পাওনা পরিশোধ করেছে। লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী, ২০১৩ সালের ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজস্ব ভাগাভাগির মেয়াদ ছিল। কিন্তু বিটিআরসি আগে থেকে নোটিশ না দিয়েই কল আদান-প্রদান বন্ধ করে দেয়। এতে বেস্টটেক ব্যবসায়িক অনিশ্চয়তায় পড়ে যায় এবং টাকা পরিশোধ করতে পারেনি।

প্রতিবেদকের বক্তব্য

প্রতিবেদনটি লেখা হয়েছে বিটিআরসির দেওয়া হিসাব ধরে। বেস্টটেকের অভিযোগের বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে বিটিআরসির কর্মকর্তারা বলেছেন, সময়মতো টাকা পরিশোধ না করায় বেস্টটেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। বেস্টটেক একাধিকবার আদালতে গেছে। আদালত তাদের ধাপে ধাপে টাকা পরিশোধ করার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তা করেনি। সম্প্রতি বেস্টটেক আবার আদালতে রিট করেছে। আদালত তাদের সংযোগ চালু করতে এবং এক মাসের মধ্যে বিটিআরসিকে বিষয়টি নিষ্পত্তির আদেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে বিটিআরসি আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

লাকীসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শিল্পকলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক মোহাম্মদ লিয়াকত আলী লাকী, পরিচালক (প্রশাসন) জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরীসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক। রোববার দুদকের সমন্বিত ঢাকা জেলা কার্যালয় মামলাটি করেছে।

পোল্যান্ডে রাষ্ট্রদূত হিসেবে খোরশেদ খাস্তগীরের নিয়োগ বাতিল

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পেশাদার কূটনীতিক মোহাম্মদ খোরশেদ আলম খাস্তগীর গত ২৫ সেপ্টেম্বর পোল্যান্ডে বাংলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। নিয়োগের ১০ দিন পর তাঁর সেই নিয়োগ বাতিল করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

গতকাল রোববার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনকূটনীতি বিভাগের মহাপরিচালক তৌফিক হাসান বলেন, সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ হাইকমিশনের উপহাইকমিশনার খোরশেদ আলম খাস্তগীরের পোল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত বাতিল ঘোষণা করা হলো।

তবে বিসিএস ২০তম ব্যাচের (পররাষ্ট্র ক্যাডার) এই কর্মকর্তার নিয়োগ ১০ দিনের মাথায় কেন সরকার বাতিল করেছে, সে ব্যাপারে জনকূটনীতি বিভাগের মহাপরিচালক কোনো ব্যাখ্যা দেননি।

২০২১ সালের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দ্বিতীয় কোনো কূটনীতিককে নিয়োগ দিয়ে তা বাতিল করল।

সাংবাদিক অরুণ বসুর মৃত্যুবার্ষিকী আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ফরিদপুর*

সাংবাদিক ও প্রথমা প্রকাশনের সমন্বয়ক অরুণ বসুর তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী আজ ৭ অক্টোবর। ২০২১ সালের এই দিনে তিনি রাজধানীর একটি হাসপাতালে মারা যান।

অরুণ বসু

অরুণ বসুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পারিবারিক উদ্যোগে ঢাকার মোহাম্মদপুর হাউজিং সোসাইটি এলাকার বাসায় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এ ছাড়া আজ সোমবার বিকেলে অরুণ বসু ঐতিহ্য পরম্পরার উদ্যোগে ফরিদপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে।

অরুণ বসু ১৯৫৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর সদরের কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের কৃষ্ণনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্ত্রী ও এক সন্তান রেখে গেছেন।

শোক

সৈয়দ এনায়েত হোসেন

জাতীয় প্রেসক্লাবের স্থায়ী সদস্য সৈয়দ এনায়েত হোসেন (৮২) শনিবার দিবাগত রাতে রাজধানীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল বাদ জোহর মিরপুরের সাংবাদিক আবাসিক এলাকার মসজিদুল ফারুকে জানাজা শেষে তাঁকে কালশী কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি স্ত্রী, দুই মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। জাতীয় প্রেসক্লাব সভাপতি হাসান হাফিজ ও সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব ভূঁইয়া শোক জানিয়েছেন। **বিজ্ঞপ্তি**

খুলনায় ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল 'শেখ বাড়ি'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হেলাল ও তাঁর ছেলে তন্ময়ের বাইরে এই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শেখ জুয়েল সাম্প্রতিক সময়ে বেশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। এর পেছনে জুয়েলের স্ত্রী শাহানা ইয়াসমিন শম্পার ভূমিকা দেখেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। শাহানা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গণভবনে অবস্থান করতেন বেশি। প্রশাসন ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে তাঁর তদবির বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

রাজনীতিতে শেখ বাড়ির উত্থান

শেখ বাড়ির পাঁচ ভাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট ভাই শেখ আবু নাসেরের ছেলে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে বঙ্গবন্ধু পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে শেখ আবু নাসেরও হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। তাঁর ছেলেদের মধ্যে সবার বড় শেখ হেলাল উদ্দিন। তিনি বাগেরহাট জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। বাগেরহাট-১ (চিতলমারী, ফকিরহাট ও মোল্লাহাট) আসনের ছয়বার সংসদ সদস্য ছিলেন। ১৯৮১ সালের ১৭ মে শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে হেলাল আওয়ামী লীগে সক্রিয় হতে থাকেন। ধীরে ধীরে দক্ষিণাঞ্চলে আওয়ামী লীগের রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের একজন হয়ে ওঠেন। এই সময় সরকার বা দলের শীর্ষ কোনো পদে তাঁকে দেখা না গেলেও তাঁর ইশারায় খুলনা বিভাগ তো বটেই, জাতীয় রাজনীতির অনেক কিছুই নির্ধারিত হয়েছে গত দেড় দশকে।

শেখ বাড়ির অন্য সদস্যরা আগে রাজনীতিতে তেমন সক্রিয় ছিলেন না। ২০১৪ সালে শেখ সালাহ উদ্দীন ওরফে জুয়েল, শেখ সোহেল উদ্দীন, শেখ জালাল উদ্দীন ওরফে রুবেল, শেখ বেলাল উদ্দীন ওরফে বাবুর সঙ্গে শেখ হেলালের ছেলে শেখ তন্ময় রাজনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠতে শুরু করেন। প্রত্যেকের পৃথক প্রভাব তৈরি হতে থাকে।

খুলনা-২ আসনে শেখ জুয়েল অনেকটা উড়ে এসে জুড়ে বসেন। খুলনার মানুষ তাঁকে খুব একটা চিনতেন না। ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই আসনে সংসদ সদস্য হন তখনকার মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান। এরপর দলের মধ্যে মিজানুরের আধিপত্য বাড়তে থাকে। বিষয়টি শেখ ভাইয়েরা ভালোভাবে নেননি। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তদন্তের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। ২০১৮ সালের অক্টোবরে আবির্ভূত হন শেখ জুয়েল। ২৫ অক্টোবর খুলনায় এলে বর্ধিত সভায় তাঁকে খুলনা-২ আসনের নৌকার প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। চলতি বছরের জানুয়ারিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দ্বিতীয়বার সংসদ সদস্য হন শেখ জুয়েল।

হেলালের পথ ধরে ২০১৮ সালে বাগেরহাট-২ (সদর-কচুয়া) আসন থেকে দলীয় মনোনয়ন নিয়ে হুট করেই রাজনীতিতে আসেন তাঁর ছেলে তন্ময়। জেলায় অনেক পুরোনো নেতা থাকলেও পারিবারিক কোটায় মনোনয়ন পান অপরিচিত এই মুখ। এরপর ২০২৪ সালেও তন্ময় সংসদ সদস্য হন।

শেখ সোহেল যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য, খুলনা ক্লাবের সভাপতি, খুলনা বিভাগীয় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন মালিক গ্রুপের সভাপতি, বিসিবির পরিচালক, বিপিএলের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। শেখ রুবেল হয়েছিলেন খুলনা বিভাগীয় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন মালিক গ্রুপের সহসভাপতি।

জাহাজের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ

খুলনার নৌপরিবহন মালিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শেখ পরিবারের পাঁচ ভাই, তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানদের নামে রয়েছে শ খানেক জাহাজ। ২০১১ সাল থেকে খুলনা বিভাগীয় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন মালিক গ্রুপটি ছিল শেখ ভাইদের নিয়ন্ত্রণে। ২০১১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন শেখ জুয়েল। ২০১৭ থেকে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের আগমুহূর্ত পর্যন্ত এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন শেখ সোহেল। কমিটির সহসভাপতি ছিলেন তাঁদের আরেক ভাই শেখ রুবেল। তাঁরা ভোট ছাড়াই কেবল প্রভাব খাটিয়ে এসব পদ দখলে রেখেছিলেন।

নৌপরিবহন মালিক গ্রুপের কয়েকজন সাবেক পরিচালক *প্রথম আলোকে* জানান, মোংলা বন্দরে জাহাজ চলাচল বাড়লেও স্থানীয় নৌযানের মালিকেরা তাতে লাভবান হননি। শেখ পরিবার ও তাঁদের আশীর্বাদপুষ্ট মালিকদের জাহাজে পণ্য সরবরাহের পর অন্য মালিকেরা পণ্য সরবরাহের কাজ পেতেন। ফলে অনেক ব্যবসায়ীর নৌযানগুলো দিনের পর দিন অলস পড়ে থাকত। শেখ পরিবারের দাপটে অনেকেই নিজের ব্যবসা গুটিয়ে চলে গেছেন। বিক্রি করে দিয়েছেন জাহাজ।

কেবল শেখ হেলাল ও তাঁর স্ত্রী-ছেলের নামেই ২২টি জাহাজের সন্ধান পাওয়া গেছে। যার ১৪টি শেখ হেলালের, ৬টি তাঁর ছেলে তন্ময়ের ও ২টি হেলালের স্ত্রী রুপা চৌধুরীর নামে। নৌপরিবহন অধিদপ্তরের পণ্যবাহী নৌযান নিবন্ধন-সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র *প্রথম আলোকে* এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের পর খুলনার আলোচিত সেই 'শেখ বাড়ি'। সম্প্রতি নগরের শেরেবাংলা রোডে। ছবি : প্রথম আলো

২০২১ সালের এপ্রিলে নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীতে যাত্রীবাহী লঞ্চকে ধাক্কা দিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া কার্গো জাহাজ এমভি এসকেএল-৩ ছিল শেখ তন্ময়ের মালিকানাধীন এসকে লজিস্টিকসের। ওই ঘটনায় ৩৪ জনের মৃত্যু হয়।

টাকা দিলেই মনোনয়ন

শেখ হাসিনার বিগত তিনটি পূর্ণ মেয়াদের সরকারের আমলে আওয়ামী লীগের অনেক প্রবীণ নেতা মনোনয়ন পাননি কেবল শেখ ভাইদের টাকা দেননি বলে। ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান পদ থেকে শুরু করে সংসদ সদস্যের মনোনয়নে পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করত খুলনার শেখ বাড়ি। আওয়ামী লীগের অনেক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, টাকার বিনিময়ে অনেককে শেখ ভাইয়েরা নৌকার মনোনয়ন পাইয়ে দিয়েছেন। কেন্দ্র থেকে দেওয়া নৌকার প্রার্থী পছন্দ না হলে 'বিদ্রোহী' প্রার্থী দাঁড় করাতেন তাঁরা।

খুলনার একটি উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে নৌকা প্রতীক নিয়ে হেরে যাওয়া এক প্রার্থী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী শেখ বাড়িতে কোটি টাকা দিয়েছিলেন। এরপর পুলিশ প্রশাসন, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় আমাকে হারিয়ে দেওয়া হয়।'

ইউপি সদস্য পদের জন্যও টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে হেলাল-তন্ময়ের বিরুদ্ধে। তাঁদের প্রভাবে ২০১৬ ও ২০২১ সালের ইউপি নির্বাচনে বাগেরহাটে দেশের সর্বোচ্চ ৩৯টি ও ৩৪টি ইউপিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান হন তাঁদের অনুসারীরা। দলের একটি সূত্র জানায়, ২০১৬ সালের ইউপি নির্বাচনে মনোনয়নের জন্য প্রত্যেক চেয়ারম্যান প্রার্থীর কাছ থেকে ১০ লাখ টাকা নেন তাঁরা। ২০২২ সালের ইউপি নির্বাচনে মনোনয়নের জন্য তাঁদের দিতে হয়েছে কমপক্ষে ২০ লাখ টাকা করে।

বাড়িতে তুলে এনে চাপ

খুলনা জেলার সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন বটিয়াঘাটা উপজেলার জলমা। খুলনা-১ আসনের অন্তর্গত এই ইউপিতে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচনের দুই দিন আগে চেয়ারম্যান পদে নৌকার প্রার্থী বিধান রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রার্থী (বিদ্রোহী) সাবেক চেয়ারম্যান শেখ আশিকুজ্জামান (আশিক) ও মো. গফুর মোল্লা সরে দাঁড়ান। স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় তাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়ে এ ঘোষণা দেন। বিধান রায় শেখ সোহেলের প্রার্থী ছিলেন।

শেখ আশিকুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমার নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর করা হয়, নেতা-কর্মীদের নামে মামলা দেওয়া হয়। আমাকেও সাজানো হত্যা মামলায় আসামি করার প্রক্রিয়া হচ্ছিল। অবশেষে ২০-৩০টি মোটরসাইকেল নিয়ে আমাকে শেখ বাড়িতে তুলে আনা হয়। আমি যাওয়ার পর শেখ সোহেল আমাকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে বলেন। আমি আরেকটিবার সুযোগ চাইলাম। তিনি বললেন, "কিছু করার নেই। এই কাগজে একটা সই করেন।" থানা থেকে আমার কর্মীদের ছেড়ে দেওয়ার শর্তে আমি সই করে চলে আসি। পরদিন দেখি আমি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছি, এ রকম একটা বিজ্ঞাপন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।'

২০১৫ সালে বাগেরহাট পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে প্রার্থী হওয়ায় বহিষ্কৃত হন সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মিনা হাসিবুল হাসান। ভোটে জিতলেও হাসিবুলকে পরাজিত দেখিয়ে শেখ হেলাল মনোনীত মেয়র প্রার্থী খান হাবিবুর রহমানকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এর পর থেকে জেল-জুলুমসহ নির্যাতনের খড়্গ নেমে আসে হাসিবুলের ওপর। পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে এলাকার বাইরে থাকতে হয়েছে তাঁর অনুসারীদের।

নিয়োগ-পদায়ন বাণিজ্য

গত দেড় দশকে খুলনার চারটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেকোনো ধরনের জনবল নিয়োগে শেখ বাড়ির সুপারিশ প্রধান যোগ্যতা হতে হতো একজন চাকরিপ্রত্যাশীর। খুলনার শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিন্ডিকেট সদস্য *প্রথম আলোকে* বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব নিয়োগে শেখ বাড়ির ব্যাপক প্রভাব ছিল। তাঁদের পক্ষ হয়ে কেসিসির সাবেক প্যানেল মেয়র আলী আকবর নিয়োগগুলো নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

জেলা পুলিশের একটি সূত্র জানায়, বাগেরহাট জেলায় কোন থানায় কে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হবেন, সে জন্য শেখ হেলালের ব্যক্তিগত সহকারীদের কাছে টাকা দিতে হতো। সাম্প্রতিক সময়ে বাগেরহাটের দুটি থানার ওসির পদায়নে ২০ লাখ টাকা করে নেওয়ার কথা জানিয়েছে ওই সূত্র।

ইজারা থেকে নিতেন কমিশন

খুলনার ২৩টি মৌজায় ৪৯ একর জায়গাজুড়ে 'বটিয়াঘাটা বালুমহাল'। তিনজন সাবেক ও বর্তমান জনপ্রতিনিধি *প্রথম আলোকে* বলেন, এই বালুমহালের নিয়ন্ত্রণ ছিল শেখ সোহেলের হাতে। রূপসা সেতুর পর থেকে বটিয়াঘাটার বরণপাড়া এলাকা পর্যন্ত যেখানে বালু উত্তোলন করা হতো, সেখান থেকে বালুর বখরা ঢুকত তাঁর পকেটে। প্রতি বর্গফুট বালু উত্তোলনের জন্য ৫০ পয়সা থেকে ১ টাকা ১৫ পয়সা পর্যন্ত কমিশন দিতে হতো তাঁকে। এমনকি বালুর কমিশনের টাকা নগদ মেটাতে হতো। শেখ সোহেলের নামে প্রতিদিন কম করে হলেও পাঁচ থেকে আট লাখ টাকা বালুর ব্যবসা থেকে তোলা হতো। এ ছাড়া হেলাল ও তাঁর ছেলে তন্ময়ের আশীর্বাদ ছাড়া মিলত না বাগেরহাটের কোনো হাট-ঘাট ইজারাও। স্বল্প মূল্যে নিজের লোকদের ইজারা পাইয়ে দিতেন তন্ময়।

ঠিকাদারির নিয়ন্ত্রণ

দলীয় নেতা-কর্মী ও ঠিকাদারির সঙ্গে জড়িত অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শেখ বাড়ির সঙ্গে লিয়াজোঁ করে অনেকে দরপত্র পেতে তদবিরকারীর ভূমিকা পালন করতেন। কয়েক বছর ধরে শেখ সোহেল নিজেই ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা রাখতেন।

খুলনার অন্তত সাতজন ঠিকাদারের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শেখ পরিবারকে ১০ শতাংশ টাকা দিয়ে তবেই যেকোনো কাজ নিতে হতো। গত কয়েক বছরে হাতে গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এভাবে সড়ক ও জনপথ (সওজ), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), গণপূর্ত ও বিদ্যুতের কয়েক শ কোটি টাকার কাজ পেয়েছে। দরপত্র পেতে দলীয় লোক হতে হবে, এমন কথা নেই। বিএনপি ও জাতীয় পার্টির বড় নেতারাও শেখ বাড়ির মাধ্যমে কাজ পেয়েছেন।

অস্বাভাবিক সম্পদ বৃদ্ধি

২০১৮ সালের হলফনামা অনুযায়ী, শেখ জুয়েলের বার্ষিক আয় ছিল ৩ কোটি ২০ লাখ। ২০২৩ সালে বার্ষিক আয় হয়েছে ৭ কোটি ২৮ লাখ ও অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ৩৮ কোটি ২৭ লাখ টাকা। কার্গো ও ফিশিং ট্রলার সম্পদ হিসেবে দেখালেও তাতে বিনিয়োগের পরিমাণ উল্লেখ করেননি।

শেখ হেলালের ২০০৯ সালের হলফনামায় বার্ষিক আয় ছিল ৮ লাখ টাকা। ওই সময় তাঁর স্ত্রীর আয় দেখানো হয়নি। ২০২৩ সালের হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, শেখ হেলাল ব্যবসা থেকে বার্ষিক আয় দেখান ৫০ লাখ টাকা। সেই সঙ্গে ব্যবসা থেকে বছরে তাঁর স্ত্রীর আয় দেখান সাড়ে ২৯ লাখ টাকা। ২০০৯ সালের হলফনামায় শেখ হেলালের অস্থাবর সম্পদ ছিল ৪ কোটি ৫৬ লাখ টাকার এবং স্ত্রীর নামে ছিল ৪৫ লাখ টাকার।

২০১৮ সালের হলফনামায় শেখ তন্ময়ের ১ কোটি ৯৪ লাখ টাকার অস্থাবর সম্পদ এবং ৫৩ লাখ টাকার দুটি নৌযান ছিল। ২০২৩ সালের হলফনামা অনুযায়ী, শেখ তন্ময়ের ব্যবসা, শেয়ার ও সংসদ সদস্য ভাতা থেকে বার্ষিক আয় দেখানো হয় ৯৫ লাখ টাকা। তাঁর বাবার অফিস যে ভবনে, সেই ভবনে শেখ লজিস্টিকস নামে তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। অস্থাবর সম্পদ হিসেবে তাঁর কাছে ২ কোটি টাকা মূল্যের ৩টি গাড়িসহ ৭ কোটি ৮৯ লাখ টাকার সম্পদ রয়েছে। এ ছাড়া পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ১০ কাঠা জমি রয়েছে।

তবে নির্বাচন ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা মনে করছেন, নির্বাচনী হলফনামায় দেওয়া শেখ ভাইদের সম্পদ বিবরণীতে যে তথ্য আছে, তা তাঁদের প্রকৃত সম্পদের সামান্য অংশ।

“ ইসরায়েল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে সামান্যই পরিবর্তন আসবে, তা ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকান যে-ই জিতুক না কেন।

গিডিয়ন লেভি
ইসরায়েলি সাংবাদিক ও লেখক

গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলের অর্জন সামান্য

বিশেষ সাক্ষাৎকার

গিডিয়ন লেভি

ইসরায়েলি সাংবাদিক ও লেখক **গিডিয়ন লেভি** আশির দশক থেকে দেশটির প্রাচীনতম দৈনিক হারেৎজ-এ লেখালেখির মাধ্যমে সাংবাদিকতায় যুক্ত হন। বর্তমানে পত্রিকাটির তিনি নিয়মিত কলামিস্ট ও সম্পাদনা পরিষদের সদস্য। ফিলিস্তিন-ইসরায়েলের দীর্ঘ সংঘাতের নিবিড় পর্যবেক্ষক তিনি। গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ইসরায়েল গাজায় সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করে। গাজা যুদ্ধের বছরপূর্তিতে গিডিয়ন লেভির সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **আসজাদুল কিবরিয়া**

প্রশ্ন : এক বছর আগে শুরু হওয়া গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত ১৮ হাজার শিশুসহ ৪১ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। আমরা জানি, ইসরায়েলের অভ্যন্তরে ঢুকে হামাসের হামলায় সহস্রাধিক ইসরায়েলি নিহত ও দুই শতাধিককে জিম্মি করার ঘটনার পর এই অসম যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে তেল আবিব। এত মানুষের প্রাণহানির পর এই যুদ্ধের ফলাফল কী দাঁড়িয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

গিডিয়ন লেভি : এককথায় বললে, গাজা যুদ্ধ থেকে ইসরায়েল কিছুই অর্জন করতে পারেনি; বরং সম্পূর্ণ এক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়েছে, শিশু, নারীসহ হাজার হাজার মানুষ হত্যা করেছে। গাজায় ঘরবাড়ি, স্কুল-হাসপাতালসহ যাবতীয় অবকাঠামো গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সেখানকার মানুষ যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁরা অনাহার, অপুষ্টি ও অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। তাঁরা অমানবিক জীবন যাপন করছেন।

প্রায় এক বছর আগে গাজা অভিযান শুরুর প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুসহ ইসরায়েলের নেতারা বলেছিলেন যে হামাসকে পুরোপুরি নির্মূল ও হামাসের হাতে আটক ইসরায়েলি জিম্মিদের সবাইকে উদ্ধার করা হবে। এটা ঠিক যে সামরিকভাবে হামাস অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দাবি করছে যে হামাসের সামরিক শক্তি নিঃশেষ। এখন তাই গেরিলা কায়দায় লড়তে চেষ্টা করছে।

কিন্তু হামাস রাজনৈতিকভাবে আগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়েছে। আবার ২৫৫ জন জিম্মির মধ্যে ১৫৪ জনকে মুক্ত করে আনা সম্ভব হয়েছে। বাকি ১০১ জনের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩৫ জনের মৃত্যু ঘটেছে। বস্তুত, গাজায় ইসরায়েল গণহত্যা চালিয়েছে, যদিও আইনি সংজ্ঞা অনুসারে এটি হয়তো গণহত্যা হিসেবে অভিহিত হওয়ার শর্তগুলো পূরণ করেনি।

প্রশ্ন : যুদ্ধ শুরুর পর ২০২৩ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে এক সপ্তাহ যুদ্ধবিরতি হয়েছিল। তারপর গত ১০ মাসে কাতার, মিসর ও যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টার পরও কেন যুদ্ধবিরতি সম্ভব হলো না?

গিডিয়ন লেভি : হলো না, কারণ, যুক্তরাষ্ট্র ঠিকঠাকভাবে চেষ্টা করেনি। ইসরায়েলের ওপর চাপ তৈরি করেনি। যুক্তরাষ্ট্র শুধু কথা বলেছে আর দুই পক্ষকে থামতে আহ্বান জানিয়েছে। পাশাপাশি ইসরায়েলে ক্রমাগতভাবে অস্ত্রশস্ত্র জোগান দিয়ে গেছে, যার মানে গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য মদদ দিয়ে গেছে। আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘনিয়ে আসায় কেউই এখন আর সক্রিয় পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

প্রশ্ন : ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তাহলে তো পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে?

গিডিয়ন লেভি : ট্রাম্প আগামী ৫ নভেম্বরের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে তা শুধু এই অঞ্চলের জন্য নয়, বরং সারা দুনিয়ার জন্যই খুব খারাপ হবে। তবে ইসরায়েল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে সামান্যই পরিবর্তন আসবে, তা ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকান যে-ই জিতুক না কেন।

প্রশ্ন : ইসরায়েল এখন অধিকৃত পশ্চিম তীরেও বসতি স্থাপনকারীদের মদদ দিচ্ছে সেখানকার ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলা-নির্যাতন চালানোর জন্য, তাঁদের ঘরবাড়িতে হামলা করার জন্য। আপনি কি মনে করেন যে পশ্চিম তীরের পরিস্থিতি সামনে আরও খারাপ হবে?

গিডিয়ন লেভি : সেটার আশঙ্কাও প্রবল। ইসরায়েল গাজার মতোই পশ্চিম তীরেও ব্যাপক রক্তপাত ঘটাতে চায়। যত দিন যাবে, ততই সেখানকার পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাবে।

প্রশ্ন : ইসরায়েল লেবাননে হামলা চালিয়ে সেখানে হিজবুল্লাহর ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করছে। হিজবুল্লাহপ্রধান হাসান নাসরুল্লাহসহ বেশির ভাগ শীর্ষ নেতাকে হত্যা করেছে। ফলে হিজবুল্লাহও এখন অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় সামনের দিনগুলোয় কী হতে পারে বলে আপনি মনে করছেন?

গিডিয়ন লেভি। ছবি : হারেৎজের সৌজন্যে

- বেশির ভাগ ইসরায়েলির চোখে ফিলিস্তিনিরা মানুষ নয়, কেবল সন্ত্রাসী।
- ইসরায়েল গাজার মতোই পশ্চিম তীরেও ব্যাপক রক্তপাত ঘটাতে চায়।
- ফিলিস্তিনিদের আনন্দ-বেদনাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে চাইলে ভাষা কোনো বাধা নয়।
- শান্তির বিষয়ে আমি আশাবাদী নই, সে রকম কোনো সম্ভাবনাও দেখি না।

গিডিয়ন লেভি : নির্বিচার ইসরায়েলি বিমান হামলায় লেবাননের একাংশ ইতিমধ্যে প্রায় গাজার মতো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি এখন স্থল ও নৌ অভিযান শুরু করার মানে হচ্ছে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ আরও বাড়বে, লাখ লাখ মানুষ অনির্দিষ্টকালের জন্য উদ্বাস্তু হবেন। আর হিজবুল্লাহপ্রধান নাসরুল্লাহকে হত্যা করার পর বহু ইসরায়েলি যেভাবে বুনো উল্লাসে মেতে উঠেছে, তা এ সমাজের অবনমনেরই প্রতিফলন।

নাসরুল্লাহকে হত্যার পরদিন থেকেই কি ইসরায়েল অধিকতর নিরাপদ হয়ে উঠেছে? গাজায় এক বছর ধরে হত্যাযজ্ঞ চালানোর পর লেবাননেও একই পথে হাঁটতে যাচ্ছেন নেতানিয়াহু ও তাঁর দলবল। আমি তো আশঙ্কা করি, এতেও ইসরায়েলের শেষ রক্ষা হবে না।

প্রশ্ন : আপনি অনেক বছর ধরেই ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের ক্রমাগত নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন, ফিলিস্তিন ভূখণ্ড জবরদখল করার জন্য ইসরায়েলের কঠোর সমালোচনা করেছেন। এ জন্য আপনি নিজ দেশের সরকার ও নাগরিকদের কাছ থেকে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ও সমালোচনার মুখে পড়েছেন?

গিডিয়ন লেভি : কাজটা খুব সহজ নয়। এ জন্য আমাদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে ও হচ্ছে। আমাদের পত্রিকার জন্য অর্থমূল্যটা বেশ চড়াই হয়ে গেছে। কিন্তু ইসরায়েল সরকারের ভাষ্যকে ক্রমাগত সমালোচনা করা এবং গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালানোর পক্ষে ইসরায়েলের সাফাইকে পাল্টা যুক্তি-তথ্য দিয়ে চ্যালেঞ্জ করা তো হারেৎজের ডিএনএতে গেঁথে রয়েছে।

আমার মতো সাংবাদিকদের ও হারেৎজের মতো গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে ক্ষোভ-ঘৃণা অনেক দিন ধরেই ইসরায়েলিদের মধ্যে রয়েছে। আমি অনেক বছর গাজা পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করেছি, প্রতিবেদন করেছি, লিখেছি। আমি পশ্চিম তীর নিয়েও কাজ করেছি। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েল সরকার আমাকে গাজায় যেতে দিচ্ছে না।

প্রশ্ন : আমরা দেখেছি যে জিম্মিদের মুক্ত করা ও যুদ্ধবিরতির দাবিতে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ইসরায়েলে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ হয়েছে। এগুলো কতটা চাপ তৈরি করতে পেরেছে?

গিডিয়ন লেভি : খুবই সামান্য। ইসরায়েল সরকার তো গাজাকে ধ্বংস করার জন্য, গাজাবাসীকে হত্যা করার জন্য বদ্ধপরিকর। বেশির ভাগ ইসরায়েলিও এসব কাজকে ভয়াবহ ও অগ্রহণযোগ্য মনে করে না। ইসরায়েলের শিক্ষাব্যবস্থা, গণমাধ্যম ও অন্যান্য সংস্থা মিলে বছরের পর বছর ধরে এখানকার মানুষকে এমনভাবে মগজধোলাই করেছে যে তাদের চোখে ফিলিস্তিনিরা মানুষ নয়, বরং সব ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসী ও হামাস।

প্রশ্ন : আপনার প্রথম বই ১৪ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল যেটার নাম *দ্য পানিশমেন্ট অব গাজা*। আর এ বছর ১ অক্টোবর বের হলো *দ্য কিলিং অব গাজা : রিপোর্টস অন আ ক্যাটাসট্রোফ*। এই বই থেকে পাঠকেরা কী পাবেন?

গিডিয়ন লেভি : আমার সদ্য প্রকাশিত বইতে আমি ৭ অক্টোবর হামলার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেছি যে এই প্রেক্ষাপট বা পরিপ্রেক্ষিতকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। বিষয়টি ৭ অক্টোবরের হামাসের হামলাকে বৈধতা দেওয়া বা না দেওয়ার নয়, বরং একটি নিষ্ঠুর বাস্তবতা, যা সবাইকে মানতে হবে। আর সবকিছুর শুরু তো সেই ১৯৪৮ সালে, যখন থেকে গাজা ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র।

এরপর সাড়ে সাত দশকে গাজা অনেকগুলো পর্যায় অতিক্রম করেছে আর ২০০৬ সাল থেকে অবরোধ আরোপ করে ইসরায়েল গাজাকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় খাঁচা বানিয়েছে। একবার চিন্তা করে দেখুন যে প্রায় ২৩ লাখ মানুষ একটা খাঁচার মধ্যে বাস করছে। এভাবে ১৮ বছর ধরে বন্দী রেখে তাঁদের কাছ থেকে আর কী আশা করা যায়?

ইসরায়েল নির্বিচারে বছরের পর বছর গাজার মানুষকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করে চলেছে, যখন ইচ্ছা হত্যা করছে আর তাঁদের সীমাহীন যন্ত্রণাময় জীবনধারণে বাধ্য করছে। কতজন ইসরায়েলি জীবনে একবার গাজায় গিয়েছে? তাদের কাছে গাজা তো সন্ত্রাসীদের কারখানা।

আমি গাজায় গিয়েছি ও থেকেছি। গাজার আলো-বাতাস, সমুদ্রসৈকত, ওখানকার খাদ্য উপভোগ করেছি। আমি গাজাকে ভালোবাসি। গাজার অধিবাসীদের পছন্দ করি, যাঁরা আমাদের মতোই মানুষ।

এসব কথা যখন আমি এখানে বলি, তখন ইসরায়েলিরা মনে করে যে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তো বইয়ের প্রথম অংশে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরার পর দ্বিতীয় অংশে গাজায় বছরখানেক ধরে চলমান হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ-বিশ্লেষণ তুলে ধরেছি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে।

প্রশ্ন : আপনার সমালোচকেরা বলে থাকেন যে আপনি একজন হিব্রুভাষী, যিনি আরবি জানেন না। তাই আরবিভাষী ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে আপনি ঠিকমতো কথাবার্তা বলতে পারেন না। তাঁরাও আপনাকে ঠিকমতো বোঝেন না।

গিডিয়ন লেভি : আমি হিব্রুভাষী এবং হিব্রুতে লেখালেখি করি। আমার প্রায় সব লেখাই ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়, যেন আপনার মতো অন্য ভাষার লোকজন তা পড়তে পারেন। কিছু আরবিতেও অনূদিত হয়।

আর ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা ও কথাবার্তা বলা কোনো বড় সমস্যা নয়। তাঁদের অনেকেই হিব্রু জানেন ও বোঝেন। প্রয়োজনে আমরা দোভাষীর মাধ্যমে আলাপ করি। আমরা ইংরেজিতেও আলাপ করতে পারি। সবচেয়ে বড় কথা, আপনি যদি ফিলিস্তিনিদের হয়রানি ও নির্যাতিত হওয়ার অশেষ কাহিনি আন্তরিকভাবে জানতে চান, তাঁদের আনন্দ-বেদনাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে চান, তাহলে ভাষা কোনো বাধা নয়।

প্রশ্ন : আপনি কি আশাবাদী যে আপনার জীবদ্দশায় ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাতের অবসান দেখতে পাবেন? দেখতে পাবেন যে এই অঞ্চলে শান্তি এসেছে?

গিডিয়ন লেভি : সত্যি বলতে, আমি আশাবাদী নই, সেরকম কোনো সম্ভাবনাও দেখি না। তবে এটাও তো ঠিক যে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, বার্লিন প্রাচীরের ভাঙন বা দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদী শাসনের অবসানের ঘটনা কয়েক মাস আগেও তো প্রায় কেউই ভাবতে পারেনি। এরপরও এসব ঘটেছে।

আপনার দেশের কথাই চিন্তা করুন। কয়জন ভেবেছিলেন যে বাংলাদেশের স্বৈরাচারী শাসকের এভাবে পতন ঘটবে? সুতরাং একটা যেকোনো সময়ের পর যেকোনো কিছু ঘটতে পারে, যদিও আমরা আগে সেই সময়টা জানি না।

● **আসজাদুল কিবরিয়া :** লেখক ও সাংবাদিক

জ্বর হলেই কি ডেঙ্গু পরীক্ষা করাতে হবে

অধ্যাপক এ বি এম আবদুল্লাহ, *মেডিসিন বিশেষজ্ঞ*

বৃষ্টির জন্য ডেঙ্গু মৌসুম দীর্ঘায়িত হচ্ছে। সাধারণভাবে মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থাকে ডেঙ্গু মৌসুম। কিন্তু এবারের আবহাওয়া অন্য রকম। বৃষ্টি থামছে না। তাই এ বছর ডেঙ্গুর পিক বা সর্বোচ্চ অবস্থা হয়তো আমরা এখনো দেখিনি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, এ বছর এ পর্যন্ত ৩৩ হাজারের ওপর মানুষের ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে। আর প্রায় ২০০ মানুষ ডেঙ্গুর কারণে মারা গেছেন। সামনে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

জ্বর হলেই কি ডেঙ্গু

এটা ঠিক যে এই সময় ডেঙ্গু ছাড়াও ফ্লু, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড ও অন্যান্য সংক্রমণও অনেক হচ্ছে। হাসপাতালে বা চিকিৎসকের কাছে আসা সব রোগীরই যে ডেঙ্গু, তা নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বর্তমানে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব চলছে এবং এখনো শনাক্তের হার নিচে নামেনি। তাই এ সময় জ্বর হলে ডেঙ্গুর আশঙ্কার কথা বাদ দেওয়া যাবে না। যদিও নানা রকম উপসর্গ দেখে চিকিৎসকেরা জ্বরের কারণ কিছুটা আন্দাজ করতে পারেন, কিন্তু যতক্ষণ না পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে যে এটি ডেঙ্গু নয়, ততক্ষণ কিন্তু ডেঙ্গুর আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

তাহলে কি পরীক্ষা করাতে হবে

আমাদের মতো ডেঙ্গুপ্রবণ দেশে ডেঙ্গুর মৌসুমে জ্বর হলেই ডেঙ্গু পরীক্ষা করানো উচিত। সাম্প্রতিককালে ডেঙ্গু ভাইরাস প্রতিবছরই ধরন পাল্টাচ্ছে। ডেঙ্গুর যে ক্ল্যাসিক্যাল উপসর্গ, তার অনেকগুলোই আজকাল অনুপস্থিত থাকছে। যেমন আগে ডেঙ্গু হলে উচ্চ মাত্রার জ্বর হতো, বর্তমানে বলা হয় জ্বর তীব্র না-ও হতে পারে। তীব্র মাথাব্যথা, চোখব্যথা, পেশিব্যথা আজকাল অনেকেরই দেখা যাচ্ছে না। আবার আগে বলা হতো জ্বরের তৃতীয় বা চতুর্থ দিন গিয়ে জটিলতা হয়, এখন দেখা যাচ্ছে অনেকের একেবারে শুরুর দিকেই জটিলতা হয়ে যাচ্ছে। তাই আগের মতো চিকিৎসকেরা উপসর্গ ও লক্ষণ মিলিয়ে ডেঙ্গু শনাক্ত করতে পারছেন না। অনেক ক্ষেত্রেই রোগী চিকিৎসকের কাছে আসছেন জটিলতা নিয়ে, দেরি করে। তাই এ সময় জ্বর হলেই উচিত ডেঙ্গু পরীক্ষা করে ফেলা। এতে রোগ সম্পর্কে আগেভাগেই জানা যাবে এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়া যাবে।

> রোগী চিকিৎসকের কাছে আসছেন জটিলতা নিয়ে, দেরি করে। জ্বর হলেই উচিত ডেঙ্গু পরীক্ষা করে ফেলা।

কখন কী পরীক্ষা

ডেঙ্গু শনাক্ত করতে হলে জ্বর আসার প্রথম বা দ্বিতীয় দিন ডেঙ্গু এনএসওয়ান পরীক্ষা করে ফেলা ভালো। তবে মনে রাখবেন, এই টেস্ট নেগেটিভ হলেও ডেঙ্গু হতে পারে। সে ক্ষেত্রে এর সঙ্গে একটা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট বা সিবিসি করে ফেলা ভালো। পরবর্তী সময়ে হিমাটোক্রিট বা প্লাটিলেটের কোনো পরিবর্তন দেখা দিলে এই প্রথম সিবিসির সঙ্গে তুলনা করার দরকার পড়বে। যদি জ্বরের ৪ বা ৫ দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে এনএসওয়ান অ্যান্টিজেন আর পরীক্ষা করার দরকার নেই। তখন করতে হবে ডেঙ্গু আইজিজি ও আইজিএম পরীক্ষা। সাম্প্রতিক সংক্রমণে ৯-১০ দিন পর্যন্ত আইজিএম পজিটিভ থাকে, তারপর ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এর বাইরে প্রয়োজন অনুসারে চিকিৎসক আপনাকে আরও কিছু পরীক্ষা করাতে দিতে পারেন। যেমন যকৃতের এসজিপিটি পরীক্ষা বা পেটের আলট্রাসনোগ্রাম।

ডেঙ্গু ধরা পড়লেই কি হাসপাতালে যেতে হবে

ডেঙ্গু পরীক্ষা পজিটিভ হলে আতঙ্কিত না হয়ে প্রথমে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বাড়িতে বিশ্রাম নিন, প্রচুর তরল ও পানি পান করুন। নিজেকে পরিবারের অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলুন।

» আগামীকাল পড়ুন : স্তন ক্যানসার প্রতিরোধে

বিয়ের হারানো ভিডিও ৫৭ বছর পর ফিরে পেলেন দম্পতি

বিচিত্র

ইউপিআই

আইলিন টার্নবুল ও বিল টার্নবুল ১৯৬৭ সালে স্কটল্যান্ডে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের পর তাঁরা অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন। এই দম্পতির বিয়ের ভিডিও হারিয়ে গিয়েছিল। বিয়ের ৫৭ বছর পর ফেসবুকের কল্যাণে তাঁরা এই হারানো ভিডিও খুঁজে পেয়েছেন।

ভিডিওটি খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে মূল সূত্র হিসেবে কাজ করেছেন স্কটল্যান্ডের অ্যাবারডিন বাসিন্দা টেরি চেইন। তাঁর সংগ্রহে বিপুল পরিমাণ ভিডিও (ফিল্ম রিল) রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে তিনি এগুলো জমিয়েছেন। এর বেশির ভাগই তাঁর নিজের ধারণ করা।

টেরি বলেন, তিনি চলতি বছরের এপ্রিলে তাঁর সংগ্রহশালায় থাকা ফিল্ম (ভিডিও) ডিভিডিতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। তখন তিনি দেখতে পান, ফিল্ম রিলে বিয়ের একটি ভিডিও আছে। কিন্তু বর-কনেকে তিনি চেনেন না।

ফিল্ম থেকে একটি স্থিরচিত্র নিয়ে তা স্থানীয় একটি ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট করেন টেরি। ছয় মাস চলে গেলেও ফেসবুক গ্রুপটির কেউ এই দম্পতির পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানাতে পারেনি।

সম্প্রতি ছবিটি অ্যাবারডিনের মাস্ট্রিক এলাকার স্থানীয় লোকজনের একটি ফেসবুক গ্রুপে শেয়ার করা হয়। এরপরই ছবিটি আইলিনের নজরে আসে।

অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে বসবাসকারী ৭৭ বছর বয়সী আইলিন বলেন, তিনি ফেসবুক গ্রুপটিতে তাঁর বিয়ের ছবি দেখতে পান। তাঁর স্বামী বিল (৭৭) পাশেই বসে ছিলেন। তিনি বিলের দিকে তাকান। তাঁকে বলেন, ফেসবুক গ্রুপে তাঁদের বিয়ের ছবি।

আইলিন টার্নবুল ও বিল টার্নবুলের বিয়ের এই স্থিরচিত্র ফেসবুকে পোস্ট করা হয়েছিল।
ছবি : ফেসবুক থেকে নেওয়া

১৯৬৭ সালে অ্যাবারডিনের মাস্ট্রিক গির্জায় বিয়ে করেছিলেন আইলিন ও বিল।

এই দম্পতি বলেন, বিয়ের পর তাঁরা মাত্র একবার ভিডিওটি দেখেছিলেন। বিয়ের ভিডিও দেখার জন্য তাঁরা একটি প্রজেক্টর ধার করেছিলেন। ভুলক্রমে তাঁরা আর ফিল্ম বের করেননি। ফিল্মসহ তাঁরা প্রজেক্টরটি মালিকের কাছে ফেরত দিয়েছিলেন।

আইলিন বলেন, ফেসবুক গ্রুপে স্থির ছবিটি দেখে তিনি টেরিকে বার্তা (মেসেজ) দেন। এভাবেই বিয়ের হারিয়ে যাওয়া ভিডিও ৫৭ বছর পর হাতে পান আইলিন-বিল দম্পতি।

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৪৮৬

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

ভিটামিন বি কি বোধশক্তি হ্রাসের গতি কমাতে পারে?

রোজ ডাল খান, ভিটামিন বি পাবেন।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা বলছে, আলঝেইমার্স ডিজিজ বা স্মৃতিভ্রম এবং বোধশক্তির বিলুপ্তি সারাতে ভিটামিন বি বেশ কাজে দেয়। ভিটামিন বি৬, বি১২, ফলিক অ্যাসিড ইত্যাদি সেবনে এ ধরনের রোগীরা উপকার পান।

‘স্বাস্থ্যবটিকা’র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১			২	৩		৪	
		৫		৬	৭		
৮							৯
				১০		১১	
	১২		১৩				
১৪					১৫		১৬
	১৭			১৮			
১৯			২০			২১	

বাঁ থেকে ডানে : ১. নরম ছালযুক্ত গাছ। ২. প্রতিদিন। ৪. ঠিকানা। ৬. বাজানো। ৮. কোনো প্রকার শব্দ। ১০. প্রফুল্ল চিত্ত। ১২. বাক্যহারা। ১৪. পরিশ্রান্ত। ১৫. পিক। ১৭. পালা। ১৮. ছোট গাছের জঙ্গল। ১৯. নিবৃত্ত। ২০. লম্বাকৃতি জলাশয়। ২১. পিরান।

ওপর থেকে নিচে : ১. ভূপাতিত। ৩. লাল রঙের পাঁচটি পাপড়িযুক্ত গন্ধহীন ফুল। ৪. দিবস। ৫. আশঙ্কা করা হয়েছে এমন। ৭. কর্তৃত্ব। ৯. তৃণজাতীয় লম্বা গাছবিশেষ, বেণু। ১০. অভিমুখ। ১১. মাথার শুকনা চামড়া। ১২. ব্যস্তসমস্ত। ১৩. উক্তি। ১৫. ধারালো ভারী অস্ত্রের আঘাত। ১৬. মুহূর্ত। ১৮. তরল ব্যঞ্জন।

গত সমস্যার সমাধান

প্র	তী	য়	মা	ন		ধা	
	ব্র		র		ধু	ত	রা
কাঁ		প্রা	ণা	ধি	ক		জি
চা	পা		স্ত্র		পু	ত্র	
	কা	রু		চা	ক		লো
আ		চি	র	ল		কা	কা
স	ড়	ক		ক	পি	ক	ল
র		র	ব		ষ্ট		য়

রিপলি’স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

জাপানে ভাজা ম্যাপল পাতাকে বলে ‘মমিজি টেম্পুরা’। এই খাবার সেখানে দারুণ জনপ্রিয়।

স্টেগোসরাস ডাইনোসর ও টি-রেক্স ডাইনোসরের মধ্যবর্তী সময়ের পার্থক্যের তুলনায় টি-রেক্স ও মানুষের মধ্যবর্তী সময়ের পার্থক্য কম।

কথা অমৃত

একই কাজ করতে গিয়ে দুটি মানুষ যদি সব সময় একমত হয়, তাহলে একজন হলো অকর্মা। আর যদি কখনোই একমত না হয়, তাহলে দুজনই অকর্মা।

ড্যারিল এফ জ্যানাক
মার্কিন চলচ্চিত্র প্রযোজক (১৯০২-১৯৭৯)

সুডোকু

4					8		2	
2			1	5			7	
	3	5		2			9	
3					1			
	5	8		6		2	3	
			8					6
	8			1		9	4	
	4			8	7			2
	1		2					8

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

8	3	1	2	5	6	7	9	4
2	4	9	7	3	8	6	5	1
6	7	5	9	1	4	8	2	3
3	8	2	4	6	7	9	1	5
1	9	7	5	8	3	4	6	2
5	6	4	1	2	9	3	8	7
7	2	8	6	4	5	1	3	9
9	1	6	3	7	2	5	4	8
4	5	3	8	9	1	2	7	6

কৌতুক

সরু রাস্তা ধরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন তালেব সাহেব।
হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে আরেকটা গাড়ি এসে আরেকটু হলেই ধাক্কা মেরে দিচ্ছিল।
তালেব সাহেব জানালা দিয়ে মাথা বের করে বললেন, ‘এটা কী করলেন?’
নিজে ভুল করেও উদ্ধত ভঙ্গিতে বিপরীত দিকের গাড়ির চালক বললেন, ‘সরি, আমি গাধাদের জন্য গাড়ি ঘোরাই না।’
তালেব মিয়া বললেন, ‘কিন্তু আমি করি।’ এই বলে তিনি গাড়ি পেছালেন।

পিনাটস • চার্লস শুলজ

দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা | নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় কারসাজি করে ডিমের মূল্যবৃদ্ধি করায় দুই ব্যবসায়ীকে ৪২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

সংক্ষেপে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নতুন কমিটি ঘোষণা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সংগঠন জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটারের ২০২৪-২৫ সালের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের ৪৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মেহের আফরোজ। গতকাল রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। কমিটিতে তপু চন্দ্র দাসকে সাংগঠনিক সম্পাদক, মোহাম্মদ আবু নাঈমকে সহসাংগঠনিক সম্পাদক, শেখ আল ইমরানকে অর্থ সম্পাদক, সালমান ইসলামকে সহ-অর্থ সম্পাদক, প্রিয়াঙ্কা কর্মকারকে দপ্তর সম্পাদক, শেখ নাফিউজ্জামানকে সহদপ্তর সম্পাদক, কণা দাসকে প্রচার সম্পাদক, সোহাগ সাহাকে সহপ্রচার সম্পাদক, মৌরুসি মঞ্জুসাকে প্রকাশনা সম্পাদক ও সুলতান মাহমুদকে সহপ্রকাশনা সম্পাদক করা হয়েছে। কার্যকরী সদস্য হিসেবে রয়েছেন জান্নাতুল ফেরদৌস, শাশ্বত প্রামাণিক। সম্মানিত কার্যকরী সদস্য সলিমুদ্দিন সেলিম, দেলোয়ার হোসেন। সম্মানিত সদস্য মাহফুজুল ইসলাম, অমিত বিশ্বাস। এ ছাড়া সভাপতি হিসেবে রয়েছেন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এ কে এম শাহনাওয়াজ এবং সহসভাপতি দর্শন বিভাগের অধ্যাপক রায়হান রাইন ও ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী।
প্রতিনিধি, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

জলাবদ্ধতা ভারী বর্ষণে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা ইউনিয়নে ডিএনডি বাঁধের ভেতরে দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা। ময়লা পানির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ডাইং কারখানার বিষাক্ত রাসায়নিকও। সড়ক পানিতে ডুবে থাকায় ভ্যানে করে পার হচ্ছেন লোকজন। গতকাল দুপুরে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার লালপুর এলাকায়। ছবি : দিনার মাহমুদ

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের কর্মপরিধি নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিচার বিভাগ সংস্কারে গঠিত কমিশনের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজধানীর বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সভাকক্ষে গতকাল রোববার কমিশনের এ বৈঠক হয়। বৈঠকে কর্মপরিধি নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে বলে কমিশনের একজন সদস্য জানিয়েছেন।

'বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন' নামে আট সদস্যের কমিশন গঠন করে ৩ অক্টোবর প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। গতকাল বেলা ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত চলা বৈঠকে কমিশনপ্রধান ও অপর পাঁচজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

জানতে চাইলে কমিশনের সদস্য আইনজীবী তানিম হোসেইন প্রথম আলোকে বলেন, কমিশনের প্রথম বৈঠক হয়েছে। নিজেদের মধ্যে পরিচয়ের পাশাপাশি কর্মপরিধি নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। পরবর্তী বৈঠকে কমিশনের কর্মপরিধি ও কার্যপ্রণালি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রধান আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমান। অপর সদস্যরা হলেন হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এমদাদুল হক, সাবেক জেলা ও দায়রা জজ এবং হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি ফরিদ আহমেদ শিবলী, সাবেক জেলা ও দায়রা জজ সাইয়েদ আমিনুল ইসলাম, সাবেক জেলা ও দায়রা জজ মাজদার হোসেন, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী তানিম হোসেইন শাওন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাজী মাহফুজুল হক সুপন ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধি।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত ১১ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য ছয়টি কমিশন গঠনের কথা জানান। এরপর পাঁচটি কমিশনের সদস্যদের নামসহ আনুষ্ঠানিকভাবে কমিশনগুলো গঠন করে ৩ অক্টোবর প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনা নিয়ে আলোচনা দুদকের

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অর্থ পাচার প্রতিরোধ ও পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে এবার ব্রিটিশ হাইকমিশনের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল রোববার সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সংস্থাটির শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে ব্রিটিশ হাইকমিশনের প্রতিনিধিদলের চার সদস্য অংশ নেন। পরবর্তী সময়ে দুদক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে।

বৈঠকে অংশ নেওয়া ব্রিটিশ হাইকমিশনের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা হলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি (পলিটিক্যাল) ডয়েন এডলি শিয়াবলা, হেড অব পলিটিক্যাল অ্যান্ড গভর্ন্যান্স টিমথি ডুকেট, ইন্টারন্যাশনাল লিয়াজন অফিসার পিটার ভেরনন ও হানাহ রিডলি। এ ছাড়া যুক্তরাজ্য থেকে বৈঠকে অনলাইনে যোগ দেন আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন কো-অর্ডিনেশন সেন্টারের ডেপুটি হেড মাইকেল পেটকভ।

বৈঠকে দুদকের পক্ষে মহাপরিচালক মোকাম্মেল হোসেন, পরিচালক আবদুল্লাহ আল জাহিদ, গোলাম শাহরিয়ার ও মোর্শেদ আলম অংশ নেন।

ব্রিটিশ হাইকমিশনের প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে কি না, তা দুদকের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়নি।

এর আগে গত মঙ্গলবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দুদকের কর্মকর্তারা বৈঠক করেছিলেন। এতে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনা নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে প্রতিনিধিদলটির কাছে সহযোগিতা চাওয়া হয়। তারা সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রধান

পুলিশ আইনের কিছু জায়গায় আধুনিকায়ন করা উচিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রধান সফর রাজ হোসেন বলেছেন, দেশে বিদ্যমান পুলিশ আইনগুলো ব্রিটিশ আমলের। এগুলোর কিছু জায়গায় আধুনিকায়ন করা উচিত। এ বিষয়ে সবার মতামত নিয়ে কিছু ধারা পরিবর্তনের সুপারিশ করা হবে।

গতকাল রোববার সচিবালয়ে কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠক শেষে সফর রাজ হোসেন এ কথা বলেন। আইনের ধারা পরিবর্তনের সুপারিশের জন্য জনসাধারণ, পুলিশ কর্মকর্তা, ছাত্র-শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ, আইনজীবী ও গণমাধ্যমকর্মীদের পরামর্শ চাইবেন বলে জানান তিনি।

সফর রাজ হোসেন বলেন, 'পুলিশ সংস্কার নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছি। কয়েক দিন ধরে নিজেরা অনানুষ্ঠানিক আলাপ করছিলাম। স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে বসেছি। আইনের বিষয়গুলো নিয়ে সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। এখন আমরা বসে কর্মপরিকল্পনা ঠিক করে কাজ শুরু করব।'

পুলিশের আইনটি ১৮৬১ সালের। পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গল (পিআরবি) ১৯৪৩ সালের। এমন পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রধান বলেন, 'আমরা চাই, গণতান্ত্রিক দেশে পুলিশ একটি ভালো বাহিনী হয়ে জনগণের জন্য কাজ করুক। যাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে জনগণকে সেবা দেওয়া। সেভাবেই পুলিশ বাহিনী গড়ার পরামর্শ দেওয়া হবে।'

৫৫ শতাংশ শিশুর জন্মনিবন্ধন হয়নি

জাতীয় জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন দিবস

এ বছরের প্রথম ৮ মাসে এক বছর বয়সী মাত্র ৪৫ শতাংশ শিশুর জন্মনিবন্ধন হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জন্মের এক বছরের মধ্যে শিশুর জন্মনিবন্ধন করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বছরের প্রথম ৮ মাসে এক বছর বয়সী মাত্র ৪৫ শতাংশ শিশুর জন্মনিবন্ধন হয়েছে। নিবন্ধন বাড়াতে হাসপাতালগুলোয় নিবন্ধক রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

গতকাল রোববার (৬ অক্টোবর) জাতীয় জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন দিবস পালন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় এ বিষয়গুলো উঠে আসে। রাজধানীর কাকরাইলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন। এবার দিবসের প্রতিপাদ্য 'জন্ম-মৃত্যুনিবন্ধন, আনবে দেশে সুশাসন'।

আলোচনা সভায় বলা হয়, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর জন্য সিআরভিএস (সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস) দশক (২০১৫-২০২৪) ঘোষণা করা হয়েছিল। এতে বাংলাদেশের জন্য ২০২৪ সালের মধ্যে জন্মের এক বছরের মধ্যে শতভাগ জন্মনিবন্ধন ও ৫০ শতাংশ মৃত্যুনিবন্ধনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। আর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অনুসারে, ২০৩০ সালের মধ্যে জন্মনিবন্ধন শতভাগ এবং মৃত্যুনিবন্ধন ৮০ শতাংশ করতে হবে। এই লক্ষ্য এখনো পূরণ হয়নি।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ বলেন, ২০২৪ ও ২০৩০ সালের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সঠিকভাবে নিবন্ধন করতে সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। নিবন্ধনের সুফল সম্পর্কে মানুষকে জানানো প্রয়োজন। নিবন্ধন বাড়াতে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছাতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মো. মাহমুদুল হোসাইন খান বলেন, জন্মনিবন্ধনের মাধ্যমে নাগরিকদের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা যায়। এ বছরের আগস্ট পর্যন্ত জন্মের এক বছরের মধ্যে ৪৫ শতাংশ শিশুর জন্মনিবন্ধন হয়েছে। মৃত্যুনিবন্ধনও হয়েছে ৪৫ শতাংশ। বিলম্বিত নিবন্ধনের হার বেশি। দেশের ১২টি সিটি করপোরেশনে জন্মের এক বছরের মধ্যে নিবন্ধন হয়েছে মাত্র ৬ শতাংশ। বিলম্বিত জন্মনিবন্ধন হয়েছে ৬০ শতাংশ। মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে নিবন্ধন হয়েছে ২১ শতাংশ এবং বিলম্বিত নিবন্ধন হয়েছে ৭৯ শতাংশ। জন্মের এক বছরের মধ্যে নিবন্ধন বাড়াতে হাসপাতালে নিবন্ধক রাখার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

সভায় আরেক বিশেষ অতিথি স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ) মো. নজরুল ইসলাম বলেন, জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন কাজে ব্যয়ের তুলনায় বরাদ্দ অপ্রতুল। এ খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে নিবন্ধনকাজকে গতিশীল করা দরকার। নিবন্ধন বাড়াতে শিশুর টিকা দেওয়ার আগে জন্মনিবন্ধন করার শর্ত জুড়ে তা কার্যকর করার আহ্বান জানান তিনি।

জাতিসংঘের শিশু তহবিল ইউনিসেফের প্রতিনিধি দীপিকা শর্মা বলেন, শিশুর নাগরিক সেবা পাওয়ার পুরো প্রক্রিয়ায় প্রবেশের মৌলিক ভিত্তি হলো জন্মনিবন্ধন। এটা নাগরিকত্বের আইনগত প্রমাণ।

আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন উপরেজিস্ট্রার জেনারেল আবু নছর মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। তিনি বলেন, ৫ হাজার ২৪৬টি নিবন্ধন কার্যালয়ের ১০ হাজার ৪৯২ জন নিবন্ধক ও নিবন্ধন সহকারীর মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সভাপতির বক্তব্যে জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন কার্যালয়ের রেজিস্ট্রার জেনারেল মো. যাহিদ হোসেন বলেন, ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতার জন্য একটি শুদ্ধ নিবন্ধন সনদ দিতে সহায়তা করছে এ কার্যালয়।

দুর্গাপূজা এবার নির্বিঘ্নে হবে : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দুর্গাপূজায় এবার কোনো ধরনের নিরাপত্তাঝুঁকি নেই বলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পূজা এবার নির্বিঘ্নে হবে।

গতকাল রোববার বিকেলে রাজধানীর রমনা কালীমন্দির দুর্গাপূজার মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এসব কথা বলেন। দুর্গাপূজার নিরাপত্তায় সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে উল্লেখ করে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, 'এবার এ জন্য আপনারা কোথাও কোনো ধরনের বাধাবিপত্তি ফেস (মোকাবিলা) করবেন না।'

নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গাপূজা আয়োজনের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি বলেন, মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে আট দফা নির্দেশনা প্রতিটি পূজামণ্ডপে পাঠানো হয়েছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে দুর্গামন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চাঁপাইনবাবগঞ্জ*

চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার বটতলাহাট জয়নগর দুর্গামন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। গত শনিবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম জাকারিয়া ও মন্দির কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল প্রামাণিক *প্রথম আলোকে* জানান, শনিবার রাত দেড়টা পর্যন্ত প্রতিমায় মাটির প্রলেপের কাজ চলে। পরে মন্দিরের লোকজন বাড়ি চলে যান। গভীর রাতের কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা দুর্গাপ্রতিমা ভাঙচুর করেছে। এ ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

নিহত একজনের পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি

কেরানীগঞ্জে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ

প্রতিনিধি, *কেরানীগঞ্জ, ঢাকা*

ঢাকার কেরানীগঞ্জে নবকলি পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় সড়কের পাশে রাখা হোটেলের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে তিনজন নিহত হওয়ার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় নিহত তিনজনের মধ্যে একজনের পরিচয় এখনো মেলেনি।

বিস্ফোরণে নিহত ব্যক্তিরা হলেন ঘরোয়া হোটেলের কর্মচারী পটুয়াখালীর বাউফল থানার বেলায়েত চকিদারের ছেলে ইলিয়াস হোসেন (২২), হোটেলের পার্শ্ববর্তী ওয়ার্কশপের কর্মচারী পিরোজপুর সদর থানা এলাকার মৃত আলী আকবরের ছেলে আকরাম হোসেন (৪৫) ও অজ্ঞাতনামা যুবক (২৮)। অজ্ঞাত ওই যুবকের লাশ পুরান ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় আহত ব্যক্তিরা হলেন মোহাম্মদ মিন্টু (৫৫) ও মো. হাসেম (৩০)।

গতকাল রোববার দুপুরে নিহত ইলিয়াসের ভগ্নিপতি সোহেল রানা বাদী হয়ে কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় ওই মামলা দায়ের করেন। মামলায় অজ্ঞাত কয়েকজন ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে।

বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত মায়েল বিরিয়ানি হোটেলের কর্মচারী জাহিদ মিয়া বলেন, 'গত শনিবার সন্ধ্যার দিকে আমরা কাজ করছিলাম। এ সময় উত্তর দিক থেকে আসা নবাবগঞ্জগামী নবকলি পরিবহনের একটি বাস সড়কের পাশে হোটেলের সামনে পার্কিং করে রাখা একটি ব্যাটারিচালিত ভ্যানকে ধাক্কা দেয়। এ সময় ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘরোয়া হোটেলের জ্বলন্ত চুলার পাশে রাখা গ্যাস সিলিন্ডারে লাগলে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে মুহূর্তেই দোকানে আগুন ধরে যায়। এ সময় লোকজন দিগ্‌বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকেন। তখন আমরাও দৌড়ে বাইরে চলে যাই। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে আগুন নেভান। এরপর হোটেলের ভেতর থেকে তিনজনের পোড়া লাশ উদ্ধার করা হয়।'

মামলার বাদী সোহেল রানা বলেন, 'যাঁদের কারণে আগুনে পুড়ে আমার শ্যালকের মৃত্যু হয়েছে, আমরা তাঁদের বিচার চাই।'

এ এস এম সাইফুল্লাহ

গোলাম রসুল

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি বিজ্ঞানী সংঘ

সভাপতি এ এস এম সাইফুল্লাহ, সম্পাদক গোলাম রসুল

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে কর্মরত বিজ্ঞানীদের সংগঠন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি বিজ্ঞানী সংঘের (বায়েসা) দ্বিবার্ষিক কর্মপরিষদ গঠিত হয়েছে। সুদীর্ঘ অপেক্ষার পর ৩ অক্টোবর পরমাণু শক্তি কমিশনে বিজ্ঞানী সংঘের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশে উপস্থিত বিজ্ঞানীদের মধ্যে ৪৬৪ জন সরাসরি ভোটে দুই বছর মেয়াদের জন্য ১৩ সদস্যের কর্মপরিষদ নির্বাচন করেন। নির্বাচনে সাভারস্থ খাদ্য ও বিকিরণ জীববিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, এইআরইর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এ এস এম সাইফুল্লাহ সভাপতি ও পরমাণু খনিজ ইনস্টিটিউট, এইআরইর প্রধান ভূতত্ত্ববিদ মো. গোলাম রসুল সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। **বিজ্ঞপ্তি**

প্রধান উপদেষ্টাকে ঐক্য পরিষদের স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার অবসান চেয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ। শারদীয় দুর্গাপূজা সামনে রেখে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিমা ভাঙচুর এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাম্প্রদায়িক উসকানির ঘটনায় ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে স্মারকলিপিতে।

গতকাল রোববার জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ প্রথম আলোকে জানান, দেশের সব জেলা প্রশাসন বরাবর স্মারকলিপি দিতে সাংগঠনিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। প্রায় সবগুলো জেলায় এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সি চিন পিংয়ের আশাবাদ

চীন ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতার সম্পর্ক আরও গভীর হবে : সি চিন পিং। এএফপি

সংক্ষেপে

মালদ্বীপ

ভারত সফরে মুইজ্জু

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জু সম্পর্ক উন্নয়নে গতকাল রোববার পাঁচ দিনের সরকারি সফরে ভারত এসেছেন। তাঁর সঙ্গে মালদ্বীপের ফার্স্ট লেডি মাজিদা মুইজ্জুও রয়েছেন। গত বছরের শেষ দিকে মুইজ্জু প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেন। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি এই প্রথম আনুষ্ঠানিক দ্বিপক্ষীয় সফরে ভারত এলেন। সফরকালে মুইজ্জু ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করবেন। নির্বাচনী প্রচারে মুইজ্জু তাঁর দেশের ওপর নয়াদিল্লির প্রভাব কমানোর অঙ্গীকার করেছিলেন। তাঁর নির্বাচনী প্রচারের কেন্দ্রে ছিল 'ইন্ডিয়া আউট' বা 'ভারত হটাও' নীতি। মুইজ্জু প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলে আসছে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মালদ্বীপ যে তার বড় প্রতিবেশী দেশটিকে (ভারত) উপেক্ষা করতে পারে না, তার ইঙ্গিত দিচ্ছে মুইজ্জুর এ সফর। ছোট দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপ তার বেশির ভাগ খাদ্য, অবকাঠামো নির্মাণ ও স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রতিবেশী দেশ ভারতের ওপর নির্ভরশীল। ভারত মহাসাগরে অবস্থিত প্রায় ১ হাজার ২০০টি প্রবালদ্বীপ নিয়ে মালদ্বীপ গঠিত। দেশটির জনসংখ্যা প্রায় ৫ লাখ ২০ হাজার।

এএনআই, *নয়াদিল্লি*

পাকিস্তান

বিক্ষোভ চালিয়ে যাবে পিটিআই

সরকারি ধরপাকড়ের মধ্যেও ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ চালিয়ে যেতে চায় তাঁর দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। দলটির শীর্ষপর্যায়ের নেতা-কর্মীরা বলছেন, গত শুক্রবার থেকে দেশের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ সমাবেশের চেষ্টা করছেন তাঁরা। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে শহরগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। তবে এ পরিস্থিতিতে অনেক নেতা-কর্মী রাজধানী ইসলামাবাদ পৌঁছে গেছেন। তাই দলের প্রতিষ্ঠাতা কারাবন্দী নেতা ইমরান খানের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন তাঁরা। গত শনিবার ইসলামাবাদে বিক্ষোভে যোগ দিতে আসা খাইবার পাখতুনখাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী আলী আমিন গান্দারপুর গতকাল রোববার নেতা-কর্মীদের না জানিয়ে ইসলামাবাদ ছেড়ে গেছেন। এর আগে গতকাল তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বলে গুঞ্জন ছড়ায়। পিটিআই সতর্ক করে বলেছে, গান্দারপুরকে গ্রেপ্তার করা হলে তার প্রভাব হবে গুরুতর। পিটিআইয়ের রাজনৈতিক কমিটি বলছে, গান্দারপুর গ্রেপ্তার হলে পিটিআইয়ের আরেক নেতা আজত সোয়াতি বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেবেন। তিনি গ্রেপ্তার হলে নতুন আরেকজনের নাম ঘোষণা করা হবে।

ডন, *ইসলামাবাদ*

গাজা যুদ্ধের এক বছর উপলক্ষে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া এক ব্যক্তি নিজ শরীরে আগুন লাগিয়ে প্রতিবাদ জানান। এ সময় সহায়তার জন্য এগিয়ে আসে পুলিশ। গত শনিবার ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের সামনে। ছবি : এএফপি

ফিলিস্তিনিদের বড় দুশ্চিন্তা এখন গাজার ধ্বংসস্তূপ

গাজায় হামলার এক বছর

জাতিসংঘের ধারণা অনুযায়ী, গাজায় ৪ কোটি ২০ লাখ টনের বেশি ভগ্নাবশেষ সৃষ্টি হয়েছে।

রয়টার্স, *খান ইউনিস*

গাজার খান ইউনিসে দোতলা বাড়ি ছিল ১১ বছর বয়সী মোহাম্মদদের। সেই বাড়ি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বাড়ির ভাঙা ছাদের টুকরাগুলো জড়ো করছে সে ও তার বাবা জিহাদ সামালি। এই টুকরাগুলো দিয়ে তারা নতুন ঘর তৈরি করবে না। মোহাম্মদের ভাইয়ের কবরে এগুলো দিয়ে একটা সমাধি তৈরি করে রাখবে।

তাদের মতো অনেকেই এভাবে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে সেখানে ছোট ছোট তাঁবু তৈরি করে থাকছেন। অল্প অল্প করে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খোঁজার চেষ্টা করছেন।

নির্মাণকর্মী জিহাদ বলেন, গত এপ্রিলে ইসরায়েলি হামলায় তাঁদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে। সেখান থেকে তাঁরা ধাতব খণ্ড কাটার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, বাড়ি তৈরির জন্য নয়, এখন কবরে রাখার জন্য ভাঙা পাথর জোগাড় করতে হচ্ছে।

জিহাদ আরও বলেন, 'এক দুর্দশা থেকে আমরা আরেক দুর্দশায় পড়েছি।'

জিহাদের জন্য এই কাজ করা কঠিন এবং একই সঙ্গে কষ্টকর। গত মার্চ মাসে তাঁর আরেক ছেলে ইসমাইল ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন।

গাজাজুড়ে ইসরায়েলি হামলায় যে পরিমাণ ভবন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, তা সরানোর একটি ছোট্ট প্রচেষ্টা এটি। জাতিসংঘের ধারণা অনুযায়ী, গাজায় ৪ কোটি ২০ লাখ টনের বেশি ভগ্নাবশেষ সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে এখনো ক্ষতিগ্রস্ত ও কোনোরকম দাঁড়িয়ে থাকা কিছু ভবন রয়েছে। অনেক ভবন বিধ্বস্ত হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

২০০৮ সাল থেকে এক বছর আগের হামলা শুরুর সময় গাজায় ভবনের যে ধ্বংসাবশেষ ছিল, তার চেয়ে এখন ১৪ গুণ বেশি ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

জাতিসংঘের এক কর্মকর্তা বলেছেন, জাতিসংঘের পক্ষ থেকে এই ধ্বংসাবশেষ নিয়ে করণীয় বিষয়ে গাজা কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ মাসেই জাতিসংঘের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে খান ইউনিস ও দেইর আল-বালাহ অঞ্চলে সড়কে থাকা ধ্বংসাবশেষ সরানোর প্রকল্প শুরুর পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থা ইউএনডিপির গাজা কার্যালয়ের প্রধান আলেসান্দ্রো ম্যাকিক বলেন, 'চ্যালেঞ্জ অনেক বড়। এটা অনেক বড় কর্মসূচি হতে যাচ্ছে।

> গাজায় ইসরায়েলি হামলা শুরুর আগে সেখানে ১ লাখ ৬৩ হাজারের মতো ভবন ছিল।

> ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, ধ্বংসাবশেষের নিচে এখনো অনেক মরদেহ চাপা পড়ে রয়েছে।

একই সঙ্গে আমরা যা শুরু করেছি, সেটি গুরুত্বপূর্ণ।'

গত বছরের ৭ অক্টোবর গাজায় হামলা শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। এর আগে হামাস ইসরায়েলে হামলা চালিয়ে ১ হাজার ২০০ ইসরায়েলি নাগরিককে হত্যা ও ২৫০ জনকে জিম্মি করে। এর পর থেকে গত এক বছরে ইসরায়েলি হামলায় প্রায় ৪২ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে ইসরায়েলি হামলায় একসময়ের ব্যস্ত সড়কে এখন ধ্বংসস্তূপে ভরে উঠেছে। সেখানে চলাচল করার মতো অবস্থা নেই।

খান ইউনিসে নিজের বাড়ির ধ্বংসস্তূপ কিছুটা সরিয়ে সেখানে তাঁবু তৈরি করে থাকছেন ট্যাক্সিচালক আবু শাবাব। তিনি বলেন, 'এখানে কে আসবে আর আমাদের হয়ে এ ধ্বংসস্তূপ সরাবে। কেউ আসবে না। তাই এ কাজ আমরা নিজেরাই করছি।'

গাজায় ইসরায়েলি হামলা শুরুর আগে সেখানে ১ লাখ ৬৩ হাজারের মতো ভবন ছিল। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পাওয়া জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, এসব ভবনের সব কটি ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এসব ভবনের এক-তৃতীয়াংশ বহুতল ভবন ছিল।

এর আগে ২০১৪ সালে গাজায় সাত সপ্তাহের লড়াইয়ের পর ইউএনডিপি সেখানে ৩০ লাখ টন ধ্বংসাবশেষ সরিয়েছিল। ম্যাকিকের ধারণা, এক কোটি টন বর্জ্য পরিষ্কারে ২৮ কোটি মার্কিন ডলার খরচ হয়। সে হিসাবে এখন যুদ্ধ বন্ধ হলে গাজার ধ্বংসাবশেষ সরাতেই ১২০ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি খরচ হবে।

ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, ধ্বংসাবশেষের নিচে এখনো অনেক মরদেহ চাপা পড়ে রয়েছে। তাদের হিসাবে এ সংখ্যা ১০ হাজারের বেশি হবে। আন্তর্জাতিক রেডক্রস বলছে, ফিলিস্তিনে এখন বড় ধরনের হুমকি রয়েছে। এ ছাড়া সেখানকার ধ্বংসাবশেষ বড় ধরনের আঘাতের ঝুঁকি তৈরি করেছে। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি বলেছে, আনুমানিক ২৩ লাখ টন ধ্বংসাবশেষ দূষিত, যা থেকে নানা রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

নিজের শরীরে আগুন দিয়ে গাজায় চলমান হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদ

এএফপি, *ওয়াশিংটন*

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে নিজের শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলার প্রতিবাদ জানালেন এক ব্যক্তি। গাজায় হামলা শুরুর এক বছর পূর্তি সামনে রেখে স্থানীয় সময় গত শনিবার আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দিয়ে এভাবে প্রতিবাদ জানান তিনি।

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি হামলা শুরুর এক বছর পূর্তি হলো আজ সোমবার। দিনটি সামনে রেখে গত দুই দিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরেও বিক্ষোভে নেমেছেন হাজারো মানুষ। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকাশিত ছবি ও ভিডিও চিত্রে দেখা যায়, গাজায় হত্যাযজ্ঞ বন্ধের দাবিতে ওয়াশিংটন ডিসির 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার প্লাজা' এলাকা দিয়ে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে যাচ্ছেন হাজারের বেশি মানুষ। মিছিল চলাকালে এক ব্যক্তির হাতে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন বিক্ষোভকারী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সদস্যরা।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিক্ষোভ মিছিল চলাকালে নিজের শরীরে আগুন দেন ওই ব্যক্তি। আগুন দ্রুত নেভানো হয়। এরপর তাঁকে নেওয়া হয় হাসপাতালে।

ঘটনার সময় সেখানে ছিলেন *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর একাধিক প্রতিবেদক। তাঁরা জানান, লোকটি শরীরে আগুন দেওয়ার পর আশপাশে থাকা লোকজন চিকিৎসকের সাহায্য চেয়ে চিৎকার শুরু করেন। আগুন দেখে দুই পুলিশ কর্মকর্তা ছুটে গিয়ে দ্রুত আগুন নেভান। পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন ওই ব্যক্তির শার্ট অন্যজন কাঁধে থাকা কেফিয়াহ (ঐতিহ্যবাহী ফিলিস্তিনি রুমাল বিশেষ) টেনে ধরেন।

ওয়াশিংটন ডিসির পুলিশপ্রধান পামেলা এ স্মিথ বলেছেন, আগুনে দগ্ধ হলেও তাঁর প্রাণহানির আশঙ্কা নেই। নিজের শরীরে আগুন দেওয়া ওই ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে প্রত্যক্ষদর্শী ওয়ারনক এসত্রাদা দাবি করেছেন, ওই ব্যক্তির নাম স্যামুয়েল মিনা জুনিয়র।

চিকিৎসায় নোবেল পুরস্কার আজ

নোবেল শান্তি পুরস্কার ঘোষণা করা হয় নরওয়ে থেকে। সাহিত্য ও অর্থনীতির মতো অন্য পুরস্কারগুলো সুইডেন থেকে ঘোষণা করা হয়।

ওয়াশিংটন পোস্ট

নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা শুরু হচ্ছে আজ সোমবার। প্রথা অনুযায়ী, প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার শুরু হয় নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা। প্রথম দিনে ঘোষণা করা হবে চিকিৎসাশাস্ত্রের নোবেল পুরস্কারজয়ীর নাম। এরপর ছয়টি বিভাগে ছয় দিন নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে।

নোবেল শান্তি পুরস্কার ঘোষণা করা হয় নরওয়ে থেকে। সাহিত্য ও অর্থনীতির মতো অন্য পুরস্কারগুলো সুইডেন থেকে ঘোষণা করা হয়। চিকিৎসা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, সাহিত্য ও শান্তিতে পুরস্কারগুলো সুইডেনের বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেলের নামে ও তাঁর রেখে যাওয়া অর্থ থেকে দেওয়া হয়। সুইডিশ শিল্পপতি নোবেল ডিনামাইটের উদ্ভাবক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পর ১৯০১ সালে এ পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়।

গত বছর নোবেল পুরস্কার ঘোষণার প্রথম দিন করোনাভাইরাসের টিকার প্রযুক্তি আবিষ্কার করায় দুই বিজ্ঞানীকে চিকিৎসায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। নোবেল বিজয়ী ওই দুই বিজ্ঞানী হলেন ক্যাটালিন ক্যারিকো ও ড্রু ওয়েইসম্যান।

এমআরএনএ করোনার টিকার প্রযুক্তি করোনাভাইরাসের মহামারি শুরুর আগে পরীক্ষামূলক অবস্থায় ছিল। তবে এ টিকা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের প্রাণ রক্ষা করেছে। এখন ঠিক একই ধরনের এমআরএনএ প্রযুক্তি ক্যানসারসহ অন্য নানা রোগের টিকা আবিষ্কারের গবেষণার কাজে লাগানো হচ্ছে।

এবার চিকিৎসা ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হতে পারে লিপিড নিয়ে উদ্ভাবনী কোনো গবেষক দলকে। বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান ক্ল্যারিভেট ধারণা করছে, প্রথম দিন চিকিৎসাশাস্ত্রের নোবেল পেতে পারেন লিপিড বিপাকের জেনেটিকস নিয়ে গবেষণা করা কোনো বিজ্ঞানী বা প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া মস্তিষ্কের আবেগ নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রেও এ পুরস্কার দেওয়া হতে পারে।

> গত বছর চিকিৎসায় নোবেল পুরস্কার পান ক্যাটালিন ক্যারিকো ও ড্রু ওয়েইসম্যান।

> এবার চিকিৎসায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হতে পারে লিপিড নিয়ে উদ্ভাবনী কোনো গবেষক দলকে।

এ বছর মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হতে পারে। এ ছাড়া সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকের নাম এসেছে। অনেকেই মনে করছেন, এ বছর চীনের লেখন ক্যান সুইকে বেছে নেবে সুইডিশ একাডেমি।

তবে সুইডেনের সংবাদপত্র ড্যাজেন নাইহেতারের সংস্কৃতি সম্পাদক বর্ন উইম্যান বলেন, এ বছর ইউরোপের বাইরে অন্য কোনো ভাষার কোনো নারী লেখক সাহিত্যে নোবেল পাবেন। এর আগে শেষ ২০১২ সালে চীনা লেখন মো ইয়ান সাহিত্যে নোবেল পান।

এর বাইরে অস্ট্রেলিয়ার উপন্যাসিক জেরাল্ড মারনানি, যুক্তরাজ্যের লেখক সালমান রুশদি, আর্জেন্টাইন-আমেরিকান লেখক জ্যামাইকা কিনকেইড, কানাডার কবি অ্যান কারসন, হাঙ্গেরির লাসলো ক্রাসনাহোরকাই, রোমানিয়ার মিরসিয়া কার্তারেস্কু, কেনিয়ার এনগুগি ওয়া থিওং'ও এবং জাপানের হারুকি মুরাকামির নামও আলোচনায় রয়েছে।

জয়শঙ্করের সফরে অলৌকিক কিছু ঘটবে না, কিন্তু শান্তিতে কথা বলার সুযোগটা ব্যবহার করা দোষের নয়

এসসিও সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পাকিস্তান সফর নিয়ে *দ্য ডন*-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

নিত্যপণ্যের দাম

সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে, বাজার নিয়ন্ত্রণে তাদের তৎপরতা লক্ষণীয়ভাবে কম। গণ-অভ্যুত্থানের দুই মাস পূর্তি উপলক্ষে গত শনিবার আয়োজিত সমাবেশে জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতাদের কণ্ঠেও ক্ষোভ লক্ষ করা গেছে। তাঁরা বলেছেন, 'সাধারণ মানুষের পেটে লাথি দেওয়া সিন্ডিকেটগুলো এখনো সক্রিয়।' এটাই তো স্বাভাবিক যে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সরকার যদি কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে থাকে বা না নিতে পারে, তারা সক্রিয় থাকবেই।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সিন্ডিকেটের কারণে নিত্যপণ্যের দাম বাড়ছে বলে প্রায়ই অভিযোগ করা হতো। সরকারের কোনো কোনো মন্ত্রীও এ ব্যাপারে সোচ্চার থেকেও কিছু করতে পারেননি। অসাধু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তৎকালীন সরকারের নীতিনির্ধারকদের আঁতাত ছিল বলেই সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। আওয়ামী লীগ সরকার বিদায় নেওয়ার পর বাজার পরিস্থিতির পরিবর্তন কেন হচ্ছে না, সেটাই দেখার বিষয়। বাজার সিন্ডিকেট তো অদৃশ্য শক্তি নয় যে তাদের ধরা বা ছোঁয়া যাবে না।

আমরা যখন সিন্ডিকেট নিয়ে কথা বলছি, তখন বাজারের প্রকৃত চেহারাটি কী? টিসিবির বাজারদরের তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৮ আগস্টের তুলনায় গত বৃহস্পতিবার মোটা চাল কেজিতে ১ টাকা, খোলা সয়াবিন তেল লিটারে ৬ টাকা, পাম তেল ১২ টাকা, ব্রয়লার মুরগি ১০ টাকা, চিনি ৩ টাকা ও ডিম ডজনে ১৫ টাকা বেড়েছে। বিপরীতে পেঁয়াজ ও আলুর দাম কেজিতে ৫ টাকা কমেছে। এ দুটি পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক কমিয়ে আমদানির ব্যবস্থা করে বাজারে সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে। চাল, চিনি, ভোজ্যতেল ও ডিমের শুল্ক-কর কমিয়েও কর্তৃপক্ষ ভোক্তাদের কিছুটা স্বস্তি দিতে পারত।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে, গত সেপ্টেম্বরে প্রায় ১০ শতাংশ মূল্যস্ফীতির বিপরীতে মজুরি বেড়েছে ৮ শতাংশের মতো। এর অর্থ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আরও কমেছে। সে ক্ষেত্রে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।

চালের দাম বাড়লে গরিব মানুষের ওপরই বেশি চাপ পড়ে। কেননা তাঁদের ব্যয়ের সিংহভাগ ব্যয় হয় চাল কিনতে। এ বছর ধানের বাম্পার ফলন সত্ত্বেও সারা বছরই চালের দাম ছিল উর্ধ্বমুখী। সম্প্রতি ভারত চাল রপ্তানি উন্মুক্ত করেছে, সরকার চাইলে সেই সুযোগ নিতে পারে। আমদানি হলে চালকলের মালিকেরা ইচ্ছেমতো দাম বাড়াতে পারবেন না।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) জ্যেষ্ঠ গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম যথার্থই বলেছেন, ভবিষ্যতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কেন্দ্রিক নানা চ্যালেঞ্জ আরও বাড়বে। নিত্যপণ্যের বাজার ও সরবরাহব্যবস্থায় সংস্কার দরকার। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সক্রিয় হতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকার অনেক বিষয়ে কমিশন ও টাস্কফোর্স গঠন করেছে, কিন্তু বাজার নিয়ন্ত্রণে তারা সে রকম কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। অন্যদিকে টিসিবির মাধ্যমে খাদ্যপণ্যের সরবরাহ বাড়ানোরও কোনো উদ্যোগ নেই।

নিত্যপণ্যের দাম নিয়ে সীমিত আয়ের মানুষ ভীষণ কষ্টে আছেন। তাঁদের ব্যয় অনুপাতে আয় বাড়েনি। তারপরও আছে সিন্ডিকেটের নানা কারসাজি। আমরাও জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলতে চাই, যে সিন্ডিকেট সাধারণ মানুষকে দুর্দশার মধ্যে ফেলছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে নিত্যপণ্যের দাম কমানোর চেষ্টা নিষ্ফল রোদন ছাড়া কিছু নয়।

হাসপাতালে লিফট দুর্ঘটনা

কাঠামোগত হত্যাকাণ্ড বন্ধ হতে হবে

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সরকারি হাসপাতালের লিফট আতঙ্কের আরেক নাম হয়ে উঠেছে। লিফট দুর্ঘটনা ও হতাহতের ঘটনার সংবাদ যেভাবে আসছে, তাতে উদ্বিগ্ন না হওয়ার কোনো কারণ নেই। শুধু গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত ছয় মাসে তিনবার লিফট দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। হাসপাতালটিতে সর্বশেষ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ১ অক্টোবর রাতে, শিশুসন্তানের চিকিৎসা করাতে এসে জাহিদুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি মারা যান। এই মৃত্যু অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক। সন্তানকে সুস্থ করতে হাসপাতালে আসা বাবার এই মৃত্যুতে স্বজনেরা কীভাবে সান্ত্বনা পাবেন?

*প্রথম আলো*র খবর জানাচ্ছে, জাহিদুল তাঁর অসুস্থ সন্তানকে হাসপাতালের ১০ তলায় শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করিয়েছিলেন। ১ অক্টোবর রাতে নিচে নামার জন্য জাহিদুল ১০ তলায় লিফটের বাটনে চাপ দেন। কিছু সময় পর লিফটের দরজা খুলে যায়। লিফটের মেঝে ফাঁকা ছিল। তিনি ভেতরে পা দিলে সঙ্গে সঙ্গে সেটি নিচে পড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ সময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর শ্যালিকাসহ অন্য কয়েকজন রোগীর স্বজন অল্পের জন্য রক্ষা পান।

হাসপাতালে দায়িত্বরত একজন আনসার সদস্য যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে কর্তৃপক্ষের গাফিলতির বিষয়টা স্পষ্ট। তাঁর ভাষ্য হলো, লিফটটিতে কয়েক দিন ধরে সমস্যা ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, কাউকে সতর্কও করেনি। কিন্তু হাসপাতালের পরিচালক অবশ্য বলছেন, লিফটটা সচল ছিল না। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, তদন্ত করে দেখা হবে।

যে হাসপাতালে আগে দুবার লিফট দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, সেখানে কয়েক দিন ধরে লিফটে সমস্যা থাকার পরও সেটা মেরামতে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়াটা দুঃখজনকই নয়, দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়কও। এটা নিছক দুর্ঘটনা, নাকি কাঠামোগত হত্যাকাণ্ড। দেশের সবখানেই জবাবদিহি না থাকার যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, এটা তারই প্রতিফলন।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে পতন হওয়া হাসিনা সরকারের আমলে অন্যান্য খাতের মতো স্বাস্থ্যের অবকাঠামো নির্মাণে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েছে। এর পেছনে যতটা না জনগণের সেবা নিশ্চিতের বিষয়টি কাজ করেছে, তার চেয়েও বেশি ছিল নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীর সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার বিষয়টি। দুর্নীতি, অনিয়মনির্ভর এই ব্যবস্থা দায়মুক্তির একটা সংস্কৃতি তৈরি করেই টিকে থাকে।

তাজউদ্দীন হাসপাতালে লিফট দুর্ঘটনায় কেন মানুষ মারা গেল, এ নিয়ে অবশ্যই নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি করতে হবে। আগের দুটি দুর্ঘটনার তদন্ত কমিটি ঠিকভাবে কাজ করেছে কি না, কিংবা তারা যে সুপারিশ দিয়েছে, সেটা কেন বাস্তবায়িত হয়নি, সে বিষয়গুলোও তদন্ত হওয়া জরুরি। দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির পরিবারকে যৌক্তিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। লিফট দুর্ঘটনার নামে এই কাঠামোগত হত্যাকাণ্ড বন্ধ হওয়া দরকার।

চিঠিপত্র

পদচারী-সেতু

ঢাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত কমলাপুর রেলস্টেশনে প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রীর সমাবেশ ঘটে। তবে স্টেশনটির বিশেষ একটি সমস্যা হলো পদচারী-সেতুর নিরাপত্তাহীন অবস্থা। বিশেষ করে রাতে এই পদচারী-সেতুতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা না থাকায় যাত্রীদের জন্য এটি একটি আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাতে পদচারী-সেতুটি প্রায় অন্ধকারে ঢেকে থাকে। এটি যাত্রীদের জন্য একটি বিপজ্জনক জায়গায় পরিণত হয়েছে। কারণ, আলোর অভাবে কোনো অপরাধ সংঘটিত হলেও তা চোখে পড়ে না। এই সুযোগে সেখানে অনেকে আশ্রয় নেয়, যাদের কেউ কেউ মাঝেমধ্যে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তাদের উপস্থিতি ও আলোর ঘাটতি মিলে জায়গাটি ছিনতাই ও চুরির জন্য আদর্শ স্থানে পরিণত হয়েছে।

সম্প্রতি বেশ কয়েকটি চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে, যা যাত্রীদের মধ্যে ভীতি তৈরি করেছে। অনেকেই রাতের বেলায় এই পদচারী-সেতু ব্যবহার করতে দ্বিধা বোধ করেন। কারণ, অপরাধীরা অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে এবং সুযোগ পেলেই আক্রমণ করে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। প্রথমত, পদচারী-সেতুতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা, যাতে রাতের বেলায় যাত্রীদের চলাচল নিরাপদ হয়। দ্বিতীয়ত, নিয়মিত পুলিশি টহল ও নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ করা, যাতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড রোধ করা যায়।

তৌফিক তুষার
শিক্ষার্থী, ঢাকা কলেজ

পাঠকের প্রতি

আপনার চারপাশের সমস্যা-অসংগতি কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠিপত্র বিভাগে লিখতে পারেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদকীয় বিভাগ, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
editorial@prothomalo.com

আওয়ামী লীগের রাজনীতি

'আরেকটি যুদ্ধ' ঘোষণাকে কোন চোখে দেখব

হেলাল মহিউদ্দীন

১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের ২০২৪ সালের মতোই একটি গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছিল ফিলিপাইনে। কর্তৃত্ববাদী দুর্নীতিবাজ শাসক ফার্দিনান্দ মার্কোস সপরিবার পালিয়ে গেলেন হাওয়াই। ফার্স্ট লেডি ইমেলদা ছিলেন সবিশেষ ঘৃণিত চরিত্র। মার্কোসের পতনের কালে ইমেলদা বিশ্ব সংবাদের শিরোনাম হয়েছিল ফ্যান্সি-হিল ফেটিশিজমের কারণে। তাঁর সংগ্রহের কয়েক হাজার জোড়া বিশ্বসেরা ব্র্যান্ডের দামি জুতা অনেক ম্যাগাজিনের শিরোনাম হয়েছিল।

মার্কোস পরিবারের বিরুদ্ধে গণরোষ ও গণঘৃণার প্রাবল্য দেখে ধরে নেওয়া হয়েছিল পরিবারটি আর কস্মিনকালেও ফিলিপাইনের রাজনীতিতে ফিরতে পারবে না। এখন বাংলাদেশে যে রকম অনেকেই ভাবেন আওয়ামী লীগ একসময় মুসলিম লীগ হয়ে যাবে। ভাবনাটি ভুল। ফিলিপাইনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট বংবং মার্কোস ফার্দিনান্দ-ইমেলদার দ্বিতীয় সন্তান। মার্কিন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এখনো বহাল রয়েছে বংবং-ইমেলদার বিরুদ্ধে। মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ৩৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ না করার কারণে এই পরোয়ানা।

আলফ্রেড ম্যাক্অয়ের সম্পাদনায় ২০০৯ সালে একটি বই বেরোয়। বইটির নাম *অ্যান অ্যানার্কি অব ফ্যামিলিজ : স্টেট অ্যান্ড ফ্যামিলিজ ইন দ্য ফিলিপিন্স*। বইটি পাঠ করতে গিয়ে পাঠকের মনে হতে পারে বাংলাদেশের শেখ হাসিনা সম্ভবত ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোসের কীর্তিকেও ছাড়িয়ে নতুন রেকর্ড গড়ে যেতে চেয়েছিলেন। ইংরেজিতে প্রবাদ আছে 'টাকায় কথা কয়' এবং 'টাকাই দ্বিতীয় খোদা'। ফার্দিনান্দ-ইমেলদার বিদেশে পাচার করা কয়েক বিলিয়ন ডলার ১৯৮৭ সাল থেকেই কাজে লাগতে শুরু করল। মূলত টাকার জোরেই চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজনীতিতে ফিরলেন ইমেলদা। ২০১৯ সাল পর্যন্ত চারবার পার্লামেন্ট কাঁপানো নির্বাচিত সংসদ সদস্যও থাকলেন।

দুর্নীতির কামাই রাজনীতিতে ইমেলদার আসন পোক্ত করল আরও চারটি উপায়ে। এক. দেশে এসে বিচারের মুখোমুখি হতে পারা। দুই. ফের রাজনীতিতে ফেরার আইনি বৈধতা জোগাড় করা। তিন. আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীতে রেখে যাওয়া দুর্নীতিবাজ সুবিধাভোগীদের পুনঃসংগঠিত করতে পারা। চার. ঘুষ-উৎকোচ দিয়ে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী নীতিনির্ধারকদের কিনে ফেলতে পারা।

১৯৯১ সালে হাইতির স্বৈরশাসক জাঁ বার্ট্রান্ড আরিস্টিডও দেশব্যাপী গণঘৃণা ও জনবিদ্রোহের মুখে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। মাত্র তিন বছর পর ১৯৯৪ সালে আবার তিনি স্বদেশে ফেরেন। ক্ষমতাও ফিরে পান। তাঁর ফিরে আসতে পারাও ঘটেছে ওপরের চারটি কারণে। মার্কোসদের মতোই তিনি বিদেশে জমান দুর্নীতির কামাই। আরেকটি ক্রীড়নক ছিল যুক্তরাষ্ট্রের আশীর্বাদ।

আপাতদৃষ্টে মনে হচ্ছে আওয়ামী লীগও একই পথে এগোচ্ছে। সম্প্রতি 'স্ট্রিক গ্লোবাল ডিপ্লোমেসি' নামে সিঙ্গাপুরভিত্তিক একটি লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ দিয়েছেন সজীব ওয়াজেদ জয়। উদ্দেশ্য যেভাবেই হোক যুক্তরাষ্ট্রের মন গলানো। সমর্থিত-অসমর্থিত সব সূত্রে এটা সবার জানা, আওয়ামী লীগ ১৬ বছরে দেশের বাইরে ১৫০ বিলিয়ন টাকা পাচার করেছে। একটি পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে একজন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানালেন, 'দুই হাতে টাকা বানাতে বলতেন শেখ হাসিনা।' শেখ হাসিনার এক গৃহভৃত্যের বরাতে জানা গেল, তিনি তাঁর জন্মদিনে টাকা ছাড়া অন্য কোনো উপহারই নিতেন না। প্রতিদিনই দলীয় নেতা-কর্মীদের অর্থ ও দেশি সম্পদ আত্মসাতের ঘটনা চাউর হচ্ছে।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সম্পদের ফিরিস্তি এতটাই অচিন্তনীয় ও অশ্রুতপূর্ব যে পড়তে পড়তে বা শুনতে শুনতেই শরীরে ক্লান্তি-অবসাদ নেমে আসে। পাঠক-শ্রোতার চোখে ঘুম নেমে আসে, কিন্তু সম্পদ বিবরণীর তালিকা-বর্ণন শেষ হয় না। প্রায়ই ভাবতে বাধ্য হই, তাঁদের একেকটি দিন কি ২৪ ঘণ্টায়, নাকি ২৪০ ঘণ্টায়? এত অল্প সময়ে এত বিত্ত-সম্পদ চুরি-ডাকাতি, দখল-আত্মসাৎ, খুনখারাবি কীভাবে সম্ভব?

টাকায় বাঘের চোখও মেলে। বিদেশে গড়া মাফিয়া অর্থনীতি ব্যবহার করে ইমেলদার পদ্ধতিতেই আওয়ামী লীগ দেশের রাজনীতিতে ফেরার চেষ্টা করতে পারে। পানামার নরিয়েগা জেলে বসেই এবং পেরুর ফুজিমোরি নির্বাসনে থেকেই আবার ক্ষমতায় ফেরার প্রায় কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন। আরব বসন্তের প্রথম উৎখাতের শিকার তিউনিসিয়ার বেন আলী সৌদি আরবে নির্বাসনে থেকেই দেশের রাজনীতিতে ফেরার প্রায় সব আয়োজনই করে ফেলেছিলেন।

সবারই সাঙ্গপাঙ্গ-সহযোগীদের মাফিয়া অর্থনীতি দারুণ কাজে লেগেছে। শেষ পর্যন্ত শেষোক্তরা ব্যক্তিগত সাফল্য না পেলেও তাঁদের রাজনীতি ও সমর্থন বাড়িয়ে তুলতে পেরেছেন। অন্যদিকে, ২০১৯ সালে উৎখাত হওয়া সুদানের ওমর আল বশির অনেক চেষ্টাচরিত্র করেও পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেলেন না। কারণ, তিনি দুর্নীতির কামাই ও বিদেশে ধনসম্পদ পাচার বিচারে অন্যদের ধারেকাছেও নন। ইমেলদার ফেরা আরও সহজ হয়েছিল ১৯৮৯ সালে ফার্দিনান্দের মৃত্যুতে। মৃত্যুটি ফিলিপাইনিদের মাঝে একধরনের 'আহারে-উহুরে' সহানুভূতি তৈরি করে।

সম্প্রতি আওয়ামী লীগ অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে একটি দীর্ঘ পোস্ট দিয়েছে। পোস্টটির ভাষ্য—প্রয়োজনে দলটি আরেকটি যুদ্ধ করবে। 'প্রয়োজনে' মানে 'সম্ভাবনা' বা 'দরকার'। দলটি কি বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? কেন করবে? যুদ্ধের হুংকারটি কি অন্য গণতান্ত্রিক দলগুলোর বিরুদ্ধে? সংস্কার চলছে। নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। সেনাপ্রধানের ১৮ মাসের মধ্যে নির্বাচন ঘোষণাকে সজীব ওয়াজেদ জয় স্বাগতও জানিয়েছেন। দেশের ভেতরের নেতা-নেত্রীরা ধারণা দিয়েছেন, দলটি নির্বাচন করবে। নির্বাচনের জন্য দল গোছানোর কথা। তাহলে যুদ্ধ ঘোষণা কেন? কারণ কি এটিই যে প্রবাসে বসেই দল গুছিয়ে ফেলতে বা গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে বসতে যা কিছু টাকাকড়ি দরকার, তার চাইতে অনেক বেশিই দলটির ভান্ডারে আছে?

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই টিপ্পনী কেটেছে 'দলটি ভারতের হয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।' ষড়যন্ত্রতত্ত্বে বিশ্বাসীরা লিখছেন—যুদ্ধ ঘোষণার কী আছে! নানা ফ্রন্টে নানা কৌশলে দলটি প্রতিদিনই তো তাদের যুদ্ধ চালাচ্ছে। কখনো পাহাড়, কখনো সংখ্যালঘু; কখনো আনসার বিদ্রোহ, শ্রমিক আন্দোলন, মব জাস্টিস, খুনখারাবি, অন্তর্ঘাত, অপতথ্য ও গুজব উৎপাদন—সব ফ্রন্টেই তো একাগ্র যুদ্ধে মেতে রয়েছে দলটি! তাহলে এটি কি আরও বড়সড় একটি গৃহযুদ্ধের ঘোষণা।

ষড়যন্ত্রতত্ত্বকে আমলে নেব না। কিন্তু দুনিয়াজোড়া পতিত স্বৈরাচার কী করেছে বা করতে পারে-বিষয়ক ওপরের উদাহরণগুলো থেকে কিছু শিক্ষা অবশ্যই নেব। প্রথম শিক্ষাটি হবে—দলটির যুদ্ধ ঘোষণা ও হঠাৎ গর্জে ওঠা অবস্থানকে হালকাভাবে নিলে বাংলাদেশকে বিপদে পড়তে হবে। অনেক দেশেই স্বৈরশাসক-সৃষ্ট মাফিয়ারা প্রবাসে বসে আন্ডারগ্রাউন্ড থেকেই রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণ মেক্সিকো, কলম্বিয়া, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া, উগান্ডা, সুদান, জিম্বাবুয়ে ও নাইজেরিয়া। এসব দেশেও জনগণ ভেবেছিল, পতিত লুটেরাদের দলগত উত্থান আর কখনোই সম্ভব হবে না। পাকিস্তানেও দুর্নীতিগ্রস্ত পতিত সরকারই ফের ক্ষমতায় ফিরেছে। ভারতের রাজনীতির এক বড় অংশও নিয়ন্ত্রিত হয় দুবাইয়ে থাকা ভারতীয় আন্ডারওয়ার্ল্ডের মাফিয়াদের দ্বারা।

অন্তর্বর্তী সরকারের রাজনীতি-সংস্কারের কর্মসূচি কী কী, আমরা নিশ্চিত নই। তবে বাংলাদেশকে যেকোনো রাজনৈতিক সংঘাত-সহিংসতা থেকে দূরে রাখার প্রয়োজনে মূল লক্ষ্য হওয়া দরকার রাজনীতি থেকে মাফিয়াতন্ত্রের সমূল উৎপাটনের ব্যবস্থা রাখা।

● **হেলাল মহিউদ্দীন** অধ্যাপক, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির মন্টক্লেয়ার স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কর্মরত

অর্থনীতি

বিমা খাতের উন্নয়ন ঘটবে কীভাবে

মামুন রশীদ

বাংলাদেশের বিমা খাত অনেক পিছিয়ে আছে। মানবসম্পদের দক্ষতা, সেবা পণ্যের সমারোহ, ন্যূনতম মুনাফা আর প্রযুক্তির ব্যবহারে অনেক পিছিয়ে আছে এই খাত। অথচ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিমা খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৯০ সালের পর থেকে বাংলাদেশে নিবন্ধিত বিমা প্রতিষ্ঠানের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি অনুমোদন পেয়েছে গত সরকারের আমলে। ১৯৯১ সাল থেকে এ পর্যন্ত দেশে ৭২টি বিমা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হয়েছে। এর মধ্যে ৬০টি প্রতিষ্ঠানই নিবন্ধিত হয়েছে বিগত সরকারের আমলে।

প্রতিবেশী ভারতে ৫৭টি, পাকিস্তানে ৪০টি ও শ্রীলঙ্কায় ২৮টির বিপরীতে বাংলাদেশে মোট বিমা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮২। বাংলাদেশে বর্তমানে কার্যক্রম পরিচালনাকারী বিমা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটিমাত্র আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আছে। এ ছাড়া আরেকটি প্রতিষ্ঠান কয়েক বছর ধরে জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি হিসেবে এই দেশে ব্যবসা করছে। দেশে প্রয়োজনের তুলনায় বেশিসংখ্যক ইনস্যুরেন্স কোম্পানি থাকার কারণে এই খাতে অসুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে। এর ফলে এই খাতে একধরনের অস্থিরতা লেগেই আছে।

বাংলাদেশের বিমা খাতের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে ২০১৩ সালে। ওই সময়ে একই সঙ্গে ১৩টি জীবনবিমা কোম্পানিকে ব্যবসার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তখন বলা হয়েছিল যে এতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। কিন্তু বাস্তবে কিছু কর্মসংস্থান হলেও পুরো খাতটিই পঙ্গু হয়ে গেছে। বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের উচিত, যে কোম্পানিগুলো দুর্বল হয়ে গেছে, তাদের বোর্ড ও ম্যানেজমেন্টকে ডেকে চূড়ান্ত একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে দেওয়া। কারণ, ওই কোম্পানিগুলোর গ্রাহকেরা তাঁদের টাকা আর ফেরত পাবেন না। সন্দেহ নেই বাজারে বিমা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশি হলে তা অনৈতিক চর্চাকেও উৎসাহিত করে।

পণ্য সরবরাহের ব্যাপ্তি বা বৈচিত্র্য না থাকায় সবাই একই জায়গায় প্রতিযোগিতা করছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থার পক্ষে এত প্রতিষ্ঠানের তদারকি করা কঠিন। বহুল কালোটাকা আর 'ইজি মানি'র এই দেশে অনেকে একটি বিমা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান বা পরিচালক পদে থাকাকে মর্যাদাপূর্ণ বলে মনে করেন। তাই রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী অনেকে প্রতিষ্ঠান করলেও অনেক সময় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন।

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও দুর্বল নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার কারণে এই খাতের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়েনি; বরং কমেছে। এই খাতে পেশাদারত্বের অভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গত ডিসেম্বরে ব্যাংকগুলোকে বিমা পণ্য চালুর অনুমতি দেয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিশ্বাস, ব্যাংকগুলো বিমার ওপর জনসাধারণের আস্থা ফেরাতে সহায়তা করতে পারে।

বিমা নিয়ন্ত্রক সংস্থা ২০১৩ সালে জীবনবিমা সলভেন্সি মার্জিন রেগুলেশনের খসড়া প্রকাশ করে। তবে তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। নিয়ন্ত্রক সংস্থার পক্ষে এই বিধিমালা ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বাস্থ্য মূল্যায়ন করা কঠিন। যদি এটি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে কিছু প্রতিষ্ঠান সম্ভবত দেউলিয়া হয়ে যাবে বা একীভূতকরণের আগ্রহ দেখাবে। কারও কারও মতে, বিমা প্রতিষ্ঠান অর্থ পাচারের একটি পথ। এসব প্রতিষ্ঠানকে লুটপাটে ব্যবহার করা হয়। এ কারণেই নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে দুর্বল করা হয়েছে। অনেকের ধারণা, দেশের অর্থনীতি ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে ৬ থেকে ১০টি জীবনবিমা প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত।

> বিমাসহ দেশের পুরো আর্থিক খাতেই প্রয়োজনের তুলনায় বেশি প্রতিষ্ঠান আছে। এটি খাতটিকেই অস্বাস্থ্যকর বাজার প্রতিযোগিতার দিকে পরিচালিত করছে

আমাদের দেশে বিমা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশি হওয়ায় অনেক প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের প্রয়োজন নয়, এমন বিমা পণ্যও বিভিন্নভাবে বিক্রয় করে। এর ফলে তামাদি পলিসির সংখ্যাও বাড়ছে। অনেকে গ্রাহকের দায় পরিশোধের কথা বিবেচনা না করে বড় অঙ্কের প্রিমিয়াম অর্জনের দ্রুত উপায় হিসেবে এই খাতকে দেখেন।

এখানে একটি কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য মাত্র ১৮ কোটি টাকা প্রয়োজন। নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি এই খাতের সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সলভেন্সি মার্জিন নীতি বাস্তবায়নের কথা তুলে ধরে অনেকে বিমা নিয়ন্ত্রণ সংস্থাকে শক্তিশালী করার বিষয়ে পূর্ববর্তী সরকারের অবহেলার বা অনীহারও সমালোচনা করেন।

বাংলাদেশের জিডিপিতে বিমা খাতের অবদান মাত্র শূন্য দশমিক ৪৬ শতাংশ, যেখানে ভারতে ৪ দশমিক ২ শতাংশ এবং পাকিস্তানে শূন্য দশমিক ৯১ শতাংশ। আইডিআরের তথ্যানুসারে, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৭১ লাখ ১০ হাজার মানুষ বিমা করেছেন। বিপুলসংখ্যক বিমা প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও দেশের গড় বিমা দাবি নিষ্পত্তির অনুপাত বৈশ্বিক মান ৯৭-৯৮ শতাংশ থেকে অনেক পিছিয়ে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ভারতে গড় বিমা দাবি নিষ্পত্তি অনুপাত ছিল প্রায় ৯৮ দশমিক ৪৫ শতাংশ। এর বিপরীতে ২০২৩ সালে দেশে বিমা নিষ্পত্তির হার ছিল ৬৫ দশমিক ১৯ শতাংশ। গত মার্চ পর্যন্ত এখানে প্রায় ১০ লাখ বিমাকারীর সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার দাবি বিচারাধীন। ২৯টি জীবনবিমা প্রতিষ্ঠান তীব্র তারল্যসংকটে পড়েছে।

গত ১৪ বছরে বিমাকারীদের আর্থিক অবস্থার অবনতি, সচেতনতার অভাব ও এজেন্টরা বিমা পণ্যের সুবিধা-অসুবিধাগুলো সঠিকভাবে ব্যাখ্যা না করায় ২৬ লাখের বেশি পলিসি বাতিল হয়েছে। ২০০৯ সালে মোট পলিসি ছিল প্রায় ১ কোটি ১২ লাখ। ২০২৩ সালে তা কমে হয়েছে ৮৫ লাখ ৮০ হাজার। গত ডিসেম্বরে ব্যাপক অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাতের কারণে আর্থিক সক্ষমতা হারানো বেশ কয়েকটি বিমা প্রতিষ্ঠান একীভূতকরণের সুপারিশ করে আইডিআরএ। প্রতিবেদনে বলা হয়, দাবি নিষ্পত্তিতে ব্যর্থতা বিমা খাতের প্রতি জনগণের আস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

সমস্যাগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স, পদ্মা ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স, প্রাইম ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স, গোল্ডেন লাইফ ইনস্যুরেন্স, হোমল্যান্ড লাইফ ইনস্যুরেন্স ও প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনস্যুরেন্সের নাম রয়েছে। তবে এ বিষয়ে এরপর আর কোনো অগ্রগতি জানা যায়নি।

সরকার রুগ্‌ণ কোম্পানিগুলোকে একীভূত করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। বিমাসহ দেশের পুরো আর্থিক খাতেই প্রয়োজনের তুলনায় বেশি প্রতিষ্ঠান আছে। এটি খাতটিকেই অস্বাস্থ্যকর বাজার প্রতিযোগিতার দিকে পরিচালিত করছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা খাতটিকে কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেও হিমশিম খাচ্ছে। হয়তো বাতির নিচেই অন্ধকার। তাই এখানেও সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই।

● **মামুন রশীদ**, অর্থনীতি বিশ্লেষক

ভূরাজনীতি

ইউরোপের নেতারা কেন যুদ্ধ চান

সান্তিয়াগো জাবালা ও ক্লদিও গ্যালো

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ ও ক্ষোভ বেশ কিছুদিন ধরেই বাড়ছে। সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। আর তাঁদের নেতারা চাইছেন যুদ্ধ দিয়ে সংকটের মোকাবিলা করতে। এর সংকট আসলে একটা নয়, একাধিক। আর সেগুলো কমার বদলে ক্রমে গভীর হচ্ছে। জীবনযাত্রার সংকট, বাসস্থান সংকট, অভিবাসন সংকট। অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি মন্থর হয়ে পড়েছে। আর সর্বোপরি আছে রাজনৈতিক সংকট। দেশে দেশে কট্টর ডানপন্থীদের উত্থান ঘটছে। তাঁরা ভোটে জনগণের কাছ থেকে ম্যান্ডেট পাচ্ছেন। ইউনিয়নের ঐক্যের বোধ আর উদারনৈতিক মূল্যবোধই এখন হুমকির মুখে।

মাত্র কয়েক দিন আগে, অস্ট্রিয়ার নির্বাচনে ৩০ শতাংশ ভোট পেয়ে অতি ডানপন্থী ফ্রিডম পার্টি জিতেছে। যদিও তারা হয়তো অস্ট্রিয়ায় সরকার গঠনের প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়তে পারে। তবে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশেও ডানপন্থীদের উত্থান ঘটেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশের মধ্যে ৯টিতে ডানপন্থীরা ক্ষমতায় আছে বা অচিরেই আসবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জটি সম্ভবত প্রতিবেশী ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধ। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্রের প্রবাহ অব্যাহত। এই যুদ্ধ যে শিগগির থামবে, তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আর এদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের কালো ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। ঘটছে একের পর আরেক মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এই ক্রমবর্ধমান পাহাড়প্রমাণ সংকটের প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া কী? আশ্চর্যের কিছু নেই যে তাঁরা সংকটে যে সাড়া দিচ্ছেন, তা সমস্যার মূল কারণগুলোকে মোকাবিলা করার ধারেকাছেও যায়নি। তাঁরা খুব আনন্দের সঙ্গে যেসব ধ্বংসাত্মক নব্য উদারবাদী নীতিগুলো গ্রহণ করেছেন, সেগুলো জন্ম দিয়েছে অসংখ্য বিষফোড়া। তাঁরা এখন এই সংকট থেকে পার পাওয়ার জন্য যুদ্ধবাজির আশ্রয় নিতে চাইছেন। হয়তো আশা করছেন যে যুদ্ধের উত্তেজনায় মানুষ তাদের হাতাশা আর ক্ষোভ ভুলে থাকবে।

গত দুই বছরে বারবার শোনা গেছে যে ইউরোপের নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি রাশিয়া। আর এর সমাধান হচ্ছে ইউক্রেনে রাশিয়াকে পরাজিত করা। ইউরোপীয় অস্ত্র ইউক্রেনে প্রবাহিত হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো ধীরে ধীরে আরও মারাত্মক, আরও ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বানানোর আওতা বাড়াচ্ছে। এখন বলা হচ্ছে যে ইউক্রেনকে রাশিয়ার ভূখণ্ডে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার জন্য দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে। এই কথা জোর দিয়ে বলছেন ইইউর বিদায়ী পররাষ্ট্র প্রধান জোসেপ বোরেলসহ ইউরোপীয় নেতারা।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ইউক্রেনে ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহকারী দেশগুলোকে রাশিয়ার লক্ষ্যবস্তুতে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রস্তাব পাস করেছে। এ ধরনের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রাশিয়া বারবার সতর্ক করেছে। এমনকি সম্প্রতি রাশিয়া কোন

জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ। ছবি : এএফপি

ক্ষেত্রে তার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে, সেই নীতিমালাও বদলেছে।

ইউক্রেনে অস্ত্র সরবরাহ বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে শুধু তা-ই নয়, একই সঙ্গে তারা তাদের জনগণকে বলছে যে অস্ত্রের জন্য আরও বেশি ব্যয় করতে দেশগুলোকে প্রস্তুত হওয়া দরকার। কারণ, অস্ত্র সরবরাহ করতে করতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। আন্দ্রিয়াস কুবিলিয়াস ইইউর প্রতিরক্ষা কমিশনার হিসেবে মনোনয়ন প্রার্থী। 'রাশিয়ার হুমকি' মোকাবিলার জন্য এই নতুন পদ তৈরি করা হয়েছে। আন্দ্রিয়াস মনে করেন যে মস্কোকে প্রতিহত করার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিজেই 'যুদ্ধ-অস্ত্রের ভান্ডার' হয়ে ওঠা উচিত।

যুদ্ধ অর্থনীতির মন্ত্র খুব জোরেশোরে প্রচার করা হচ্ছে। ইউরোপীয়দের বিশ্বাস করানোর জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে যে সামরিক খাতের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় অর্থনীতিকে চাঙা করা সম্ভব। সেপ্টেম্বরে, ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং সাবেক ইতালীয় প্রধানমন্ত্রী, উদারপন্থী অর্থনীতিবিদ মারিও দ্রাঘি বহুল প্রতীক্ষিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। প্রতিবেদনের বিষয় ইউরোপীয় দক্ষতার ভবিষ্যৎ। প্রতিবেদনে ইউনিয়নের আরও গভীর অর্থনৈতিক একীকরণ করার কথা বলা হয়েছে। অনেকে এর প্রশংসা করেছেন। ইউরোপীয় নেতারা বোধ হয় লাতিন প্রবাদটি খুব পছন্দ করেন, 'যদি শান্তি চান, তাহলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন'। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে এই প্রবাদ কাজে লাগাতে গেলে সমস্যা আছে। আর তা হলো পারমাণবিক অস্ত্র। একবার সেই অস্ত্রের বোতামে হাত পড়লে মানবসভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

যুদ্ধ, যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং যুদ্ধের জন্য অস্ত্র তৈরির বিষয়ে এসব কথা খুব কার্যকরভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনেক সংকট আর সংকটের মূল থেকে দূরে সরাতে পারছে। মুখে মানবাধিকার, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও ন্যায্যতার কথা বলে ইইউ মূলত একটি নিও লিবারেল প্রতিষ্ঠান। তারা ধনীদের আরও ধনী হওয়ার অধিকার নিয়েই বেশি ব্যস্ত। সাধারণ নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও বিকাশ ইইউর উদ্বেগের বিষয় নয়। এ কারণে ইউরোপজুড়ে কল্যাণরাষ্ট্র পিছু হটছে।

● **সান্তিয়াগো জাবালা**, দর্শনের অধ্যাপক, ফ্যাবরা বিশ্ববিদ্যালয়, স্পেন
● **ক্লদিও গ্যালো**, *লা স্ট্যাম্পা* পত্রিকার সাবেক বৈদেশিক ডেস্কের সম্পাদক এবং লন্ডন সংবাদদাতা

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

“ মুখে যে যা-ই বলুক না কেন, ভেতরে সবাই সংস্কার চায়। এ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস, প্রধান উপদেষ্টা, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, *প্রথম আলোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে*

জেলে না গিয়ে বঙ্গভবনে শপথ নিলাম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কী দাঁড়াল। তখন সে আমাকে জানাল, ঠিক আছে স্যার, কাল আপনাকে জানাব। পরদিন আবার সে ফোন করল। সে জানাল, স্যার, উপায় নেই। আপনাকেই আসতে হবে। আপনাকে দায়িত্ব নিতে হবে। অবিলম্বে আসতে হবে।

আমি তখন জানালাম, আমি তো এখন হাসপাতালে। আমি তো অত তাড়াতাড়ি আসতে পারছি না। আমি ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করে দেখি, কী বলেন উনি। তবে তোমরা যখন এত প্রাণ দিয়েছ এবং বলছ যে আমাকে দায়িত্ব নিতে হবে, যতই আমার আপত্তি থাকুক, আমি এ ব্যাপারে সম্মতি দিলাম। তবে আমি ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করে বলতে পারব, আমি কখন আসতে পারব। সে বলল, না স্যার, আপনাকে তাড়াতাড়ি আসতে হবে। আমি হাসপাতালে ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করলাম। ডাক্তার বললেন, আপনার তো আগামী দিনও হাসপাতালে থাকার কথা। আমরা চেষ্টা করি আপনাকে আগামীকাল ছেড়ে দিতে পারি কি না। পরদিন সকালে ওঠার পর ডাক্তার বললেন যে আপনি চাইলে চলে যেতে পারেন। ডাক্তার ছেড়ে দিলেন। আমি দেশে চলে এলাম।

প্রথম আলো : এই সিদ্ধান্ত তো আপনি নিলেন। ছাত্রনেতারা ছাড়া বাইরের আর কারও সঙ্গে কি আপনার পরামর্শ করার সুযোগ হয়েছিল?
ড. ইউনূস : আর কে যে আছে, তা-ও তো আমি জানি না। আমার কিছু জানা ছিল না।

প্রথম আলো : ছাত্রনেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক...
ড. ইউনূস : এদের কারও সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক ছিল না। তারা কারা, ঢাকায় এসে তাদের চেহারা আমি দেখেছি। তাদের সঙ্গে কথা হলো। এয়ারপোর্টে তারা ছিল। তখন তাদের সঙ্গে পরিচয় হলো।

প্রথম আলো : আপনি দেশের একটা সংকটময় পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিয়েছিলেন, দুই মাস আগে। সময়টা ছিল যথেষ্ট ঘটনাবহুল। সময়টা কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?
ড. ইউনূস : একেবারে দ্রুতগতিতে সবকিছু ঘটেছে। আমি ফিরে এলাম। সেদিন রাতেই শপথ গ্রহণ করলাম। সব ওলট-পালট। দেশে ফিরে এসে কোথায় জেলে যাব, এখন অন্য দিকে চলে গেলাম! কী করতে হবে? এরা কারা? শপথ গ্রহণে কারা কারা থাকবে? সবকিছুই নতুন! সবকিছু ভিন্ন পরিস্থিতি। তবু মনে করলাম দায়িত্ব যখন তারা নিতে বলেছে, আমি রাজি হয়েছি, কাজেই আমি সে দায়িত্ব পালন করব। এভাবেই একটা অপরিচিত জগতের মধ্যে অপরিচিত সঙ্গী নিয়ে আমার যাত্রা শুরু হলো।

প্রথম আলো : আপনি ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন। এরপর আপনার কখনো বঙ্গভবনে, গণভবনে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। নাকি গিয়েছেন?
ড. ইউনূস : আমি গিয়েছি যদ্দিন আওয়ামী লীগের বাইরের সরকার ছিল, তারা আমাকে আমন্ত্রণ করেছে। আওয়ামী লীগের প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেও আমি দাওয়াত পেয়েছিলাম এবং সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম।

প্রথম আলো : এবার আপনি আবার জাতিসংঘ অধিবেশনেও যোগ দিয়ে এলেন। সব প্রথা ভেঙে জো বাইডেনের সঙ্গে আপনার বৈঠক হলো। তারপর বিল ক্লিনটন। এর বাইরেও আরও অনেক রাষ্ট্রনেতা। বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করলেন। আমরা দেখলাম, অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনা বাংলাদেশের পরিবর্তনে এবং সেটা আপনাকে কেন্দ্র করে। আপনার উপস্থিতি, আপনার পরিচিতি অনেক কাজে লেগেছে। অনেক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। অনেক অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন। সব মিলিয়ে কেমন প্রতিক্রিয়া পেলেন নতুন বাংলাদেশ নিয়ে?
ড. ইউনূস : একটা হলো, তাদের সবার মনে উৎসাহ জেগেছে। উৎসাহ জেগেছে যে এই দেশটা আবার নতুন করে দাঁড়াতে পারবে। দেশের যে গতিপ্রকৃতি তারা দেখছিল, তাতে তারা উৎসাহ বোধ করছিল না। এই পরিবর্তনের ফলে এবং আমাকে সামনে পেয়ে এদের অনেকেই খুব উৎসাহ বোধ করেছে। এদের অনেকেই ছিল আমার পরিচিত মুখ ও বন্ধু, যাদের সঙ্গে আমার আগে থেকে ঘনিষ্ঠতা ছিল। কাজেই আমাকে কাছে পেয়ে তারা খুব উৎসাহ বোধ করেছে। এবং সেই উৎসাহ তারা নানাভাবে প্রকাশ করেছে।

আমরা আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেছি। কিন্তু আনুষ্ঠানিক বৈঠক বন্ধুদের বৈঠকে পরিণত হয়েছে। আলাপ হয়েছে, কী দরকার তোমরা বলো, সেভাবে আমরা ব্যবস্থা নেব। সত্যি সত্যি তারা তাদের লোকজন নিয়ে এসেছে। অফিসারদের অনেকে আমাকে চেনে, যেহেতু নানা কাজে নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। সেভাবেই তারা গ্রহণ করেছে এবং খুব উৎসাহসহকারে করেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা কী দরকার আমাদের। আমিও একেবারে পরিষ্কারভাবে বলেছি যে অতীতের মতো করে দেখলে হবে না। নতুন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং নতুন ভঙ্গিতে চিন্তা করতে হবে। আগের ক্যালকুলেশন বাদ দিতে হবে। অনেক বড় স্তরের ক্যালকুলেশন দিতে হবে। আমরা বড় জাম্পে যেতে চাই। এবং আগে অনেক শর্ত দিয়ে যেভাবে রাখছিল, সেভাবে না। যার সঙ্গেই আলাপ হচ্ছিল, এই একটা বিষয়ে জোর দিচ্ছিলাম। তারাও অ্যাপ্রিশিয়েট করছিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন তো ওখান থেকে ফোন করে নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছিল, ওইটা করে দাও।

আমরা কথা বলছি আর ফাঁকে ফাঁকে নির্দেশও চলে যাচ্ছে। তো খুব উৎসাহ বোধ করলাম। আমি বললাম, শুধু টাকার অঙ্ক বাড়ালে হবে না, এটার যে গতি...আমরা এখানে চুক্তি সই করলাম, ওই টাকা আসতে আসতে বহু বছর লেগে যায়, শেষ পর্যন্ত ওটা কাজে লাগে না। আমি বলেছি, আমাদের দ্রুতগতিতে দরকার। এই পরিবর্তনে আশু পরিবর্তন দরকার। কাজেই সব রকমের আয়োজনের যে ব্যবস্থা তোমাদের আছে, তা সংক্ষিপ্ত করে আমরা যাতে কাজে লেগে যেতে পারি, সেটা তাৎক্ষণিকভাবে করো। সবাই অ্যাপ্রিশিয়েট করে বলল : আমরা বিষয়টা বুঝেছি। দ্রুতগতিতে যাতে হয়, আমরা সেটার ব্যবস্থা করব।

প্রথম আলো : তারা দ্রুতগতিতে করল। আপনাকেও তো সবাইকে নিয়ে দেশে কিছু করার বিষয়টি দেখতে হবে। সে জন্য সংস্কারের যে উদ্যোগগুলো আপনি নিয়েছেন, সেগুলো জরুরি।
ড. ইউনূস : অবশ্যই। আমাদের জোর ছিল সংস্কারে। আমাদের যদি সংস্কার করতে হয়, দ্রুতগতিতে করতে হবে। ধীরে-সুস্থে সংস্কার করার সুযোগ আমাদের নেই। কাজেই সেই সংস্কারগুলো আমাদের এখন থেকে শুরু করতে হবে। একটা বিধ্বস্ত কাঠামোর ওপর আমরা শুরু করেছি।

প্রথম আলো : আমি এখানটায় আসছিলাম। আপনি তো বাইরে থেকে সরকারের ভেতরটা অতটা জানতেন না। সাধারণভাবে জানতেন অন্যায়, অবিচার, রাজনীতিকরণ, দুর্নীতি ইত্যাদি। তো আপনি এসে কী দেখলেন? কী পেলেন?
ড. ইউনূস : ভাঙা হাট। কোনো জিনিস ফাংশন করে না। একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্রাকচার আছে, এক ব্যক্তিপূজার জন্য যা যা লাগে, সে ব্যবস্থাগুলো আছে। ওনার হুকুমে কী কী হয়, ওনার ইচ্ছাপূরণের জন্য সব ব্যবস্থা। রাষ্ট্রের ইচ্ছাপূরণের জন্য তাদের কোনো ব্যস্ততা নেই। কাজেই এ রকম একটা ভাঙাচোরা জনপ্রশাসন নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু করতে হয়েছে।

প্রথম আলো : আপনাদের যাত্রা তো অনেক কঠিন...।
ড. ইউনূস : অত্যন্ত কঠিন।

প্রথম আলো : আপনি আসার আগে এতটা বুঝেছেন কি?
ড. ইউনূস : ভেতরে ঢুকে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল। আগে আবছা আবছা বুঝতাম যে এটা এ রকম। কিন্তু এটা যে এত ভাঙা, তা বাইরে থেকে বোঝা মুশকিল। নির্দেশ কী উদ্দেশ্যে দিয়েছিল, কী করেছিল এবং টাকাটা কীভাবে খরচ হয়েছিল, চুক্তিটা কেন হয়েছিল, নানা রকম বিষয়। কাজেই টাকার বণ্টন কীভাবে হয়েছিল? সবকিছুর উদ্দেশ্য ছিল, যে যেখানে পারো নিয়ে নাও, এই হলো সুযোগ। এভাবেই চলেছে। সেই পরিস্থিতি থেকে নিয়মশৃঙ্খলায় আসা, আমাদের তো আর কোনো রাস্তা নেই। কাজেই এটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে আসা খুব কঠিন কাজ।

প্রথম আলো : কাজটা কঠিন আবার সময়সাপেক্ষ। গত ৮ আগস্ট বিমানবন্দরে নেমেই বলেছিলেন, আপনার প্রথম কাজ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা। পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করা। এ ক্ষেত্রে আপনারা কতটুকু সফল হলেন?
ড. ইউনূস : চেষ্টা করছি। এখনো সফল হইনি। এখনো তো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। নানা রকম ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যার মধ্যে যেতে চাই না। কিন্তু এখনো উন্নতি হয়নি। কিঞ্চিৎ হয়েছে হয়তো। কিন্তু যে পর্যায়ে আসার কথা, সেই লেভেলে হয়নি। কাজেই আমাদের সার্বিক চেষ্টা হবে, ওটাকে আগে স্থির করা। এটা প্রথম কাজ। এটা না করলে তো বাকি জিনিস করতে পারছি না।

প্রথম আলো : অবশ্য কাজটা এত সহজও নয়। পুলিশ বাহিনী ভেঙে পড়েছে। এখন মানুষকে আশ্বস্ত করবেন কী দিয়ে? আপনি কি প্রশাসন থেকে সহযোগিতা পাচ্ছেন?
ড. ইউনূস : ওপর থেকে তো সব সহযোগিতা আছে। কিন্তু গুঞ্জন শুনি, এখানে গোপনে বসে আছে। আমরা এগুলোকে গুরুত্ব দিচ্ছি না। এগুলো শুনলে কিন্তু কোনো কাজ করা যাবে না। যেভাবে আছে, সেভাবেই আমরা চলছি। যেহেতু পুলিশের পুরোপুরি সার্ভিসটা আমরা পাচ্ছিলাম না, সে জন্য আমরা সেনাবাহিনীকে অনুরোধ করেছি, তারা যেন এগিয়ে আসে। তারা এগিয়ে এল। তারপর বলল, আমাদের তো কাজ করার কোনো সুযোগ নেই। এ জন্য তাদের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেওয়ার প্রসঙ্গটি উঠল। আমরাও রাজি হলাম। প্রাথমিকভাবে তাদের ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দুই মাসের জন্য দিলাম। যাতে করে তারা মাঠে নামতে পারে।

প্রথম আলো : দুই মাস সময়টা কি আপনি যথেষ্ট মনে করছেন?
ড. ইউনূস : আমরা মনে করলাম, প্রথম দুই মাস দিয়ে দেখি। যদি মনে হয় কাজ হচ্ছে, দরকার হলে এক্সটেনশন হবে। আশা করি, তারাও সম্মত হবে। এটা নিয়ে আমরা অগ্রসর হতে চাইছি। তবে দুই মাস পরীক্ষামূলক বিষয়। নানা রকমের দুশ্চিন্তাও আসে। এটাতে ক্ষমতার অপব্যবহার হয় কি না। একজন না বুঝে ক্ষমতার একটা অপব্যবহার করে ফেলল, তাহলে তো সেনাবাহিনীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সেনাবাহিনীর একজন সদস্য, একজন অফিসার যদি তা করে, এটার দুর্নাম সেনাবাহিনীর ওপর আসবে। আমাদের ওপরও আসবে, কেন আপনি এটা দিলেন। আমরা সেটাও দেখতে চাইছি, তারাও সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করছে। যাতে কোনো অঘটন না ঘটে।

প্রথম আলো : আপনি বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করছেন। কাজের যা অগ্রগতি, তাতে কি আপনি সন্তুষ্ট?
ড. ইউনূস : এটা নির্ভর করে আপনি কী এক্সপেক্ট করেন। সরকার একটা মহা-ইঞ্জিন। এই মহা-ইঞ্জিন আমরা চালু করার চেষ্টা করছি। প্রথমে আমরা ফার্স্ট গিয়ার দিয়ে চেষ্টা করছি, নাড়ানো যায় কি না। এটা নড়লে আমরা সেকেন্ড গিয়ার, থার্ড গিয়ারের দিকে যাব। এটা হলো বিষয়। আমরা এক ধাপে থার্ড গিয়ারে চলে গেলাম, ফুল স্পিডে চলে গেলাম, এটা সম্ভব না। কাজেই ওই গতিটা আমাদের অ্যাডজাস্ট করতে হবে। তারপর যেন পুরো স্পিডে যেতে পারি। এটা কিন্তু বেশি সময় দিলে তা-ও হচ্ছে না। আমাদের তো কাজের মধ্যে নামতে হবে। কাজ তো অনেক, অফুরন্ত কাজ আছে।

প্রথম আলো : আপনি যে গতির কথা বললেন, মানুষের একটা আকাঙ্ক্ষা যে দৃশ্যমান উদ্যোগ, গতি যেন তারা দেখতে পায়, বুঝতে পারে। এ রকম একটা অবস্থা। এসব নিয়ে মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে।
ড. ইউনূস : আমাদেরও মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে। যেটা হচ্ছে তাতে আমরাও তো খুব খুশি না। এটা ঠক্কর ঠক্কর করে চলা তো কারও ইচ্ছা না। দেখেন যত দ্রুত আমরা চালু করে ফেলতে পারি, অগ্রসর হতে পারি নরমাল স্পিডে, সেটাই আমাদের চেষ্টা।

প্রথম আলো : এটাও তো বাস্তবতা যে এত পুঞ্জীভূত সমস্যার দ্রুত সমাধান করে ফেলা সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষ তারপরও দেখতে চায় যে আপনারা চেষ্টা করছেন।
ড. ইউনূস : কিছু ভালো হচ্ছে। যেমন সবাই বলছেন ব্যাংকিং সেক্টরে কিছু ভালো হচ্ছে। আবার এদিকে বলে যে পুঁজিবাজারে গোলমাল হচ্ছে। কাজেই একটা ভালো হয় তো আরেকটা খারাপ হয়। একটা শুধরে আসি তো আরেকটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্য থেকে আমাদের আসল কাজগুলো করে ফেলতে হবে। আমাদের নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে সবকিছু। নিয়মটা যেন আমরা পালন করতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অচল ছিল, সেগুলো সচল করা ছাত্রদের নিয়ে আসা, ভিসি নিয়োগ করা। অফুরন্ত কাজ। কাজের কোনো শেষ নেই। যেদিকে দেখবেন, এগুলো খালি। অনেক বড় কাজ। এর মধ্যেই গতি সঞ্চার করা। একটা হলো কাজটা শুরু করা।

প্রথম আলো : আপনার এই বড় মেশিনে কাজ চালু করার জন্য আরও কোনো উদ্যোগ নেবেন। নতুন কোনো সদস্য উপদেষ্টা পরিষদে যোগ করবেন? আরও কিছু কমিশন করবেন?
ড. ইউনূস : কমিশনটা আমি অন্যভাবে দেখছি। যন্ত্রটার কথা বলি। যন্ত্রটা চালু করার জন্য মাঝেমধ্যে আলাপ হয়েছে যে আরও কয়েকজন সদস্য নিলে ভালো হয়। এ ব্যাপারে পাকা কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। বিষয়টা খোলা আছে। এ অবস্থাতেই আমরা আছি। তবে আমরা উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যসংখ্যা খুব একটা বাড়াতেও চাই না। এতেও একটা বড় রকমের সমস্যার সৃষ্টি হয়।

প্রথম আলো : আপনি জানেন যে বিগত সরকারগুলোর আমলে মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা ৬০-৭০ ছিল...
ড. ইউনূস : আমরা ওই ধরনের চিন্তা করছি না। আমরা খুব ছোটখাটো আকারে যেতে চাইছি। দেখা যাক আমরা কত দূর পারি। সমস্যা হলো কি, টিম যত বড় হয়, তাতে ইশারা এবং একজনের সঙ্গে অন্যজনের সংগতিপূর্ণ কাজ করাটা মুশকিলের হয়ে যায়। ছোট টিমেও সমস্যা। নতুনভাবে এসেছে। সবাই সবার পরিচিত নয়। কাজেই টিম গঠন করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, সেটা দ্রুত করতে পারি না। চেষ্টার কমতি নেই। কিন্তু সফল হয়েছি, এ কথা বলার সময় আসেনি।

প্রথম আলো : শিক্ষার্থীদের সমন্বয়কদের সরকার পরিচালনার অংশ করেছেন। তাঁরা উপদেষ্টা পরিষদেও আছেন। এটা একেবারেই নতুন এক অধ্যায়। আপনার অভিজ্ঞতা কেমন?
ড. ইউনূস : একটা হলো আমার অভিজ্ঞতা। একটা হলো আমার ধারণা। আমি বরাবরই বলে এসেছি যে তরুণদের হাতে পৃথিবী ছেড়ে দেওয়া দরকার। তারা আরেক জগতের মানুষ। আমরা তাদের আটকে রেখেছি। আমরা যারা বয়স্ক, তারা পুরোনো চিন্তা, পুরোনো ধারণা, পুরোনো কাঠামো নিয়ে তাদের আটকে রেখেছি। নতুনেরা তাদের নতুন ধারণা, নতুন চিন্তা, নতুন কাঠামো নিয়ে অগ্রসর হবে। এ পথ ছেড়ে দিতে হবে। কাজেই আমরা বলছি যে যত তাড়াতাড়ি পারি সব দায়িত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া। আমাদের দায়িত্ব বাহবা দেওয়া। এটা আমার বক্তব্য ছিল। এখানে এসে সেই সুযোগ পেলাম। ওরা রাজি আমিও রাজি যে ঠিক আছে, আমরা কাজটা করি। যাঁরা উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আছেন, তাঁদের চেয়ে এই ছাত্র দুজন কোনো অংশে কম কেউ বলতে পারবেন না। শুধু আমাদের উপদেষ্টামণ্ডলীর মধ্যে না, অতীতেরও উপদেষ্টামণ্ডলীর সঙ্গে যদি তুলনা করেন, কেউ বলতে পারবে না, এঁরা তাঁদের চেয়ে দুর্বল। তাঁরা অনেক সজাগ, সতর্ক। অনেক চিন্তাভাবনা করে কাজ করছেন।

প্রথম আলো : এটাও তো আমাদের দেশের জন্য একটা নতুন ধারণা। '৫২, '৬২, '৬৯, '৯০—এই আন্দোলনগুলো মূলত ছাত্রদের নেতৃত্বেই হয়েছিল। কিন্তু পরে দেশ পরিচালনা বা এটাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ছাত্ররা সেই সুযোগটা পায়নি। কাজেই এটা তো আমাদের জন্য একদমই নতুন।
ড. ইউনূস : আমাদের দেশের জন্য নতুন। অন্য দেশে তরুণদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অন্য দেশে তরুণেরা প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেছেন। ৩০-৩৫ বছরে প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট। কাজেই তরুণদের অবহেলা করার কোনো কারণ নেই।

প্রথম আলো : সেটা তো শুধু জুলাই-আগস্ট নয়, কয়েক বছর ধরে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেটা তারা প্রমাণ করেছে। নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনা নতুন ধরনের নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছে।
ড. ইউনূস : অবশ্যই।

প্রথম আলো : ১/১১-এর সরকারকে সেনাবাহিনীর সরকার বলা হয়ে থাকে। পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে সেনাবাহিনী ছিল, সামনে কয়েকজন ছিলেন বেসামরিক ব্যক্তি। এখন সেনাবাহিনী আপনার সঙ্গে আছে, উদ্যোগ নিয়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করছে। বিশেষ করে জুলাইয়ের শেষ দিনগুলো, আগস্টের প্রায় এক সপ্তাহ। মোটামুটি প্রক্রিয়াটাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা তাদের ছিল। এখন নির্বাচন পর্যন্ত সেনাবাহিনীর ভূমিকা আপনি কী দেখেন? কী চান? বা কী মনে করেন?
ড. ইউনূস : আমি যেটা মনে করি, সেনাবাহিনীও সেটা বোঝে। একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সেনাবাহিনীর যে ভূমিকা হওয়া উচিত, সে ভূমিকা পালন করবে। সেটা সরকারের যেসব নির্দেশ থাকবে, সেটা তারা পালন করে যাবে। সেটাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নমুনা। শুরুতেই যদি আমরা সেই ভূমিকাগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলি, তাহলে তো গণতন্ত্র আর এগিয়ে যেতে পারল না। এখানেই শেষ হয়ে গেল। তো সেখানে আমাদের আর থাকারই-বা দরকার কী! যেখানে গণতন্ত্র নেই, সেখানে আমাদের কোনো ভূমিকাও নেই।

প্রথম আলো : এবার কিন্তু আমরা ১/১১-এর চেয়ে অন্য রকম দেখি। সেনাবাহিনী সামনে আসছে না। এটা হয়তো আপনাদের প্রতি তাদের বিশ্বাস, আস্থা। এটাও একটা বড় কারণ। এ অবস্থা দেখতে চাই, এটা আমাদের কাম্য।
ড. ইউনূস : আমিও সে কথাই বলছি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সেনাবাহিনীর যে ভূমিকা হওয়া উচিত, সে ভূমিকাই তারা পালন করছে এবং করে যাবে।

প্রথম আলো : সেখানে আপনি তাদের সব সহযোগিতা পাচ্ছেন?
ড. ইউনূস : আমাদের তো এ পর্যন্ত কোনো কমপ্লেইন করার সুযোগ হয়নি। বরং আমি বাহবা দিয়ে এসেছি। বাহবা দিয়েছি এ জন্য যে পরিবর্তনটা হলো, সেনাবাহিনী যদি এগিয়ে না আসত, এটা তো রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যেতে পারত। কাজেই তারা এগিয়ে এসেছে। ঠান্ডা মাথায় কাজটা করেছে এবং ছাত্রদের সামনে রেখে। বলেনি যে তোমরা সরো, এবার আমরা নিয়ে নিলাম। বলেনি তারা।

প্রথম আলো : অনেক রক্তারক্তির মধ্যে তারা এসেছে। পরে এসে তারা এটাকে সামাল দিয়েছে। প্রক্রিয়াটাকে অগ্রসর করে দিয়েছে।
ড. ইউনূস : না হলে তো আরও রক্তারক্তি হতে পারত। যদি সেটা তারা সে সময় না করত; ভয়ংকর জিনিস হতো।

প্রথম আলো : বিশেষ করে ৩ আগস্ট তাদের একটা সভা হয়েছিল দরবার হলে। সেখানে প্রকাশ্যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, জনগণের বিরুদ্ধে তারা গুলি ছুড়বে না।
ড. ইউনূস : এটা মস্ত বড় একটা সিদ্ধান্ত।

প্রথম আলো : আমরা দেখছি যে আপনাদের কিছু কিছু সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়েছে। সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে এটা হয়, হওয়া উচিত। কমিটি গঠন, পুনর্গঠন, কোনো সিদ্ধান্ত—এতে মানুষের মধ্যে কিছু প্রতিক্রিয়া আছে। এতে করে সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ পায় কি না, সেটাও আলোচিত হয়। আবার কখনো মনে হয় সমন্বয়হীনতা। এ রকম কিছু সমস্যা কি আপনি দেখেন?
ড. ইউনূস : একেকজন একেকভাবে দেখতে পারে। আমি বলব, সরকারের একটা স্ট্রং পয়েন্ট। আমরা ভুল করলে শুধরে নিচ্ছি। আমরা গোঁয়ার্তুমি করে ধরে রাখলাম না। আমি সরকার বলে ফেলেছি, এটা আর পাল্টানো যাবে না, যা হওয়ার হবে। এ রকম তো আমরা করছি না। পরে আমরা দেখলাম, এভাবে না করে ওভাবে করলে ভালো হয়, পরে সেটা করে দিয়েছি। কাজেই আমি এটা সফলতা মনে করি। আমাদের এটা সবলতা মনে করি। আমাদের পুনর্চিন্তা করার শক্তি আছে। আমরা সরকার বলে একবার হুকুম দিলাম তো হুকুম, এটা আর উইথড্র করা যাবে না। এটা সবাইকে মেনে চলতে হবে—এ রকম গোঁয়ার্তুমি আর করতে চাই না। ভুল মনে করলে সংশোধন করছি। আরও ভালো করার চেষ্টা করছি। যেখানে যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে করছি, সেটা করছি।

প্রথম আলো : একটা বড় পরিবর্তন হয়ে গেল। সুযোগ আগেও এসেছিল। '৯০-এর এরশাদ পতন, কয়েকটা ভালো নির্বাচন, ২০০৭ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ইত্যাদি। তারপরও তো তেমন পরিবর্তন হয়নি। চরম স্বৈরতান্ত্রিক একটা সরকার পেলাম আমরা। আমরা তো শিক্ষা নিই না। এবার কি আমরা শিক্ষা নেব? আপনি কতটুকু আশাবাদী?
ড. ইউনূস : আমি এভাবে দেখি। মস্ত বড় একটা সুযোগ এসেছে আমাদের জাতির জীবনে। এ রকম সুযোগ অতীতের যত বর্ণনা দিলেন, কোনোটাতেই আসেনি। ছাত্ররা একটা সুন্দর বাক্য ব্যবহার করেছে এবং আমরা সবাই সেটা গ্রহণ করি। সেটা হলো সংস্কার। অতীতে আমরা সংস্কারের দিকে যাইনি। শুধু এক সরকার থেকে আরেক সরকারে চলে গিয়েছি। এবার সংস্কারের একটা বিষয় এসেছে এবং সেটাকে আমরা সামনে রেখেছি। এটাই হলো মুখ্য বিষয়।

এই অন্তর্বর্তী সরকারের বড় বিষয় হলো সংস্কার। নির্বাচন তো যেকোনো সময় যে কেউ দিতে পারে। আছে নিয়মমাফিক দিলাম, কেউ ভোট চুরি করল, দখল করলাম। হবে একটা কিছু। কিন্তু এবার হলো সংস্কার। সংস্কার মানে হলো অতীতে যা যা ঘটেছে, আমরা সেগুলোর পুনরাবৃত্তি হতে দেব না। এটার জন্য আমাদের বুদ্ধিতে যতটুকু কুলায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়তো হবে না, তবে কাছাকাছি যতটা যাওয়া যায়, সারা জাতিকে একত্র করে করতে হবে। গায়ের জোরে নয়। অন্তর্বর্তী সরকার বসে কিছু করবে না। সবাইকে নিয়ে করবে। আপনারা বলেন, কী হলে সে জিনিসগুলো ভবিষ্যতে হবে না, সে জিনিসগুলো দিন। আমরা সবাইকে বোঝাই, রাজনৈতিক দলগুলোকে বোঝাই, বলেন আপনারা কী কী সংস্কার করতে চান। এ সুযোগ কিন্তু আপনারা আর পাবেন না। নির্বাচিত সরকার এসে গেলে এ সুযোগ আর পাবেন না। সম্ভব হবে না। আইনতই সম্ভব হবে না। আমাদের দিয়ে সেটা করিয়ে নিতে পারেন। যেমন সংবিধান সংশোধন। পারবেন না। এটা আমাদের দিয়ে করিয়ে নিতে পারবেন। আপনাদের কাজটাই আমরা করে দেব। আমরা একটা খসড়া বানিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। কাজের সুবিধার জন্য। এটা ছিঁড়ে ফেলে দিন। আরেকটা বানিয়ে নিন, যাতে কাজটা হয়। আমাদের আরেকটা দিন। আপনাদের নিয়ে করি।

প্রথম আলো : এই সংস্কারের কাজে আপনার এক-দুই-তিন লক্ষ্য কী?
ড. ইউনূস : প্রথম হলো সংবিধান, মস্ত বড় বিষয়। সংবিধান সংশোধন করতে হবে। জুডিশিয়ারি সংশোধন করতে হবে। ছয়টা যে কমিশন করলাম, এর প্রতিটিই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আরও কমিশন নিয়ে আসছি। কয়েক দিনের মধ্যে এগুলো পেয়ে যাবেন। সেগুলো আসলে দেখবেন যে অনেকগুলো বিষয় আমরা দিচ্ছি। মনের মধ্যে অনেক কথা জমে আছে। লেখালেখি আপনারা অনেক করেছেন। শুধু একটা কাগজ সামনে রেখে সবাইকে একমত করে বলেন, কত দূর যেতে চান। আপনারা যেভাবে ঠিক করে দেবেন, আমাদের কাজ শুধু ফেসিলিটেট করা। এ সুযোগটা এখন আছে আমাদের কাছে। আপনারাই সুযোগ করে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আপনাদের সৃষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ সেটা আপনাদের জন্য করে দেবে।

প্রথম আলো : এখন চারপাশে যা দেখেন, এতে কি আপনি আশাবাদী? রাজনৈতিক দলসহ সবাইকে নিয়ে কমিশনের উদ্যোগে আপনারা কত দূর পর্যন্ত করে যেতে পারবেন?
ড. ইউনূস : আমি একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট আশাবাদী। কারণ, সবাই সংস্কার চায়। মুখে যে যা-ই বলুক না কেন, ভেতরে সবাই সংস্কার চায়। এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। আপনি পার হয়ে যাবেন, আপনার ছেলেমেয়ে আটকে যাবে। আপনার পরবর্তী বংশধর আটকে যাবে। এই গর্তের মধ্যে আবার পড়তে হবে। যেই গর্ত থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম। যেই ধ্বংসস্তূপ থেকে আমরা বের হয়ে এলাম, সেই ধ্বংসস্তূপ আবার সৃষ্টি হবে, যদি আমরা এটা সংশোধন করে না দিই। কাজেই সংশোধনের দায়িত্ব আপনাদের, আমরা শুধু ফেসিলিটেট করে যাচ্ছি।

(ঈষৎ সংক্ষেপিত)

প্রথম আলোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। **গত বুধবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে।** ছবি : প্রথম আলো

আগামীকাল সাক্ষাৎকারের শেষ পর্ব
সংস্কারের জন্য সবাই ঐক্যবদ্ধ হোন, এই সুযোগ আর আসবে না

জ্বালানি তেলের দাম আরও বেড়েছে | বিশ্ববাজারে গতকাল ব্রেন্ট ক্রুড জ্বালানি তেলের ব্যারেলপ্রতি দাম দশমিক ৬৭ শতাংশ বেড়ে ৭৮ দশমিক ১৪ ডলারে উঠেছে। বিবিসি

সংক্ষেপে

ইউরোমানির স্বীকৃতি পেল শান্তা ইক্যুইটি

এ বছর ইউরোমানি সিকিউরিটিজ হাউজেস অ্যাওয়ার্ডসে 'বেস্ট ফর ইক্যুইটিস ইন বাংলাদেশ' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে শান্তা ইক্যুইটি। দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং ইক্যুইটি বাজারের লেনদেনের সাফল্যের জন্য এই স্বীকৃতি পেয়েছে শীর্ষস্থানীয় মার্চেন্ট ব্যাংকটি। ইউরোমানি লন্ডনভিত্তিক অর্থ ও বাণিজ্যবিষয়ক একটি মাসিক ম্যাগাজিন। বিশ্বব্যাপী ব্যাংকিং ও পুঁজিবাজার নিয়ে সংবাদ পরিবেশন ছাড়াও প্রতিবছর তারা ইউরোমানি সিকিউরিটিজ হাউজেস অ্যাওয়ার্ডসের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাজার-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজকে সম্মানিত করে। শান্তা ইক্যুইটি ২০২২ সালের জানুয়ারিতে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি দেশের পুঁজিবাজারে নিজেদের শক্ত ভিত্তি তৈরি করেছে। ইউরোমানি অ্যাওয়ার্ড প্রসঙ্গে শান্তা ইক্যুইটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রুবায়েত-ই-ফেরদৌস বলেন, 'আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার স্বীকৃতি এই সম্মাননা।'
বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাষ্ট্রে কর্মসংস্থান বেড়েছে, বেকারত্ব কমেছে

বিদায়ী সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাশার চেয়েও বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে। এই মাসে দেশটিতে ২ লাখ ৫৪ হাজার নতুন নিয়োগ হয়েছে। পূর্বাভাস অনুসারে, সেপ্টেম্বর মাসে নতুন নিয়োগ হওয়ার কথা ছিল ১ লাখ ৪০ হাজার মানুষের। আগের মাস আগস্টে নিয়োগ হয়েছিল ১ লাখ ৫৯ হাজার। প্রত্যাশার চেয়ে বেশি কর্মসংস্থান হওয়ায় সেপ্টেম্বরে টানা দ্বিতীয় মাসের মতো বেকারত্ব কমেছে। বেকারত্বের হার আগস্টে ছিল ৪ দশমিক ২ শতাংশ, যা সেপ্টেম্বরে কমে ৪ দশমিক ১ শতাংশে নেমে এসেছে বলে জানায় মার্কিন শ্রম বিভাগ। খবর বিবিসি'র। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি নেমে এলেও বেকারত্বের হার নিয়ে একধরনের শঙ্কা ছিল। সেপ্টেম্বরে এই পরিসংখ্যানের বদৌলতে সেই শঙ্কা দূর হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, মার্কিন অর্থনীতি বেশ গতিশীল হয়ে উঠেছে। গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ নীতি সুদের হার কমিয়েছে।
অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

এস আলমের ভ্যাট ফাঁকি ৫০০০ কোটি টাকা

এনবিআরের তদন্ত প্রতিবেদন

নতুন করে এস আলমের ১০টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার ভ্যাট ফাঁকির তথ্য মিলেছে এনবিআরের অনুসন্ধানে।

জাহাঙ্গীর শাহ, *ঢাকা*

প্রতিষ্ঠান	পরিমাণ
এস আলম ভেজিটেবল অয়েল	১,৯১১
এস আলম সুপার এডিবল অয়েল	১,৬২০
এস আলম রিফাইন্ড সুগার	৭৫৫
এস আলম কোল্ড রি-রোলিং মিলস	২১৬
এস এস পাওয়ার	২০০
চেমন ইস্পাত	১৪৭
এস আলম স্টিলস	৫৬
এস আলম পাওয়ার প্লান্ট	২১.৫
এস আলম সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ	১০.৫
এস আলম প্রোপার্টিজ	৬
মাসুদ প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং	২
এস আলম ব্যাগ ম্যানুফ্যাকচারিং মিলস	০.৩১

সূত্র: এনবিআর

ব্যাংক দখলের জন্য দেশজুড়ে ব্যাপক সমালোচিত শিল্পগোষ্ঠী এস আলম গ্রুপের আরও ১০ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট ফাঁকির প্রমাণ পেয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। যার পরিমাণ ১ হাজার ৪১৪ কোটি টাকা। চট্টগ্রামের কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের তদন্তে ভ্যাট ফাঁকির এই তথ্য পাওয়া গেছে। গত সপ্তাহে প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

এস আলমের যেসব প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট ফাঁকির প্রমাণ মিলেছে, সেগুলো হলো এস আলম স্টিলস, চেমন ইস্পাত, এস আলম রিফাইন্ড সুগার, এস এস পাওয়ার, এস আলম পাওয়ার প্ল্যান্ট, এস আলম প্রোপার্টিজ, এস আলম কোল্ড রি-রোলিং মিলস, মাসুদ প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, এস আলম ব্যাগ ম্যানুফ্যাকচারিং মিলস, এস আলম সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ।

এ ছাড়া কয়েক মাসে একই ভ্যাট কমিশনারেট এই শিল্পগোষ্ঠীর অপর দুই প্রতিষ্ঠান এস আলম ভেজিটেবল অয়েল ও এস আলম সুপার এডিবল অয়েলের সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার ভ্যাট ফাঁকির প্রমাণ পেয়েছিল। বিষয়টি এখন আদালতে গড়িয়েছে।

সব মিলিয়ে এই পর্যন্ত এস আলম গ্রুপের ১২ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার ভ্যাট ফাঁকির তথ্য পেয়েছেন ভ্যাট কর্মকর্তারা।

ভ্যাট বিভাগের পাশাপাশি এস আলম গ্রুপের প্রধান সাইফুল আলমসহ তাঁর স্ত্রী, সন্তানসহ পরিবারের সদস্যদের আয়কর ফাঁকিরও তদন্ত চলছে। এ ছাড়া এস আলম গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আয়কর ফাঁকি দিয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশত্যাগ করেন। বিদায়ী সরকারের আমলে রাষ্ট্রীয় সুবিধাভোগীদের মধ্যে অন্যতম বড় শিল্পগোষ্ঠী ছিল এস আলম গ্রুপ। এস আলম ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে গত এক দশকে ব্যাংক দখল, অর্থ পাচারসহ ক্ষমতার অপব্যবহারের নানা অভিযোগ রয়েছে।

এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, আয়কর বা শুল্ক ফাঁকির চেয়ে ভ্যাট ফাঁকি বেশি গুরুতর অপরাধ। কারণ, ভ্যাট আদায় হয় ভোক্তার কাছ থেকে। ভ্যাট ফাঁকি দেওয়া মানে ভোক্তার টাকা নিয়ে সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়া। এর ফলে দুই ধরনের অপরাধ হয়েছে। প্রথমত সরকারি কোষাগারে প্রাপ্য রাজস্ব জমা পড়েনি। আবার ভোক্তার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে।

জাহিদ হোসেনের মতে, ভ্যাট ফাঁকিবাজ এসব প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। শুধু ফাঁকি দেওয়া ভ্যাট আদায় নয়; জরিমানাও হওয়া উচিত। আবার ভোক্তার সঙ্গে প্রতারণার জন্য জেলসহ অন্যান্য শাস্তিও হতে পারে।

কে কত ভ্যাট ফাঁকি দিল

গত ১৯ আগস্ট এস আলম শিল্পগোষ্ঠীর ১৮টি প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট ফাঁকির বিষয়টি তদন্ত করতে ২০ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত দল গঠন করে চট্টগ্রামের চট্টগ্রামের কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট। এস আলম গ্রুপের বেশির ভাগ শিল্পপ্রতিষ্ঠান এই কমিশনারেটের আওতাধীন। তদন্ত দলকে এক মাস সময় দেওয়া হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের গত পাঁচ বছরের বেচাকেনা ও উৎপাদনের ওপর নিরীক্ষা করা হয়।

প্রাথমিক তদন্ত শেষে ১০টি প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট ফাঁকির প্রমাণ পেয়েছেন তদন্ত দলের ভ্যাট কর্মকর্তারা। সবচেয়ে ভ্যাট ফাঁকি পাওয়া গেছে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানার ইছানগরে অবস্থিত এস আলম রিফাইন্ড সুগার লিমিটেডের। এই প্রতিষ্ঠান ৭৫৫ কোটি টাকার ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে আছে পটিয়ার শিকলবাহা এলাকার এস আলম কোল্ড রি-রোলিং মিলস। প্রতিষ্ঠানটির ফাঁকির পরিমাণ ২১৬ কোটি টাকা। এ ছাড়া বাঁশখালীর গন্ডামারার এস এস পাওয়ার ২০০ কোটি টাকা ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছে। এটি ১ হাজার ৩০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্র।

এ ছাড়া চেমন ইস্পাত ১৪৭ কোটি টাকা, এস আলম স্টিলস ৫৬ কোটি টাকা, এস আলম পাওয়ার প্লান্ট সাড়ে ২১ কোটি টাকা, এস আলম সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ সাড়ে ১০ কোটি টাকা, এস আলম প্রোপার্টিজ ৬ কোটি টাকা, মাসুদ প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং ২ কোটি টাকা এবং এস আলম ব্যাগ ম্যানুফ্যাকচারিং মিলস ৩১ লাখ টাকা ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানকে গত সপ্তাহে চট্টগ্রাম ভ্যাট কমিশনারেট থেকে কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তবে এখনো নোটিশের জবাব পাওয়া যায়নি বলে জানান ভ্যাট কর্মকর্তারা।

এস আলম স্টিল (ইউনিট-২), নিউ এস আলম শুজ অ্যান্ড বার্মিজ, অটোবোর্টস অটোমোবাইলস, প্লাটিনাম স্পিনিং মিলস, সাইনিং এসসেন্ট, গ্র্যান্ড স্পিনিং মিলস, ইনফিনিটি সি আর স্ট্রিপ ইন্ডাস্ট্রিজ, ওশান রিসোর্টসহ বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিষয়ে তদন্ত চলমান আছে।

এ বিষয়ে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের কমিশনার সৈয়দ মুসফিকুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, ভ্যাট ফাঁকি ধরতে চলমান স্বাভাবিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এস আলম গ্রুপের প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরীক্ষা করা হচ্ছে। কারও ভ্যাট ফাঁকি পাওয়া গেলে অবশ্যই তা আদায় করা হবে। প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুই প্রতিষ্ঠানের ফাঁকি ৩৫০০ কোটি টাকা

এর আগে গত জুন মাসে এস আলম গ্রুপের দুটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার ভ্যাট ফাঁকির প্রমাণ পান এনবিআরের ভ্যাট কর্মকর্তারা। এই দুটি প্রতিষ্ঠান হলো চট্টগ্রামের এস আলম ভেজিটেবল অয়েল ও এস আলম সুপার এডিবল অয়েল।

ভ্যাট বিভাগ সূত্রে জানা যায়, ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে পরের তিন বছর নিজেদের বিক্রির তথ্য গোপন করে প্রতিষ্ঠান দুটি। নিজেদের রিটার্নে কম বিক্রি দেখিয়ে তারা ভ্যাট ফাঁকি দেয়। আবার ভোজ্যতেল উৎপাদনের উপকরণ কেনায়ও ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছে। এর মধ্যে এস আলম ভেজিটেবল অয়েলের ভ্যাট ফাঁকির পরিমাণ ১ হাজার ৯১১ কোটি টাকা ও এস আলম সুপার এডিবল অয়েলের ১ হাজার ৬২০ কোটি টাকা। এ নিয়ে আদালতে মামলা চলছে।

এস আলমের কর ফাঁকির তদন্ত চলছে

নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের শীর্ষ ছয়টি শিল্পগোষ্ঠীর মালিকদের কর ফাঁকির তদন্ত শুরু করে এনবিআরের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি)। পাশাপাশি তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর কর ফাঁকিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে এরই মধ্যে এস আলম ও তাঁর পরিবারের সদস্য এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের তথ্যও চাওয়া হয়েছে।

দেখা গেছে, এস আলম শিল্পগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠান ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা ছয়টি ব্যাংকের হিসাবে জমা আছে (স্থিতি) ২৫ হাজার ৯৬৫ কোটি টাকা। ওই ছয়টি ব্যাংকের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক, কমার্স ব্যাংক, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংক—এই পাঁচটি ব্যাংকই এস আলম গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুদহারও এখন বাজারভিত্তিক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ব্যাংকের মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুদহারও এখন থেকে বাজারের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হবে। এত দিন সুদহার নির্ধারণের স্মার্ট (সিক্স মান্থস মুভিং অ্যাভারেজ রেট অব ট্রেজারি বিল) পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুদহার নির্ধারিত হতো। কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়ে দিয়েছে, পণ্যভেদে ঋণের সুদহারের ব্যবধানে সর্বোচ্চ ১ শতাংশ পার্থক্য রাখা যাবে। ছয় মাসে একবার সুদহার পুনর্নির্ধারণ করে বাজারভিত্তিক করা যাবে। ঋণ দেওয়ার সময়ই লিখিত থাকতে হবে ঋণ পরিবর্তনশীল, নাকি অপরিবর্তনশীল।

বাংলাদেশ ব্যাংক গতকাল রোববার এ নিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এর ফলে সুদের হার বাড়বে বলে জানিয়েছেন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা অনুসরণের মাধ্যমে ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ ও আমানতের সুদহার সম্পূর্ণরূপে বাজারভিত্তিক করার লক্ষ্যে স্মার্টভিত্তিক সুদহার ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এখন থেকে ঋণের চাহিদা ও ঋণযোগ্য তহবিলের জোগানের ভিত্তিতে ঋণ ও আমানতের সুদহার নির্ধারিত হবে। তবে বাজারভিত্তিক সুদহার নির্ধারণে কিছু নিয়ম মানতে হবে। যেমন ঋণের খাতভিত্তিক সুদহার ও আমানতের সুদহার ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ঝুঁকি বিবেচনায় গ্রাহকভেদে নির্ধারিত সীমার মধ্যে সুদের হারে ১ শতাংশ পর্যন্ত তারতম্য করা যাবে। ঘোষণার চেয়ে ঋণ ও আমানতে বেশি সুদ আরোপ করা যাবে না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরও জানায়, ঋণের মঞ্জুরিপত্রে সুদহারের ধরন অর্থাৎ তা অপরিবর্তনশীল বা পরিবর্তনশীল কি না, তা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ থাকতে হবে। পরিবর্তনশীল সুদহারের ক্ষেত্রে ঋণ বিতরণের ছয় মাসের মধ্যে মঞ্জুরিপত্রে নির্ধারিত সুদহার বাড়ানো যাবে না। পরবর্তী সময়ে প্রতি ছয় মাস অন্তর বাজারের অবস্থা অনুযায়ী সুদহার পুনর্নির্ধারণ করা যাবে। কোনো ঋণ অথবা ঋণের কিস্তি সম্পূর্ণ বা আংশিক মেয়াদোত্তীর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হলে যে সময়ের জন্য মেয়াদোত্তীর্ণ হবে, ওই কিস্তির ওপর নিয়মিত সুদহারের অতিরিক্ত সর্বোচ্চ দশমিক ৫০ শতাংশ দণ্ড সুদ আরোপ করা যাবে। তবে দণ্ড সুদ আরোপের ক্ষেত্রে গ্রাহক ভিত্তিতে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন নিতে হবে। ঘোষিত সুদহারের অতিরিক্ত কোনো সেবা মাশুল আদায় করা যাবে না।

জাল টানা বৃষ্টিতে আবারও টইটম্বুর খাল-বিল। তাই মাছ ধরার জালের পসরা সাজিয়ে বসেছেন এই ব্যবসায়ী। এ সময়ে জালের বিক্রি ভালো হয়। সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি হয় জাল। গতকাল রংপুর নগরের লালবাগ হাটে। ছবি : মঈনুল ইসলাম

এমডি-শূন্য ছয় সরকারি ব্যাংক

কার্যক্রমে স্থবিরতা

এমডি হওয়ার চেষ্টায় অবসরে যাওয়া এবং বর্তমান ডিএমডিদের অনেকের বিরুদ্ধে অর্থ পাচার ও বিভিন্ন ঋণখেলাপি গ্রুপের সঙ্গে সখ্যের অভিযোগ আছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

> সরকারি সব ব্যাংকের অবস্থা খারাপ। অগ্রণী ব্যাংককে আমি যেভাবে রেখে গিয়েছিলাম, সেই অবস্থায় নেই। এ জন্য এখন নেতৃত্ব দিতে পারে ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষ কাউকে সরকারি ব্যাংকটির এমডি হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে।
>
> **সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ**
> চেয়ারম্যান ও সাবেক এমডি, অগ্রণী ব্যাংক

রাষ্ট্রমালিকানাধীন ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংকে ১৫ দিনের বেশি সময় ধরে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (এমডি) পদ শূন্য। গত ১৯ সেপ্টেম্বর এসব ব্যাংকের এমডিদের একসঙ্গে সরিয়ে দেওয়া হয়। এতে ব্যাংকগুলোর সার্বিক কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে এসেছে। এমডি না থাকায় এসব ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যানরাও ভূমিকা রাখতে পারছেন না।

এদিকে এসব ব্যাংকের এমডি হতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন সরকারি ব্যাংকের অবসরে যাওয়া ও বর্তমান উপব্যবস্থাপনা পরিচালকদের (ডিএমডি) কেউ কেউ। তবে তাঁদের কারও কারও বিরুদ্ধে অর্থ পাচার ও বিভিন্ন ঋণখেলাপি গ্রুপের সঙ্গে সখ্যের অভিযোগ রয়েছে। এমডি-শূন্য থাকা ছয় সরকারি ব্যাংক হচ্ছে সোনালী, রূপালী, অগ্রণী, জনতা, বেসিক ব্যাংক ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (বিডিবিএল)।

জানা গেছে, এসব সরকারি ব্যাংকের মধ্যে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় আছে বেসিক ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ শেখ আবদুল হাই বাচ্চু ২০০৯-১৪ সালে বেসিক ব্যাংকের চেয়ারম্যান থাকাকালে নজিরবিহীন অর্থ লুটপাটের ঘটনা ঘটে। নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো সব জেনেও অনিয়ম ঠেকায়নি। ব্যাংকটির তখনকার এমডি কাজী ফখরুল ইসলামও ছিলেন এসবের সহযোগী। এটির ৬৫ শতাংশ ঋণ ইতিমধ্যে খেলাপি হয়ে পড়েছে, যার পরিমাণ ৮ হাজার ২৫৬ কোটি টাকা। বেসিক ব্যাংকের শেষ এমডি ছিলেন মো. আনিসুর রহমান।

চরম নাজুক অবস্থায় আছে জনতা ব্যাংক। সাবেক চেয়ারম্যান আবুল বারকাত এননটেক্স গ্রুপকে অর্থায়ন করে প্রথমে ব্যাংকটিকে বিপদে ফেলেন। তাঁকে পরের চেয়ারম্যানরাও অনুসরণ করে গেছেন। ২০২০ সালে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হলে বেক্সিমকো গ্রুপ ঋণ নিতে বেপরোয়া আচরণ শুরু করে। এর কর্ণধার সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। ফলে জনতা ব্যাংকে গ্রুপটির ঋণ বেড়ে দাঁড়ায় ২৫ হাজার কোটি টাকায়। ঋণের বড় অংশ ইতিমধ্যে খেলাপি হয়ে পড়েছে। গত জুনে ব্যাংকটিতে খেলাপি ঋণের হার দাঁড়ায় ৫২ দশমিক শতাংশ বা ৪৮ হাজার কোটি টাকায়, যা ইতিমধ্যে ৭০ শতাংশ ছাড়িয়েছে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া ব্যাংকটিতে এস আলম গ্রুপের ঋণ প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা। বিদায়ী এমডি মো. আবদুল জব্বার যোগ দেন ২০২৩ সালের এপ্রিলে।

সূত্র জানায়, ছয় ব্যাংকের এমডি হতে সাবেক ও বর্তমান কয়েকজন ডিএমডি দৌড়ঝাঁপ করছেন। তাঁদের অনেকেই আগে ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থায়নে ভূমিকা রেখেছেন। তাঁরা এখন নতুন রাজনৈতিক পরিচয়ে এমডি হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন বলে শোনা যায়।

অগ্রণী ব্যাংকে দীর্ঘ সময় অর্থনীতিবিদ জায়েদ বখত চেয়ারম্যান ও শামস উল ইসলাম এমডি ছিলেন। তাঁদের সময়ে দেওয়া ঋণ ইতিমধ্যে খেলাপি হয়ে পড়েছে। গত জুনে ব্যাংকটিতে খেলাপি ঋণের হার ৩০ শতাংশ ছাড়ায়, যা পরিমাণে ২১ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা। ব্যাংকটির শেষ এমডি ছিলেন মো. মুরশেদুল কবীর।

অগ্রণী ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যান ও সাবেক এমডি সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সরকারি সব ব্যাংকের অবস্থা খারাপ। অগ্রণী ব্যাংককে আমি যেভাবে রেখে গিয়েছিলাম, সে অবস্থায় নেই। এ জন্য এখন নেতৃত্ব দিতে পারে ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষ কাউকে সরকারি ব্যাংকটির এমডি হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে। তাঁকে অবশ্যই সৎ হতে হবে। এর আগে তাঁর কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ছিল কি না, তা-ও দেখতে হবে। দক্ষ বোর্ড ও এমডিরাই ব্যাংকগুলোকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পারেন।'

এদিকে হলমার্ক কেলেঙ্কারি থেকে সোনালী ব্যাংক যে শিক্ষা নিয়েছে, তা ব্যাংকটির আর্থিক ভিত্তি মজবুত করতে ভূমিকা রেখেছে। ফলে ব্যাংকটি বড় ঋণ বিতরণে না ঝুঁকে ট্রেজারি ব্যবসায় মনোযোগ দিয়েছে। ব্যাংকটির মোট ঋণের প্রায় ১৫ শতাংশ এখন খেলাপি, যা আগে হলমার্কসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের নামে গেছে। সম্প্রতি অপসারিত হন এ ব্যাংকের এমডি আফজাল করিম।

রূপালী ব্যাংকের ২৩ শতাংশ ঋণ খেলাপি হয়ে পড়েছে, যার পরিমাণ ১০ হাজার ৪৬৩ কোটি টাকা। এই ব্যাংকের শেষ এমডি ছিলেন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের একটি সূত্র জানায়, সরকারি ব্যাংকগুলোর পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা নতুন করে সাজানো হচ্ছে। এ জন্য ব্যাপক রদবদল চলছে। আলোচ্য ছয় ব্যাংকের এমডি হওয়ার যোগ্য এমন ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সরকারি ব্যাংকের বর্তমান ও অবসরে যাওয়া ডিএমডিদের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের দক্ষ ব্যাংকারদের নামও ভাবা হচ্ছে। কারণ, সরকারি খাতে ব্যাংক চালানোর মতো দক্ষ ও সৎ ডিএমডির ঘাটতি রয়েছে বলে মনে করা হয়।

কাঁচা মরিচের কেজি ৪০০ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সপ্তাহখানেক আগেও বাজারে ১৮০-২২০ টাকা কেজি কাঁচা মরিচ কেনা যেত। গত সপ্তাহজুড়ে টানা বৃষ্টির মধ্যে বাড়তে থাকে মরিচের দাম। গতকাল রোববার খুচরা বাজারে সর্বোচ্চ ৪০০ টাকা কেজি কাঁচা মরিচ বিক্রি হয়েছে। অন্যদিকে ফার্মের মুরগির একটি ডিমের দাম বেড়ে হয়েছে ১৫ টাকা।

শুধু মরিচ আর ডিম নয়, বাজারে সবজির দামও বেড়েছে। চলতি সপ্তাহে সবজির দাম কেজিতে ২০ থেকে ৬০ টাকা বেড়েছে। গতকাল রাজধানীর শেওড়াপাড়া, মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট ও টাউন হল বাজারের খুচরা বিক্রেতারা এসব তথ্য জানান।

বর্তমানে বাজারে আমদানি করা ও দেশীয়—উভয় ধরনের কাঁচা মরিচই বিক্রি হচ্ছে। গরম, বন্যা বা অতিবৃষ্টির কারণে গত তিন-চার মাসে বাজারে বেশ কয়েকবার কাঁচা মরিচের দাম ওঠানামা করেছে। তবে বেশির ভাগ সময় ১৫০-২০০ টাকার মধ্যে মরিচ বিক্রি হয়েছে। গত সপ্তাহেও মরিচ বিক্রি হয়েছে ১৮০-২২০ টাকা কেজি। এরপর ক্রমাগত দাম বাড়তে থাকে। সর্বশেষ শনিবার বাজারে কাঁচা মরিচের দাম বেড়ে ৫০০ টাকায় পৌঁছায়।

যদিও গতকাল কাঁচা মরিচের দাম কিছুটা কমেছে; কেজি বিক্রি হচ্ছে ৩৫০-৪০০ টাকায়।

বাজারে অন্যান্য সবজির দামও বেড়েছে। বেশির ভাগ সবজি ৮০-১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এক সপ্তাহ আগে বরবটি কেনা যেত ৮০-১২০ টাকা কেজি। গতকাল বাজারভেদে প্রতি কেজি বরবটি বিক্রি হয়েছে ১৪০-১৫০ টাকায়। বেগুনের কেজি ৬০ থেকে বেড়ে ১৬০-১৮০ টাকা হয়েছে। টমেটো, পটোল, ঝিঙে, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল, করলা, ঢ্যাঁড়স, লাউসহ প্রায় সব ধরনের সবজির দাম বেড়েছে।

বাজারে ফার্মের মুরগির বাদামি ডিমের দাম এখনো চড়া। গতকাল বড় বাজারগুলোয় এক ডজন বাদামি ডিম বিক্রি হয়েছে ১৭০-১৭৫ টাকায়। পাড়া-মহল্লায় এই দাম ১৮০ টাকা বা তারও বেশি। সেই হিসাবে প্রতিটি ডিমের দাম ১৫ টাকা। ফার্মের মুরগির সাদা ডিমের দামও একই রকম।

গতকাল সকালে রাজধানীর হাতিরপুল বাজারে সবজি কিনতে যান একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী মনোয়ার হোসেন। তিনি দোকান থেকে সাত ধরনের সবজি কেনেন। মোট ব্যয় হয় ৯১০ টাকা। অথচ ১৫ দিন আগেও এসব সবজি ৫০০ টাকার মধ্যে কেনা যেত বলে জানান তিনি।

মনোয়ার হোসেন বলেন, কয়েক দিনের ব্যবধানে সবজি কিনতে গিয়ে এত টাকা বেশি খরচ হলো।

ইসলামী ব্যাংকের দাম কমায় সূচকেরও বড় পতন বাজারে

শেয়ারবাজার

ঢাকার বাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স গতকাল ৮৪ পয়েন্ট কমেছে। এর মধ্যে ৪৪ পয়েন্টই কমেছে ইসলামী ব্যাংকের সর্বোচ্চ দরপতনে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে গতকাল রোববার আবারও বড় দরপতন হয়েছে শেয়ারবাজারে। তাতে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৮৪ পয়েন্ট বা দেড় শতাংশ কমে ৫ হাজার ৩৭৯ পয়েন্টে নেমে এসেছে। গত দুই মাসের মধ্যে এটিই ডিএসইএক্সের সর্বনিম্ন অবস্থান। অর্থাৎ দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এই সূচকটি সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে।

ঢাকার বাজারের প্রধান সূচকটি সর্বশেষ গত ৪ আগস্ট ৫ হাজার ২২৯ পয়েন্টের সর্বনিম্ন অবস্থানে ছিল। এরপর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের জেরে কয়েক দিনের বড় উত্থানে সূচকটি বেড়ে ৬ হাজার পয়েন্ট ছাড়িয়ে যায়। এরপর দেখা দেয় উত্থান-পতন, তাতে ডিএসইএক্স সূচকটি কমে আবারও দুই মাস আগের অবস্থানে ফিরেছে।

বাজার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তাৎক্ষণিকভাবে শেয়ারবাজারে যে গতি ফিরেছিল, সেই গতি আবারও স্তিমিত হয়ে পড়েছে। শেয়ারবাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থায় আবারও চিড় ধরেছে। যার কারণে ব্যক্তিশ্রেণি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের বাজারে অংশগ্রহণ কমে গেছে। তাতে শেয়ারের দরপতনের পাশাপাশি লেনদেনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গেছে। এ কারণে লেনদেন কমে ৪০০ কোটি টাকার নিচে নেমে এসেছে।

ব্রোকারেজ হাউস লংকাবাংলা সিকিউরিটিজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢাকার বাজারে গতকাল সূচকের বড় পতনের পেছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা ছিল ইসলামী ব্যাংকের। এদিন ব্যাংকটির শেয়ারের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ বা ৬ টাকা ১০ পয়সা দরপতনে ডিএসইএক্স সূচক কমেছে ৪৪ পয়েন্ট। অর্থাৎ গতকাল ডিএসইএক্সের অর্ধেকের বেশি কমেছে ইসলামী ব্যাংকের শেয়ারের দরপতনের কারণে। ইসলামী ব্যাংক ছাড়াও এদিন লেনদেন হওয়া বেশির ভাগ ব্যাংকের শেয়ারের দাম কমেছে। রোববার ডিএসইতে লেনদেন হওয়া ৩৬টি ব্যাংকের মধ্যে ২৩টিরই দাম কমেছে। দাম বেড়েছে ৪টির আর অপরিবর্তিত ছিল ৯টির।

ব্যাংকের পাশাপাশি ভালো মৌলভিত্তির অন্যান্য শেয়ারেরও দরপতন হয়েছে, যা সূচকের পতনে বড় ভূমিকা রেখেছে। লংকাবাংলা সিকিউরিটিজের তথ্য অনুযায়ী, স্কয়ার ফার্মার শেয়ারের ১ শতাংশ বা ২ টাকা ৪০ পয়সা দরপতনে ডিএসইএক্স সূচক কমেছে ৬ পয়েন্টের বেশি। আর সিমেন্ট খাতের বহুজাতিক কোম্পানি লাফার্জহোলসিমের শেয়ারের ৫ শতাংশ বা ৩ টাকা দরপতনে ডিএসইএক্স সূচক কমেছে ৬ পয়েন্ট। আর অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারের ৯ টাকা বা ৫ শতাংশের বেশি দরপতনে সূচক কমেছে ৫ পয়েন্ট। সব মিলিয়ে ইসলামী ব্যাংক, স্কয়ার ফার্মা, লাফার্জহোলসিম ও অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারের দরপতনে ডিএসইএক্স সূচক ৬১ পয়েন্ট কমেছে।

বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রাইম ব্যাংক সিকিউরিটিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মনিরুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, বিনিয়োগকারীদের বড় একটি অংশ এখন বাজারে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। দরপতন হতে থাকায় এসব বিনিয়োগকারী ধীরে চলো নীতি অনুসরণ করছেন। যার কারণে বাজারে ক্রেতাসংকট দেখা দিয়েছে। ক্রেতা না থাকায় বিক্রেতারা তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী শেয়ার বিক্রি করতে পারছেন না।

এ অবস্থায় দরপতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করছেন বিনিয়োগকারীদের একটি অংশ। বিক্ষুব্ধ বিনিয়োগকারীদের একটি দল গতকাল পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেছেন।

এদিকে ব্যাংক খাতসহ ভালো মৌলভিত্তির বেশির ভাগ শেয়ারের দরপতনে ঢাকার বাজারে এক দিনেই বাজার মূলধন কমেছে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকার। অর্থাৎ এদিন দরপতন হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ার ও ইউনিট সম্মিলিতভাবে সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা দর হারিয়েছে। ঢাকার বাজারে গতকাল দিন শেষে লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৩৬৮ কোটি টাকা, যা আগের দিনের চেয়ে ৫২ কোটি টাকা বেশি। এদিন ডিএসইতে লেনদেন হওয়া ৩৯২ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৮০টিরই দাম বেড়েছে, দাম কমেছে ১৫৬টির আর অপরিবর্তিত ছিল ৫৬টির দাম।

ভারতের শেয়ারবাজারে ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধের তাপ

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের শঙ্কায় ভারতের বৃহৎ করপোরেট গোষ্ঠীগুলো ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দুশ্চিন্তায় পড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিবদমান দেশ দুটিতে ভারতের ১৪টি কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য রয়েছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় শেয়ারবাজারে ইরান-ইসরায়েল সংঘাতের প্রভাব অনুভূত হচ্ছে। এই সংঘাত আরও তীব্র হলে ওই কোম্পানিগুলো বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা অনেক বিশেষজ্ঞের।

লেবাননে ইসরায়েলের হামলা এবং তার জেরে ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মধ্যপ্রাচ্যে এখন যুদ্ধের দামামা বাজছে। ইসরায়েল ও ইরান সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে গেলে এ দুই দেশে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যও স্বাভাবিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে বৈশ্বিক পণ্য পরিবহনও ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। খবর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের

ইরান-ইসরায়েলে ভারতের যেসব শিল্পগোষ্ঠীর বিনিয়োগ রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো আদানি গ্রুপের আদানি পোর্টস, ওষুধ কোম্পানি সান ফার্মা, গয়না প্রস্তুতকারী কল্যাণী জুয়েলার্স ও টাটা গোষ্ঠীর টাইটান। এ ছাড়া বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা উইপ্রো, টিসিএস ও টেক মাহিন্দ্রার বিপুল বিনিয়োগ আছে ইসরায়েলে। ইরান-ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় এসব কোম্পানির স্টকের দাম ২ থেকে ৩ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে।

ইসরায়েলের অন্যতম ব্যস্ত সমুদ্রবন্দর হাইফার বড় অংশীদারি আছে আদানি পোর্টসের। এ ছাড়া ইসরায়েলের ওষুধ কোম্পানি ট্যারো ফার্মাসিউটিক্যালসে সান ফার্মার বিনিয়োগ আছে; এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে শূন্য দশমিক ১৫ শতাংশ।

করপোরেট সংবাদ

পণ্যের মান বিষয়ে ভোক্তা অধিদপ্তরে সেমিনার

'মেড ইন বাংলাদেশ' ট্যাগযুক্ত পণ্যের মান নিয়ে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং স্কিনকেয়ার ও বিউটি প্রোডাক্টস উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতির যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকার কারওয়ান বাজারে ভোক্তা অধিদপ্তরের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে অতিথি ছিলেন ভোক্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক ও অর্থনীতিবিদ মুহম্মদ মাহবুব আলী। এ ছাড়া এফবিসিসিআই, আইবিএফবি, বিএসটিআই, রিমার্ক এলএলসি ইউএসএসহ খাতসংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা ও বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের ব্যবসা পর্যালোচনা সভা

সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক সম্প্রতি প্রধান কার্যালয়ে এক ব্যবসা পর্যালোচনা সভার আয়োজন করেছে। সভায় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্বে) মোহাম্মদ ফোরকানুল্লাহ, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল হান্নান খান, হেড অব এমডিএস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট মো. নাজমুস সাদাত, হেড অব আইসি অ্যান্ড সিডি আবুল আহসান মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, হেড অব টিএফ অ্যান্ড আরএমজি আবু রুশদ ইফতেখারুল হক, হেড অব এইচআরডি মো. শাহরিয়ার খান এবং হেড অব এফএডি মোহাম্মদ শোয়েব উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

১,৫৭৬টি আবেদন | তৃতীয়বারের মতো আয়োজিত এই আসরে আবেদন করেন ১,৫৭৬ জন উদ্যোক্তা। তাঁদের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হয় ৫ প্রতিষ্ঠানের ৬ উদ্যোক্তাকে।

সাধারণের মধ্যে থেকেও যাঁরা অসাধারণ, এমন এসএমই উদ্যোক্তাদের সম্মানিত করতে ২০২১ সালে চালু করা হয় আইডিএলসি-প্রথম আলো এসএমই পুরস্কার। ১ অক্টোবর ২০২৪, মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয় এই পুরস্কারের তৃতীয় আসর। এ বছর আইডিএলসি-প্রথম আলো এসএমই পুরস্কার পেয়েছেন পাঁচ প্রতিষ্ঠানের ছয়জন উদ্যোক্তা। কৃষি, প্রযুক্তি, উৎপাদন, রপ্তানি শিল্প ও নারী উদ্যোক্তা—এই পাঁচ শ্রেণিতে তাঁরা এ পুরস্কার পেয়েছেন। এ ছাড়া দুটি প্রতিষ্ঠানকে সম্মানজনক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

'আইডিএলসি-প্রথম আলো এসএমই পুরস্কার-২০২৩' অনুষ্ঠানে পুরস্কার ও সম্মানজনক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের সঙ্গে জুরিবোর্ডের সদস্যরা, আইডিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম জামাল উদ্দিন ও *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান, অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। গত মঙ্গলবার রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে। ছবি : প্রথম আলো

পড়তে পড়তে প্রযুক্তি উদ্যোক্তা

কৈশোরেই প্রথম ওয়েব ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে পরিচয় এম আসিফ রহমানের। তখন থেকে কম্পিউটারে গেম খেলার বদলে কিউবেসিক, প্যাসকেলসহ নানা বিষয়ে শিখতে শুরু করেন। ২০০১ সালে ঈশ্বরদী থেকে ঢাকার নটর ডেম কলেজে ভর্তির পর নতুন করে আরও অনেক কিছু জানার সুযোগ পান।

ব্লগিং ও প্রযুক্তি নিয়ে লেখালেখির আগ্রহ থেকে ইয়াহু জিওসিটিস ও পরে ব্লগার ডটকম দিয়ে নিজের একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেন। পরে আসিফ সফল প্রযুক্তি উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলেন। বর্তমানে বিশ্বের ৬০ লাখের বেশি ওয়েবসাইটে তাঁর প্রতিষ্ঠানের তৈরি ওয়ার্ডপ্রেস টুল ব্যবহৃত হয়।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে বিমানবাহিনীতে জিডি পাইলট হিসেবে বিএএতে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন আসিফ। তবে প্রশিক্ষণ শেষ না করেই ২০০৪ সালে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তার আগেই এ আর কমিউনিকেশনস নামে ডিজিটাল এজেন্সি শুরু করেন। এ ছাড়া ২০০৮ সালে শুরু করেন প্রযুক্তিবিষয়ক সংবাদভিত্তিক ওয়েবসাইট টেক জার্নাল।

২০১১-১২ সালে বন্ধুদের সঙ্গে মিলে ফেসবুকের আইপিওতে ১০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেন। শুধু ফেসবুক নয়, বেশ কিছু প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানেও বিনিয়োগ করেন। ২০১১ সালে ডব্লিউপিডেভেলপার নামে প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন আসিফ। ওয়ার্ডপ্রেসের প্লাগইন তৈরির এ প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ১৩০ জনের বেশি কর্মী রয়েছেন।

বাংলাদেশের প্রযুক্তি উদ্যোগের বিকাশের জন্য ২০০৮ সাল থেকেই বিভিন্নভাবে ভূমিকা রাখতে শুরু করেন আসিফ। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে বেশ কয়েকটি কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা তিনি। ডব্লিউপিডেভেলপার, ইজি ডট জবস, স্টোরওয়্যার, টেম্প্লেটলি ডটকম, এক্সক্লাউডসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিয়ে স্টারটাইজ নামে গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি।

উদ্যোক্তা: এম আসিফ রহমান
উদ্যোগ: এ আর কমিউনিকেশনস
ক্যাটাগরি: প্রযুক্তি

সৌন্দর্যসেবা ছড়িয়ে দিচ্ছেন দেশজুড়ে

সৌন্দর্যচর্চা কিংবা সাজগোজের জন্য বর্তমানে সৌন্দর্যসেবা কেন্দ্র বা বিউটি পারলার বেশ জনপ্রিয়। সারা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রায় সাড়ে তিন লাখ বিউটি পারলারে বিপুলসংখ্যক নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে। এসব বিউটি পারলারের জন্য দক্ষ নারী কর্মী গড়ে তোলায় অবদান রেখেছেন নাটোরের আফরোজা পারভীন।

বিউটি ও গ্রুমিং বিশেষজ্ঞ আফরোজা পারভীন ২০০৯ সালে রেড বিউটি স্টুডিও অ্যান্ড সেলুন প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১৭ সালে আদিত্য সোমের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেন বিউটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র উজ্জ্বলা। এ প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত ১১ হাজারের বেশি নারীকে সৌন্দর্যসেবা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করেছে।

এখানেই থেমে যাননি আফরোজা পারভীন; দেশীয় উপাদানের মাধ্যমে নানা সৌন্দর্যপণ্য তৈরি করতে 'উজ্জ্বলা কেয়ার' ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। কারখানা গড়ে তুলেছেন নাটোরে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেও এসব পণ্যের বাজারজাত করছেন তিনি।

আফরোজা পারভীনের জন্ম নাটোরে। নানাবাড়িতে। বাবা রফিকউদ্দিন ব্যবসায়ী, মা ফাতেমা বেগম গৃহিণী। দুই ভাই-বোনের মধ্যে বড় আফরোজা ছোটবেলায় ঢাকায় চলে আসেন। শৈশব থেকেই নিজের মতো করে কিছু একটা করতে চাইতেন আফরোজা পারভীন। বিয়ে, গায়েহলুদ ও জন্মদিনের মতো আয়োজনে ছোট আকারের কাজ দিয়ে শুরু করেন। এরপর ২০০৯ সালে একটি ভাড়া বাড়িতে রেড বিউটি স্টুডিওর যাত্রা শুরু হয়।

সৌন্দর্যসেবার প্রশিক্ষণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে আফরোজা পারভীন গড়ে তোলেন উজ্জ্বলা লিমিটেড। তাঁর এ উদ্যোগের সঙ্গে আছেন আদিত্য সোম। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রান্তিক নারীদের পেশাদার ও দক্ষ সৌন্দর্যসেবা কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে প্রতিষ্ঠানটি। উজ্জ্বলা এখন পর্যন্ত ১১ হাজারের বেশি নারীকে বিউটি প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করেছে বলে জানান আফরোজা পারভীন।

উদ্যোক্তা: আফরোজা পারভীন
উদ্যোগ: রেড বিউটি স্টুডিও অ্যান্ড সেলুন ও উজ্জ্বলা লিমিটেড
ক্যাটাগরি: নারী উদ্যোক্তা

ঐতিহ্যবাহী খাবারকে ফিরিয়েছেন শহরে

একসময় গ্রামীণ মেলার প্রধান অনুষঙ্গ ছিল মোয়ামুড়কি, নিমকির মতো মুখরোচক খাবার। শহরেও কমবেশি চলত। তবে সময়ের আবর্তে কমেছে এসব পণ্যের সরবরাহ। ঐতিহ্যবাহী এই মোয়ামুড়কি স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদভাবে আবার মানুষের মুখে মুখে ফেরানোর উদ্যোগ নেন মো. মোস্তফা কামাল।

আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন মুখরোচক খাবার তৈরি করছেন এই উদ্যোক্তা। মোস্তফা কামালের প্রতিষ্ঠানের নাম সেইফ ট্রেডিং করপোরেশন। তবে 'সতেজ' ব্র্যান্ড নামে পণ্য বাজারজাত হয়ে থাকে। নামেই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ক্রেতারা যেন কিছুটা ধারণা পান, সে জন্য এমন নামকরণ, বললেন মোস্তফা কামাল।

প্রায় ১৪ বছর আগে ব্যবসা শুরু করেন মোস্তফা কামাল। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের নাড়ু, নিমকি, মুরালি, মনাক্কা, মোয়াবার, চিড়া, ডাল, বাদামভাজাসহ প্রায় ৩৫ ধরনের খাদ্যপণ্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে উৎপাদন করা হয় সেইফ ট্রেডিংয়ের কারখানায়। পাশাপাশি এলাচি, দারুচিনিসহ বিভিন্ন ধরনের মসলাপণ্য মোড়কজাত করেও বিক্রি করেন তাঁরা।

পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে যন্ত্র প্রকৌশল বিষয়ে ডিপ্লোমা করেন মোস্তফা কামাল। পড়াশোনার পাট চুকিয়ে ২০০১ সালে প্রথমে গাজীপুরের সফিপুরে একটি পেপার ও হার্ডবোর্ড কারখানায় চাকরি নেন। এক বছর কাজ করার পর উত্তরায় একটি ঠিকাদারি কোম্পানির বিপণন বিভাগে যোগ দেন। নিজেই কিছু করবেন, এমন চিন্তাভাবনা থেকে ২০০৯ সালে চাকরি ছেড়ে দেন। ২০১০ সালে ৯২ হাজার টাকা ও ৩ জন কর্মী নিয়ে শুরু করেন ব্যবসা। এভাবেই তাঁর উদ্যোক্তাজীবনের শুরু।

প্রথমে টঙ্গীতে, পরে উত্তরায় নিজস্ব কারখানা গড়ে তোলেন। খাদ্যপণ্য তৈরির ব্যবসায় এখন পর্যন্ত প্রায় ৮৫ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছেন মোস্তফা কামাল। তিনি জানালেন, বর্তমানে মাসে গড়ে ৩৫ লাখ টাকার পণ্য বিক্রি হচ্ছে।

উদ্যোক্তা: মো. মোস্তফা কামাল
উদ্যোগ: সেইফ ট্রেডিং করপোরেশন
ক্যাটাগরি: উৎপাদনশিল্প

পাটপণ্য নিয়ে বিশ্ববাজারে

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিলের সকাল। সাভারের রানা প্লাজাধসের কথা শুনে উদ্ধারের জন্য ছুটে যান অসংখ্য তরুণ। সেই তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের কয়েকজন মিলে পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে অপরাজেয় নামে ছোট একটি কারখানা গড়ে তোলেন। সেই দলের সমন্বয়ক ছিলেন কাজী মো. মনির হোসেন।

রানা প্লাজাধসের উদ্ধারকাজ শেষে উদ্ধার সরঞ্জাম কেনার তহবিল থেকে বেঁচে যাওয়া ১ লাখ ৫ হাজার টাকা থেকে সামাজিক উদ্যোগ শুরু করেন কাজী মো. মনির হোসেন ও তাঁর বন্ধুরা। অপরাজেয় লিমিটেড নামে পাটের ব্যাগ তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন তাঁরা। ট্রাস্টের মাধ্যমেই পরিচালিত হয় এই প্রতিষ্ঠান।

নারীপক্ষ নামে একটি এনজিওর জন্য ৫০টি পাটের ব্যাগ তৈরির মাধ্যমে শুরু হয় অপরাজেয়র পথচলা। শুরুর মাত্র চার মাসের মধ্যে রপ্তানিও করেন তাঁরা। এরই মধ্যে বন্ধুদের নিয়ে গঠিত ট্রাস্ট তহবিল-সংকটে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৮ সালে ব্যক্তি বিনিয়োগে অপরাজেয় লিমিটেড নামে শতভাগ রপ্তানিমুখী পাটপণ্য ও হস্তশিল্প উৎপাদন কারখানা চালু করেন কাজী মো. মনির হোসেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান পাটের তৈরি ব্যাগ, হোগলাপাতা, শণের তৈরি বিভিন্ন পণ্য বিশ্বের ২৬টি দেশে রপ্তানি করছে। মনির বলেন, বর্তমানে দুটি উৎপাদন ইউনিটে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ২৪০। এর বাইরে বগুড়া, রংপুর, নোয়াখালীতে চুক্তি ভিত্তিতে কাজ করছেন অসংখ্য নারী।

বর্তমানে ইউরোপের নামকরা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জন্য পণ্য তৈরি করছে অপরাজেয়। দেশের বাজারে মানসম্পন্ন পাটপণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতের ঘাটতির কথা বিবেচনা করেন কাজী মো. মনির হোসেন ও তাঁর সহধর্মিণী মুনিয়া জামান। সেই ঘাটতি পূরণে মুনিয়া জামান ২০২১ সালে কালিন্দী নামে একটি দেশি ব্যাগের ব্র্যান্ড চালু করেন। কালিন্দীর সব পণ্য অপরাজেয় কারখানার অব্যবহৃত উপকরণ থেকে তৈরি হয়। কালিন্দী পপআপ স্টোর ও অনলাইন থেকে বর্তমানে মাসে দেড় হাজারের বেশি ব্যাগ বিক্রি হচ্ছে।

২০২৪ সালে হস্তশিল্পজাত পণ্য শ্রেণিতে কাজী মো. মনির হোসেন সিআইপি নির্বাচিত হয়েছেন।

উদ্যোক্তা: কাজী মো. মনির হোসেন, মুনিয়া জামান
উদ্যোগ: অপরাজেয় লিমিটেড
ক্যাটাগরি: রপ্তানিশিল্প

৯ হাজার টাকায় ব্যবসা শুরু

বাসাবাড়ির বারান্দা আর ছাদে ফুল, ফল ও সবজির পাশাপাশি ঢাকা শহরের অফিস-রেস্তোরাঁয়ও সৌন্দর্যবর্ধনের অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে উঠছে বিভিন্ন প্রজাতির গাছগাছালি। শহরের মানুষের মধ্যে সবুজায়নের এ আগ্রহের কারণে নার্সারি ব্যবসা বাড়ছে। অনলাইন মাধ্যমেও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ব্যবসাটি। দেশে এ মুহূর্তে অনলাইনভিত্তিক নার্সারি ব্যবসার অন্যতম জনপ্রিয় নাম স্কাইফ্লোরা।

তরুণ উদ্যোক্তা সাজিদ খানের হাতে গড়া এ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট থেকে বাগান করার জন্য গাছ থেকে শুরু করে সব উপকরণ পাওয়া যায়। তারা ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় বাগান করতে সহায়তা করে। এখন পর্যন্ত স্কাইফ্লোরা ৩১ হাজার ছাদবাগান ও বারান্দায় বাগানের কাজ করেছে। গাছের চাহিদা বুঝে জৈব সার উৎপাদন করা হচ্ছে স্কাইফ্লোরার নিজস্ব কারখানায়। তারা পরিবেশবান্ধব জিও ব্যাগও উৎপাদন করছে। গাছ ও বাগানসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ আছে স্কাইফ্লোরায়। প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে কাজ করছেন ৪৭ জন কর্মী।

২০১৫ সালে মাত্র ৯ হাজার টাকা নিয়ে স্কাইফ্লোরা শুরু করেন সাজিদ খান। শুরুতে মিরপুর থেকে পুরো ঢাকায় গাছপালা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন সাজিদ খান। এ জন্য ফেসবুক পেজের মাধ্যমে অনলাইনে কাজ শুরু করেন। সবুজায়নে মানুষকে আগ্রহী করে তুলতে সরকার প্রণোদনা দিচ্ছে। সব সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার বাড়ির মালিকেরা ছাদবাগান করলে হোল্ডিং ট্যাক্সের ওপর ১০ শতাংশ ছাড় পেয়ে থাকেন। যে কারণে বড় শহরসহ উপজেলা পর্যায়েও গাছের চাহিদা বাড়ছে। তাতে স্কাইফ্লোরার ব্যবসাও বাড়ছে। সাজিদ খান জানান, ২০১৫ সালে শুরুর দিকে তাঁদের বার্ষিক বিক্রি ছিল ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা। এখন তাঁরা ১০-১২ কোটি টাকার পণ্য ও সেবা বিক্রি করছেন।

উদ্যোক্তা: সাজিদ খান
উদ্যোগ: স্কাইফ্লোরা লিমিটেড
ক্যাটাগরি: কৃষি

একনজরে

চুক্তি স্বাক্ষর
৬ মার্চ ২০২৪ 'আইডিএলসি-প্রথম আলো এসএমই পুরস্কার ২০২৩'-এর সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ভার্চুয়ালি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
১২ মার্চ ২০২৪ ভার্চুয়ালি উদ্বোধনীর মাধ্যমে শুরু হয় এই আয়োজন।

মনোনয়নের ব্যাপ্তিকাল
১২ মার্চ থেকে ২০ মে ২০২৪ পর্যন্ত অনলাইন ও অফলাইনের মাধ্যমে মনোনয়ন জমা নেওয়া হয়।

মনোনয়নজমার তথ্য
অনলাইনে ও সরাসরি মোট মনোনয়ন জমা পড়েছে ১৫৭৬টি।

জুরিবোর্ডের সভা
২৭ জুন ২০২৪ প্রথম আলো কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মানজনক স্বীকৃতি

কম টাকায় অক্সিজেন সমস্যার সমাধান

করোনার সময় রোগীদের অক্সিজেন-সংকটের সংবাদ বগুড়ার প্রকৌশলী মো. মাহমুদুন্নবী বিপ্লবকে ভাবিয়ে তোলে। যেহেতু প্রকৌশলী হিসেবে যন্ত্রের অনেক কিছু জানেন, তাই কিছু একটা করার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। দেশের উত্তরের বগুড়ায় বিধিনিষেধের সময় দেশি প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অক্সিজেন কনসেনট্রেটর তৈরি করে ফেলেন মো. মাহমুদুন্নবী। এই অক্সিজেন কনসেনট্রেটরের মাধ্যমে ঘরের বাতাস থেকেই প্রতি ঘণ্টায় ৩০০ লিটার পর্যন্ত অক্সিজেন তৈরি করা যায়। একটি রেগুলেটরের মাধ্যমে মাত্র ৫ মিনিটের মধ্যে বিশুদ্ধ অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারে যন্ত্রটি। ৩০ কেজি ওজনের কম এই অক্সিজেন কনসেনট্রেটর যেকোনো হাসপাতালে ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়েছে। খরচ ৭০ হাজার টাকা। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য অক্সিজেন কনসেনট্রেটরটি বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদে (বিসিএসআইআর) গুণগত পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। মান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ব্যবহার করা যাবে এই কনসেনট্রেটর।

মাহমুদুন্নবী যন্ত্রটির নাম দিয়েছেন কে আর অক্সিজেন কনসেনট্রেটর। এই যন্ত্রে ৬০০ লিটার অক্সিজেন উৎপাদনে প্রতি ঘণ্টায় বিদ্যুৎ খরচ মাত্র তিন টাকার। শৈশব থেকেই সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কাজে মো. মাহমুদুন্নবীর বেশ আগ্রহ। স্কুল-কলেজে পড়াকালে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলে আগ্রহ বাড়ে। ১৯৯৪ সালে বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং (পাওয়ার) বিভাগ থেকে ডিপ্লোমা করেন তিনি। ১৯৯৬ সালে বগুড়া পলিটেকনিকে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন মাহমুদুন্নবী। ওই বছরই নিজে কিছু করার লক্ষ্যে কাঁকন রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং ওয়ার্কশপ গড়ে তোলেন।

এ ছাড়া বিদ্যুৎসাশ্রয়ী ডিসি ভেন্টিলেশন সিস্টেমও তৈরি করেছেন মাহমুদুন্নবী। শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের বিকল্প হিসেবে কাজ করতে পারে যন্ত্রটি। ৩৫ হাজার টাকা দামের এই যন্ত্রে প্রতি ঘণ্টায় ১৬ ওয়াট বিদ্যুৎ খরচ হয়। এই যন্ত্র দেশের বিভিন্ন মোবাইল টাওয়ারে ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করেন মাহমুদুন্নবী।

উদ্যোক্তা: মো. মাহমুদুন্নবী বিপ্লব
উদ্যোগ: কাঁকন রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং ওয়ার্কশপ

দৃষ্টিহীন আশিকুরের চোখ খুলে দেওয়ার উদ্যোগ

আর পাঁচটা শিশুর মতোই বেড়ে উঠছিলেন আশিকুর রহমান। কিন্তু অষ্টম শ্রেণিতে ওঠার পর সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। মাত্র ১৩ বছর বয়সে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হয়ে গেলেন আশিকুর। পৃথিবীটাকে নতুন করে অনুভব করতে শুরু করলেন আশিকুর। টের পেলেন, আগের মতো খেলার সুযোগ নেই। তবে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে সামনে এল, পড়াশোনা কীভাবে এগিয়ে নেবেন। কিন্তু আশিকুর এখানে থেমে যাননি। গড়ে তোলেন 'ইনোভেশন গ্যারেজ লিমিটেড' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রযুক্তি ব্যবহারে সাহায্য করতে ২০১৭ সালে গড়ে তোলা এই প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানে মোট বিনিয়োগ বর্তমানে ৭০ লাখ টাকা। প্রতি মাসে গড় বিক্রি ৬ লাখ ২৫ হাজার টাকা। প্রতিষ্ঠানটিতে কাজ করেন ১০ জন কর্মী।

ইনোভেশন গ্যারেজ মূলত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য 'প্রবেশগম্য প্রযুক্তি' (অ্যাকসেসেবল টেকনোলজি) ও 'সলিউশন' নিয়ে কাজ করে। যেসব প্রযুক্তি বাংলা ভাষায় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষের জন্য এখনো সহজলভ্য নয়, সেগুলো নিয়ে গবেষণা করার পাশাপাশি উদ্ভাবন ও বিপণন নিয়ে কাজ করে তারা।

মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ থেকে বাংলায় স্নাতক শেষ করে এনজিওতে চাকরি নেন আশিকুর। সেখানে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীসহ অন্যান্য শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিতেন তিনি। ২০১২ সালে একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন। পরের চার বছর বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কোথাও পরামর্শক, কোথাও অডিটর হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। ২০১৬ সালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্রযুক্তিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ার লক্ষ্যে তিনি পড়াশোনা শুরু করেন এবং ইনোভেশন গ্যারেজ গড়ে তোলেন।

দেশের আর্থসামাজিকভাবে দুর্বল প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য ইনোভেশন গ্যারেজ কাজ করছে।

উদ্যোক্তা: এ এস এম আশিকুর রহমান
উদ্যোগ: ইনোভেশন গ্যারেজ লিমিটেড

ছবিতে আয়োজন

আইডিএলসি-প্রথম আলো এসএমই পুরস্কার অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের একাংশ। গত মঙ্গলবার রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে।

জুরি বোর্ডের সদস্যদের হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিচ্ছেন আইডিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম জামাল উদ্দিন।

আইডিএলসির এসএমই থিম সংয়ের ওপর ইভান শাহরিয়ার সোহাগের পরিচালনায় নৃত্য পরিবেশন করে সোহাগ ড্যান্স ট্রুপ।

শর্মিলী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন 'নৃত্যনন্দন'এর শিল্পীরা।

পুরস্কার বিজয়ী ও সম্মানজনক স্বীকৃতি প্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের সফলতার পুরো গল্প পড়ুন- prothomalo.com/business

প্রতিটি শিশুর অধিকার
রক্ষা আমাদের অঙ্গীকার

বিশ্ব শিশু দিবস ২০২৪

৭ অক্টোবর

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২২ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ • ০৭ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব শিশু দিবস ২০২৪' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ শুভক্ষণে আমি বিশ্বের সকল শিশুর প্রতি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, স্নেহ ও ভালোবাসা।

শিশুরাই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কান্ডারি। সবার জন্য একটি টেকসই, মানবিক ও সুন্দর বিশ্ব গড়তে শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের বিকল্প নেই। শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশে তাদের মৌলিক অধিকার তথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের মধ্যে দেশপ্রেম ও মানবিক গুণাবলির উন্মেষ ঘটাতে হবে। শিশুরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠলে আগামী দিনে ইতিবাচক বিশ্ব গড়ে তোলা সহজ হবে। বিশ্বের সকল শিশুর অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি উপলব্ধি করে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়েছে। এ সনদের অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ শিশুদের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় 'শিশু আইন ১৯৭৪' এর ধারাবাহিকতায় দেশে শিশু অধিকার সংরক্ষণ ও শিশুর প্রতিভা বিকাশে সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনাসহ শিশু নির্যাতন বন্ধ বিশেষ করে কন্যাশিশুদের প্রতি বৈষম্য নিরসনে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা। সরকারের এ সকল পদক্ষেপ শিশুর শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রেক্ষিতে দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য 'প্রতিটি শিশুর অধিকার, রক্ষা আমাদের অঙ্গীকার' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি আশা করি, শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশে সরকারের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষ এগিয়ে আসবে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশু স্নেহ, মমতা ও নিরাপদে বিকশিত হোক- বিশ্ব শিশু দিবসে এটাই আমার প্রত্যাশা ।

আমি 'বিশ্ব শিশু দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

উপদেষ্টা
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

"বিশ্ব শিশু দিবস ২০২৪" উদ্‌যাপনের এই শুভক্ষণে বাংলাদেশ ও বিশ্বের সকল শিশুদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ।

আজকের শিশুরাই বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনের প্রধান কারিগর। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য শিশুর বেড়ে ওঠার স্বাভাবিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশ শিশুকে যোগ্য ও নেতৃত্বদানে সক্ষম করে তোলে। শিশুকে মানবিক ও দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বর্তমান সরকার অহর্নিশ কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্র হিসেবে শিশুদের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান শিশুদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। শিশুর দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সকল শিশুর সুরক্ষা এসকল কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। শিশু জন্ম পরবর্তী সময় সুন্দর ও সুস্থ হয়ে বেড়ে উঠা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব। বিশেষ করে কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা এবং তাদের শিক্ষিত ও দক্ষ জনগোষ্ঠী রূপে গড়ে তুলতে রাষ্ট্র নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করছে। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের উন্নয়নের দিকেও সরকারের সুদৃষ্টি রয়েছে। শিশুর জন্য সমঅধিকার ও সমসুযোগ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে জাতির সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাই এসব প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য। এক্ষেত্রে গ্রামের কন্যাশিশুদের এগিয়ে চলার পথে বড়ো বাধা বাল্যবিবাহ। কন্যাশিশুদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে সরকারের নানাবিধ পদক্ষেপ রয়েছে। তবে শুধু সরকারি পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়। শিশুকে মানবিক বাংলাদেশের রূপকার হিসেবে গড়ে তুলতে পিতা-মাতা, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রসহ সকলের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন অত্যন্ত জরুরি।

বিশ্ব শিশু দিবস ২০২৪ সাফল্যময় ও অর্থবহ হয়ে উঠুক। আমি প্রত্যাশা করি বাংলাদেশ ও বিশ্বের সকল শিশু সুস্থ, সুন্দর, সুরক্ষিত উপায়ে বেড়ে উঠুক। এই দিবস উদ্‌যাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ।

শারমীন এস মুরশিদ

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়। শিশুদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই পালিত হয় এ আন্তর্জাতিক কার্যক্রম। প্রতিবছরের মতো এ বছরেও বাংলাদেশে উদ্‌যাপিত হচ্ছে বিশ্ব শিশু দিবস। একইসাথে পালিত হয়েছে কন্যাশিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৪।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার সনদে অনুস্বাক্ষরকারী প্রথম ২২টি দেশের একটি। বিশ্বের সকল শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান এবং সহনশীল পরিবেশে নিরাপদে বেড়ে ওঠার মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা আছে এই সনদে। আর তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শিশুর খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, আশ্রয়, মানসিক বিকাশ তথা গুরুত্বপূর্ণ অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। প্রকৃতপক্ষে মাতৃগর্ভ থেকে অধিকার ভোগ করার দাবিদার শিশুরা। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করে মানবজাতিকে বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন যে, শিশুকে গর্ভাবস্থা থেকে নিরাপদভাবে বিকাশের অধিকার দিতে হবে। বিশ্বের প্রতিটি শিশু যেন ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সুবিধা নিয়ে জীবনযাপন করতে পারে সেটি নিশ্চিত করতে হবে। এমন দায়বদ্ধতা থেকেই এবারের বিশ্ব শিশু দিবসে আমাদের প্রতিপাদ্য- "প্রতিটি শিশুর অধিকার, রক্ষা আমাদের অঙ্গীকার"

সকল শিশুর সমঅধিকার নিশ্চিত করে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা এবং ৬টি উপজেলায় শিশুদের সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়মিত আয়োজন করছে দেশব্যাপী শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা। শিশুর মননশীল ভাবনার বিকাশে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির গ্রন্থ প্রকাশ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। শিশুদের মধ্য থেকে ভবিষ্যতের লেখক-কবি-সাহিত্যিক খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রকাশ করে যাচ্ছে নিয়মিত মাসিক 'শিশু' পত্রিকা। সর্বোপরি সকল শিশুর যথাযথ বিকাশে, অধিকার সচেতন করতে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সবরকম প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

'বিশ্ব শিশু দিবস ২০২৪'এর আয়োজনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ ও সম্মানিত সচিব নাজমা মোবারেক অত্যন্ত কার্যকরী দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হচ্ছে স্মরণিকা 'শৈশব'। এ প্রকাশনার লেখকদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। অত্যন্ত অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে এ প্রকাশনাসহ সকল আয়োজনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। সর্বোপরি শিশুদের অংশগ্রহণে সফল হতে চলেছে আমাদের বিশ্ব শিশু দিবসের সকল আয়োজন। আয়োজনের সার্বিক সাফল্যের অংশীদার আমরা সবাই। সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আজকের এ শুভদিনে অভিভাবক ও সচেতন মহলের কাছে আহ্বান, শিশু অধিকার চর্চার বিষয়টি শুধু একটি দিন বা সপ্তাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, আসুন আমাদের সারাবছরের কর্মকাণ্ডে শিশু অধিকারের বিষয়ে আমরা সচেতন থাকি।

সফল হোক-শুভ উদ্যোগ, শুভ আয়োজন।

প্রতিটি শিশুর অধিকার
রক্ষা আমাদের অঙ্গীকার

তানিয়া খান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে 'বিশ্ব শিশু দিবস ২০২৪' উদযাপন উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশুকে স্নেহ ও ভালোবাসা জানাই। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের উষালগ্নে বিশ্ব শিশু দিবস পালনের গুরুত্ব নতুন মাত্রায় উপনীত হয়েছে।

শিশুরাই সমৃদ্ধ বাংলাদেশের রূপকার। বাংলাদেশকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে শিশুদের সুন্দর বিকাশের জন্য গুরুত্ব প্রদান করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। তাই শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে উপযুক্ত পরিবেশ, শিক্ষা, নিরাপত্তা, পুষ্টি ও সুস্থ বিনোদনের বিকল্প নেই। শিশুরা স্নেহ, মমতা ও মুক্তচিন্তার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে বেড়ে উঠলে আগামী দিনের বাংলাদেশ গঠনে তারা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে। আজকের শিশুরাই আগামীর শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও প্রকৌশলীসহ নানা পেশায় দক্ষ হয়ে উঠবে।

ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার শিশুর প্রতি বঞ্চনা, শিশুশ্রম, অপুষ্টি ও বাল্য বিবাহসহ অন্যান্য সমস্যা যা শিশুর সঠিক বিকাশের অন্তরায় সেসব চিহ্নিত করে সমাধান করতে বদ্ধপরিকর।

'বিশ্ব শিশু দিবস ২০২৪' উদযাপনে গৃহীত কর্মসূচি শিশুর সার্বিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশু নিরাপদ ও নিবিড় স্নেহ যত্নে বেড়ে উঠুক- আজকের দিনে এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৪ এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

আজকের এই বিশ্ব শিশু দিবস ২০২৪ এ আমরা বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুর অধিকার, সুস্থতা এবং ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করতে একত্র হয়েছি। শিশুরা আমাদের জাতির অগ্রগতির ভিত্তি, আগামীদিনের নির্মাতা। তাদের সম্ভাবনা বিকাশের জন্য একটি নিরাপদ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পৃথিবী তৈরি করা আমাদের সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব।

এ বছরের বিশ্ব শিশু দিবসে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে শিশুদের জন্য "প্রতিটি শিশুর অধিকার, রক্ষা আমাদের অঙ্গীকার" নিশ্চিত করার দিকে। যদিও আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছি, বাংলাদেশের অনেক শিশু, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশু, এখনও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। দরিদ্রতা, লিঙ্গ বৈষম্য বা শোষণের কারণে তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে, যা তাদের বৃদ্ধি, শিক্ষা এবং বিকাশের অধিকারকে ছিনিয়ে নিচ্ছে।

আমাদের জন্য সবচেয়ে বড়ো উদ্বেগের বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো শিশুশ্রম। সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশের ১২ লাখেরও বেশি শিশু এখনও বিপজ্জনক শ্রমে নিয়োজিত রয়েছে। এটি কেবল শিশুদের অধিকার লঙ্ঘন নয়, বরং আমাদের জাতির সম্ভাবনার ক্ষতি। শ্রমে নিয়োজিত শিশু শিক্ষা, নিরাপত্তা এবং শৈশবের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। এই অনৈতিক প্রথা নির্মূলে আমাদের আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং পরিবারগুলোর জন্য বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরি করতে হবে।

এর পাশাপাশি অনলাইন শোষণ ক্রমবর্ধমান হুমকির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরি। আমাদের সমাজের দ্রুত ডিজিটাল রূপান্তর, যদিও শিশুদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করেছে, কিন্তু তাদের সামনে নতুন নতুন বিপদের দ্বারও খুলে দিয়েছে। শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল সাক্ষরতা কর্মসূচি এবং কঠোর আইনি কাঠামো প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। আমরা বিশ্বের প্রথম কয়েকটি দেশের মধ্যে অন্যতম যারা "জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ" অনুমোদন করেছি এবং আমরা "শিশু আইন ২০১৩" এর মতো আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এর নীতিমালা রক্ষা করে চলেছি। তবে শুধু আইন দিয়ে শিশুদের জীবনকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সরকার, নাগরিক সমাজ এবং বেসরকারি খাতের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং পরিবারের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

আমরা যদি আমাদের শিশুদের ভবিষ্যতে বিনিয়োগ করি, তবে আমরা আমাদের দেশের ভবিষ্যতে বিনিয়োগ করছি। প্রতিটি শিশুর অধিকার রয়েছে সম্মান, সুরক্ষা এবং সুযোগের এবং আমরা সবাই একত্রে সেই অধিকারগুলো নিশ্চিতকরণ জরুরি করি।

নাজমা মোবারেক

Message

unicef

Children are the heartbeat of Bangladesh. When children thrive, a country prospers.

World Children's Day this year comes at an extraordinary moment in Bangladesh history, after thousands of young people across the country elevated their voices and risked their lives to call for change.

Their initial call sought to bring attention to a system they felt was unjust; a system that threatened them with joblessness, and a future that offered little hope. As the voices multiplied, they stood in solidarity in search of a more equitable and fair society for all, a society where young people have a voice and play an active role in helping shape that future. On this World Children's Day, we honour their sacrifices, we honour the difference they can make – and we stand in support of Bangladesh as it gets childhood back on track.

Since ratifying the United Nations Convention on the Rights of the child in 1990, strides have been made to improve access to and the quality of health, education, and protection services for Bangladeshi children. The progress, however, has been uneven. Too many children are being left behind – for too many timely health and nutrition care, a safe and clean environment, protection, or quality education remain elusive, leaving them with limited opportunities and subdued hopes; leaving them without the skills needed to face an uncertain future.

And that uncertain future, is already with us – as today's children already face and suffer more acutely than adults the impact of the climate crisis, pollution, violence, migration, and inequality. And they will face a world of work unlike and unimagined by their parents; a world where those with problem solving skills, creativity, negotiation, digital literacy, and strategic thinking will thrive. Today, over half of children lack birth registration.

One in five does not complete primary school, and nine out of ten children under the age of 15 regularly experience physical and psychological violence at home. Year on year, the lives of millions of children in Bangladesh are ravaged by floods, heatwaves, and cyclones. Each wave of disaster can be measured not just in the height of the flooding waters – but in the increased malnutrition levels, the lives lost to diarrheal diseases, the pregnancy complications and pre-term births, the weeks of education lost, and livelihoods erased.

The devastating floods in the eastern part of the country, the worst in over 34 years, is a frightening reminder that climate change is not a worry for future generations it is impacting women and children today, it is robbing them of development opportunities and contributing to poor outcomes for future economic growth of countries.

There is much to build on and significant work to be done to secure the rights of every child. Heading the voice of young people, living up to the promise made to children and adolescents in the Convention on the Rights of the Child, UNICEF asks the people, the private sector, all levels of Government and children and adolescents themselves to galvanize their support to ensure actions are taken today that put childhood back on track.

UNICEF invites debate, encourages inputs and welcomes support to ensure efficiencies are found, and the best possible interventions and changes are acted upon that ensure a progressive implementation of children's rights. UNICEF recognizes that change will take time, that the Government budget will need to increase over time to deliver on these promises to children – but that there are steps that can be taken today, that set the foundation for child development and wellbeing that can be built on over the coming years. These measures include issues like increasing birth registration rates to make sure no child is invisible in society and their rights are respected; also investing in children to guarantee every child's right to education, empowering them with the knowledge and skills necessary to thrive in an ever-changing world; or ending the scourge of child marriage that still affects more than half of the girls in this country.

Bangladesh sits at a critical juncture, and UNICEF will continue to support the Interim Government to deliver short as well as long-term change for children, including the half a million children living in refugee camps. UNICEF will work hand in hand with the Government, the private sector, long-term development partners, and with children and adolescents so that every child survives and thrives in an environment where non-violence, prosperity and opportunity prevail.

We want to reimagine together a Bangladesh where every child develops, free from poverty and exploitation. On this World Children's Day, let us reiterate our collective commitment to the children of Bangladesh to bring their childhood back on track. Together, we can create a future where every child is nurtured, educated, and empowered, paving the way for a brighter and more prosperous nation.

Rana Flowers
UNICEF Representative in Bangladesh
World Children's Day 2024

ডিএফপি নং-০৩, তারিখ: ০৬-১০-২০২৪ খ্রি

অর্থনৈতিক সমস্যা — অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের চারটি কর্মপর্যায় রয়েছে। আর তা হলো—উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

শিখন অভিজ্ঞতা ৪

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

 # এককথায় উত্তর দাও

প্রশ্ন : শহরাঞ্চলে নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দেয় কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান?
উত্তর : পৌরসভা।
প্রশ্ন : বড় শহরে কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কাজ করে?
উত্তর : সিটি করপোরেশন।
প্রশ্ন : বাংলাদেশের পার্বত্য জেলার সংখ্যা কয়টি?
উত্তর : ৩টি।
প্রশ্ন : পার্বত্য জেলাগুলোয় জেলা পরিষদের পাশাপাশি আর কোন ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান রয়েছে?
উত্তর : আঞ্চলিক ও গোত্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান।
প্রশ্ন : বাংলাদেশে কত স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকারব্যবস্থা রয়েছে?
উত্তর : ৩ স্তর।
প্রশ্ন : বাংলাদেশের তিনটি পার্বত্য জেলার নাম লেখো।
উত্তর : রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান।
প্রশ্ন : বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় সক্রিয় প্রতিষ্ঠান কোনটি?
উত্তর : ইউনিয়ন পরিষদ।
প্রশ্ন : ১৮৮৫ সালে কোন আইনের মাধ্যমে মহকুমা ও জেলা বোর্ড গঠন করা হয়?
উত্তর : বঙ্গীয় স্থানীয় আইনের মাধ্যমে।
প্রশ্ন : কত সালে ইউনিয়ন বোর্ড নামে একটি স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯১৯ সালে।
প্রশ্ন : ১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে কয় স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার চালু করা হয়?
উত্তর : তিন স্তরবিশিষ্ট।
প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে কয়টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে?
উত্তর : ৪ হাজার ৫৭১টি।
প্রশ্ন : ইউনিয়ন পরিষদে কয় বছর পরপর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : পাঁচ বছর পরপর।
প্রশ্ন : ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল কত বছর?
উত্তর : ৫ বছর।
প্রশ্ন : কত সালে উপজেলাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়?
উত্তর : ১৯৮৩ সালে।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ সরকার কত সালে 'জেলা পরিষদ আইন-২০০০' প্রবর্তন করে?
উত্তর : ২০০০ সালের ৪ জুলাই।
প্রশ্ন : স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন কয়টি জেলা পরিষদ আছে?
উত্তর : ৬১টি।
প্রশ্ন : চৌকিদারি পঞ্চায়েত আইন প্রবর্তিত হয় কত সালে?
উত্তর : ১৮৭০ সালে।

ডিজিটাল প্রযুক্তি

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ২ সেশন : ৪

১. সাধারণত সাইবার অপরাধের ভৌগোলিক সীমারেখা কেমন?
ক. থাকে না খ. নির্দিষ্ট এলাকায়
গ. নির্দিষ্ট থানায় ঘ. নির্দিষ্ট জেলায়

২. সাইবার অপরাধের জন্য একটি নির্দিষ্ট দেশের আইন দিয়ে তার বিচার করা যায় কি?
ক. যায়
খ. অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন
গ. সহজেই সম্ভব
ঘ. খুবই সহজ

৩. সাইবার অপরাধ দমনে আমাদের দেশে আইন আছে?
ক. একটি আইন খ. দুটি আইন
গ. তিনটি আইন ঘ. বেশ কয়েকটি আইন

৪. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সাইবার অপরাধীদের কীভাবে শনাক্ত করে?
ক. অ্যানালগ ফুট প্রিন্ট
খ. ডিজিটাল ফুট প্রিন্ট
গ. অ্যানালগ প্রিন্ট
ঘ. ডিজিটাল প্রিন্ট

৫. মোবাইল ব্যাংকিং এর মিথ্যা তথ্য দিয়ে পিনকোড নিয়ে টাকা হাতিয়ে নেয়। এ ক্ষেত্রে কোথায় অভিযোগ করতে হবে?
ক. আইসিটি হেল্পলাইন
খ. ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯
গ. ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস ৯৯৯
ঘ. সব কটি

৬. ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস পেতে কত নম্বরে কল দিতে হয়?
ক. ১০৩ খ. ১০৯
গ. ৩৩৩ ঘ. ৯৯৯

৭. ই-কমার্স সাইটের বিজ্ঞাপন দেখে সাইটটি থেকে সে ১ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যের একটি জলপাই রঙের শার্ট অর্ডার করে কিন্তু শার্টটি ছিল নিম্নমানের ও কালো রঙের। এ ব্যাপারে প্রমাণসহ কোথায় অভিযোগ করতে হবে?
ক. www.rab.gov.bd
খ. www.apbn.gov.bd
গ. www.police.gov.bd
ঘ. www.online.gov.bd

৮. তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইন কত সালে চালু হয়?
ক. ২০০৪ সালে খ. ২০০৬ সালে
গ. ২০০৮ সালে ঘ. ২০১৬ সালে

৯. সাইবার সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি আইন কত সালে চালু হয়?
ক. ২০০৬ সালে খ. ২০১০ সালে
গ. ২০১৪ সালে ঘ. ২০১৮ সালে

সঠিক উত্তর
সেশন ৪ : ১. ক ২. খ ৩. ঘ ৪. খ ৫. ঘ ৬. ঘ ৭. ক ৮. খ ৯. গ

এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি-২০২৫

বাংলা ১ম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. সুজাউদ দৌলা, *সহকারী অধ্যাপক*
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

সোনার তরী

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
ক. ১৯১৩ সালে খ. ১৯১৪ সালে
গ. ১৯১৫ সালে ঘ. ১৯১৬ সালে

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
ক. বনফুল খ. গীতাঞ্জলি
গ. সোনার তরী ঘ. বলাকা

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
ক. ১৮৯৯ খ. ১৮৯৪
গ. ১৯৪১ ঘ. ১৯৪৬

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার মূল সুর কোনটি?
ক. মানবধর্মের জয় ও সৌন্দর্যতৃষ্ণা
খ. বিদ্রোহ ও রোমান্টিকতা
গ. মানবধর্ম ও নিসর্গপ্রীতি
ঘ. পল্লিপ্রেম ও সৌন্দর্যচেতনা

১২. 'Song Offerings' গ্রন্থটি কার অনূদিত?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক. সৈয়দ শামসুল হক
খ. শামসুর রাহমান
গ. জীবনানন্দ দাশ
ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রাঙ্গদা' কোন ধরনের রচনা?
ক. ছোটগল্প খ. প্রবন্ধ
গ. কাব্যনাট্য ঘ. উপন্যাস

১৪. চারদিকে কী খেলা করছে?
ক. ছোট ছোট ধানগাছ
খ. বাঁকা জল
গ. ছোট ছোট ছেলেমেয়ে
ঘ. সমুদ্রের ঢেউ

১৫. ধান কাটতে কাটতে কী হলো?
ক. বরষা এল
খ. সন্ধ্যা হলো
গ. নৌকা চলে এল
ঘ. দুপুর গড়িয়ে গেল

১৬. 'পরপারে দেখি আঁকা।'— এরপরের চরণটি কী?
ক. গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
খ. তরুছায়ামসী মাখা
গ. খরপরশা
ঘ. প্রভাতবেলা

১৭. বাঁকা জল খেলা করছে কোথায়?
ক. উত্তর দিকে খ. দক্ষিণ দিকে
গ. নদীতে ঘ. চারদিকে

১৮. কৃষক কোথায় একা বসে আছে?
ক. মাঠে খ. নৌকায়
গ. কূলে ঘ. বৃষ্টির মধ্যে

সঠিক উত্তর
সোনার তরী : ৮. ক ৯. খ ১০. গ ১১. ক ১২. ঘ ১৩. গ ১৪. খ ১৫. ক ১৬. খ ১৭. ঘ ১৮. গ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বাংলা | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

জাহেদ হোসেন, *সিনিয়র শিক্ষক*
বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ২

 # মাগো, ওরা বলে (কবিতা)

১৬. খোকার শব কারা ব্যবচ্ছেদ করে?
ক. শকুনিরা খ. কাকেরা
গ. ডাহুকেরা ঘ. শিয়ালেরা

১৭. মা কোথায় বসে ধান ভানে?
ক. উঠানে খ. রসুইঘরে
গ. দাওয়ায় ঘ. পাশের বাড়িতে

১৮. মা কোন ধানের খই ভাজে?
ক. বিন্নি খ. উড়কি
গ. আউশ ঘ. আমন

১৯. মায়ের চোখে কিসের ভোর দেখা যায়?
ক. কালবৈশাখীর খ. আষাঢ়ের
গ. কুয়াশার ঘ. শিশিরের

২০. 'শব' শব্দের অর্থ কী?
ক. মিছিল খ. মৃতদেহ
গ. মুখ ঘ. শকুন

 # ধ্বনির কম্পনমাত্রা ও বায়ুপ্রবাহ অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনি

২১. স্বরতন্ত্রে বায়ুর কম্পন কম-বেশি হওয়ার ভিত্তিতে ব্যঞ্জনধ্বনি কয় ভাগে বিভক্ত?

ক. ২ ভাগে খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে ঘ. ৫ ভাগে

২২. কোন ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে স্বরযন্ত্রে কম্পন অপেক্ষাকৃত বেশি হয়?
ক. অল্পপ্রাণ ধ্বনি খ. মহাপ্রাণ ধ্বনি
গ. অঘোষ ধ্বনি ঘ. ঘোষ ধ্বনি

২৩. কোন ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে স্বরযন্ত্রে কম্পন অপেক্ষাকৃত কম হয়?
ক. অল্পপ্রাণ ধ্বনি খ. মহাপ্রাণ ধ্বনি
গ. অঘোষ ধ্বনি ঘ. ঘোষ ধ্বনি

২৪. নিচের কোনটি ঘোষ ধ্বনি?
ক. ক খ. ঘ
গ. ছ ঘ. ট

২৫. নিচের কোনগুলো ঘোষ ধ্বনি?
ক. ক, খ খ. ব, ভ
গ. চ, ছ ঘ. ত, থ

২৬. ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে বায়ুপ্রবাহের বেগ কম-বেশি হওয়ার ভিত্তিতে কয় ভাগে বিভক্ত?
ক. ২ ভাগে খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে ঘ. ৫ ভাগে

২৭. কোন ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম থাকে?
ক. অল্পপ্রাণ ধ্বনি খ. মহাপ্রাণ ধ্বনি
গ. অঘোষ ধ্বনি ঘ. ঘোষ ধ্বনি

২৮. কোন ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহ অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে?
ক. অল্পপ্রাণ ধ্বনি খ. মহাপ্রাণ ধ্বনি
গ. অঘোষ ধ্বনি ঘ. ঘোষ ধ্বনি

২৯. নিচের কোনটি অঘোষ ধ্বনি?
ক. গ খ. ঘ
গ. ছ ঘ. ধ

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ২ : ১৬. ক ১৭. গ ১৮. ক ১৯. ঘ ২০. খ ২১. ক ২২. ঘ ২৩. গ ২৪. খ ২৫. খ ২৬. ক ২৭. ক ২৮. খ ২৯. গ

এসএসসি পরীক্ষা : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ১ম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

কবিতা : পল্লিজননী

উদ্দীপকটি পড়ে ১৭ ও ১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
রবি মায়ের একমাত্র ছেলে। তার ঘরে ভালো খাবারের অভাব নেই। তারপরও বায়না করা মাত্র হাজির হয়ে যায় সে যা চায়, তা-ই। কেবল আকাশের চাঁদটা সে এখনো চায়নি।

১৭. উদ্দীপকে 'পল্লিজননী' কবিতার যে বিপরীত চিত্র ফুটে উঠেছে—
ক. বিরূপ প্রকৃতি
খ. মায়ের আয়োজন
গ. মায়ের অসহায়ত্ব
ঘ. ছেলের আবদার

১৮. উল্লিখিত বিপরীত চিত্র আছে যে চরণে—
i. বলেছে আমরা, মোসলমানের আড়ং দেখিতে নাই
ii. ছোটখাটো কত বায়না ছেলের পারে নাই মিটাবার
iii. আজও রোগে তার পথ্য জোটেনি, ওষুধ হয়নি আনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৯. 'পাণ্ডুর গালে চুমু খায় মাতা।'—এখানে 'পাণ্ডুর' শব্দটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?
ক. রক্তশূন্য খ. লালচে
গ. বিবর্ণ ঘ. কালচে

২০. 'নিঝুম' শব্দের অর্থ কী?
ক. নিঃশব্দ খ. আনন্দ
গ. কোলাহল ঘ. বিষাদ

২১. 'কোচ' কাকে বলে?
ক. ছোট্ট কাপড়ের থলে
খ. কোমরে লুঙ্গির ভাঁজ
গ. ছোট্ট বেতের ডালা
ঘ. পিতলের ঘটি

২২. 'পল্লিজননী' কবিতায় কার ঘুম আসে না?
ক. অসুস্থ ছেলেটির
খ. পল্লিজননীর
গ. রহিম চাচার
ঘ. কবির

২৩. 'পল্লিজননী' দরগায় মানত করে কেন?
ক. সংসারের উন্নতির জন্য
খ. ছেলের সুস্থতার জন্য
গ. স্বামীর সুমতির জন্য
ঘ. নিজের রোগমুক্তির জন্য

সঠিক উত্তর
পল্লিজননী : ১৭. গ ১৮. ঘ ১৯. গ ২০. ক ২১. খ ২২. ক ২৩. খ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

জীববিজ্ঞান | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, *প্রভাষক*
সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৫

২১. শর্করা পাওয়া যায়—
i. দুধে
ii. ফলের রসে
iii. আলুতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২২. এক অণুবিশিষ্ট শর্করা পাওয়া যায়—
i. ফলের রসে
ii. দুধে
iii. মধুতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৩. চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন—
i. ভিটামিন সি
ii. ভিটামিন ই
iii. ভিটামিন কে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৪. লৌহসমৃদ্ধ খাদ্য কোনটি?
ক. ছোট মাছ খ. নোনতা খাবার
গ. শেওলা ঘ. কচুশাক

২৫. পানি মানবদেহে কীরূপে কাজ করে?
ক. দ্রব খ. দ্রাবক
গ. দ্রবণ ঘ. ক্ষার

২৬. রাফেজ মানবদেহের কোন রোগের আশঙ্কা কমায় বলে ধারণা করা হয়?
ক. ডায়াবেটিস খ. ক্যানসার
গ. উচ্চ রক্তচাপ ঘ. ডায়রিয়া

২৭. মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি কোনটি?
ক. যকৃৎ খ. গলবিল
গ. বৃহদন্ত্র ঘ. ডিওডেনাম

২৮. শতভাগ তেল বা চর্বি পাওয়া যায়—
i. গরুর মাংস থেকে
ii. গরুর দুধের ঘি থেকে
iii. রান্নার তেল থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৯. ১ খাদ্য ক্যালরি = কত কিলোজুল?
ক. প্রায় ৪.২ কিলোজুল
খ. প্রায় ৫.৪ কিলোজুল
গ. প্রায় ৬.২ কিলোজুল
ঘ. প্রায় ৮.২ কিলোজুল

৩০. রিকেটস কিসের অভাবজনিত রোগ?
ক. ভিটামিন এ
খ. ভিটামিন বি
গ. ভিটামিন ডি
ঘ. ভিটামিন ই

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩১ থেকে ৩৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
বাবু ও নিপা যমজ ভাইবোন। তাদের বয়স পাঁচ বছর। দুজনের স্বাস্থ্যই দিন দিন খারাপ হচ্ছে। তাদের মা-বাবা তাদের নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার বললেন যে বাবু রিকেটস আর নিপা রক্তশূন্যতায় ভুগছে।

৩১. কোন ভিটামিনের অভাবে বাবু রোগাক্রান্ত হয়?
ক. ভিটামিন এ
খ. ভিটামিন বি
গ. ভিটামিন সি
ঘ. ভিটামিন ডি

৩২. কিসের অভাবে নিপার অসুস্থতা সৃষ্টি হয়েছে?
ক. পটাশিয়াম খ. সালফার
গ. ক্যালসিয়াম ঘ. আয়রন

৩৩. বাবুর মধ্যে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—
i. চোখে অন্ধকার দেখা
ii. বক্ষদেশ সরু হয়ে যাওয়া
iii. গিঁট ফুলে যাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৪. বিএমআর মান বের করার সময় কিসের ভেদে পার্থক্য দেখা যায়?
ক. লিঙ্গ ও ওজন খ. বয়স ও ভর
গ. লিঙ্গ ও বয়স ঘ. লিঙ্গ ও উচ্চতা

৩৫. বাণিজ্যিক রং কোন অঙ্গের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়?
ক. পাকস্থলি খ. যকৃৎ
গ. কিডনি ঘ. হৃৎপিণ্ড

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৫ : ২১. ঘ ২২. খ ২৩. গ ২৪. ঘ ২৫. খ ২৬. খ ২৭. ক ২৮. গ ২৯. ক ৩০. গ ৩১. ঘ ৩২. ঘ ৩৩. গ ৩৪. গ ৩৫. খ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

আগামীকাল থাকবে

- **নবম শ্রেণি** : ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ডিজিটাল প্রযুক্তি
- **এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ১ম পত্র
- **অষ্টম শ্রেণি** : বাংলা
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ১ম পত্র, জীববিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ
- **নোটিশ বোর্ড** : ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

২০২১ সালের প্রিলিমিনারি টু মাস্টার্স পরীক্ষার সংশোধিত সময়সূচি

■ পরীক্ষা কোড : ৪৩০১ ■ পরীক্ষা আরম্ভের সময় : দুপুর ১টা

তারিখ ও দিন	পরীক্ষার বিষয় ও বিষয় কোড
২০/১০/২০২৪ রোববার	বাংলা (৪১১০০১), ইংরেজি (৪১১১০১), সংস্কৃত (৪১১৩০১), ইতিহাস (৪১১৫০১), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৪১১৬০১), দর্শন (৪১১৭০১), ইসলামী শিক্ষা (৪১১৮০১)
	রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৪১১৯০১), সমাজবিজ্ঞান (৪১২০০১), সমাজকর্ম (৪১২১০১), অর্থনীতি (৪১২২০১)
	ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং (৪১২৪০১), হিসাববিজ্ঞান (৪১২৫০১), ব্যবস্থাপনা (৪১২৬০১)
	পদার্থবিজ্ঞান (৪১২৭০১), রসায়ন (৪১২৮০১), উদ্ভিদবিজ্ঞান (৪১৩০০১), প্রাণিবিদ্যা (৪১৩১০১), ভূগোল ও পরিবেশ (৪১৩২০১), মৃত্তিকাবিজ্ঞান (৪১৩৩০১), মনোবিজ্ঞান (৪১৩৪০১), গার্হস্থ্য অর্থনীতি (৪১৩৫০১), গণিত (৪১৩৭০১)
২৩/১০/২০২৪ বুধবার	বাংলা (৪১১০০৩), ইংরেজি (৪১১১০৩), সংস্কৃত (৪১১৩০৩), ইতিহাস (৪১১৫০৩), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৪১১৬০৩), দর্শন (৪১১৭০৩), ইসলামী শিক্ষা (৪১১৮০৩)
	রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৪১১৯০৩), সমাজবিজ্ঞান (৪১২০০৩), সমাজকর্ম (৪১২১০৩), অর্থনীতি (৪১২২০৩)
	মার্কেটিং (৪১২৩০৩) ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং (৪১২৪০৩), হিসাববিজ্ঞান (৪১২৫০৩), ব্যবস্থাপনা (৪১২৬০৩)
	পদার্থবিজ্ঞান (৪১২৭০৩), রসায়ন (৪১২৮০৩), উদ্ভিদবিজ্ঞান (৪১৩০০৩), প্রাণিবিদ্যা (৪১৩১০৩), ভূগোল ও পরিবেশ (৪১৩২০৩), মৃত্তিকাবিজ্ঞান (৪১৩৩০৩), মনোবিজ্ঞান (৪১৩৪০৩), গার্হস্থ্য অর্থনীতি (৪১৩৫০৩), গণিত (৪১৩৭০৩)
২৭/১০/২০২৪ রোববার	বাংলা (৪১১০০৫), ইংরেজি (৪১১১০৫), সংস্কৃত (৪১১৩০৫), ইতিহাস (৪১১৫০৫), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৪১১৬০৫), দর্শন (৪১১৭০৫), ইসলামী শিক্ষা (৪১১৮০৫)
	রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৪১১৯০৫), সমাজবিজ্ঞান (৪১২০০৫), সমাজকর্ম (৪১২১০৫), অর্থনীতি (৪১২২০৫)
	মার্কেটিং (৪১২৩০৫), ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং (৪১২৪০৫), হিসাববিজ্ঞান (৪১২৫০৫), ব্যবস্থাপনা (৪১২৬০৫)
	পদার্থবিজ্ঞান (৪১২৭০৫), রসায়ন (৪১২৮০৫), উদ্ভিদবিজ্ঞান (৪১৩০০৫), প্রাণিবিদ্যা (৪১৩১০৫), ভূগোল ও পরিবেশ (৪১৩২০৫), মৃত্তিকাবিজ্ঞান (৪১৩৩০৫), মনোবিজ্ঞান (৪১৩৪০৫), গার্হস্থ্য অর্থনীতি (৪১৩৫০৫), গণিত (৪১৩৭০৫)
৩০/১০/২০২৪ বুধবার	বাংলা (৪১১০০৭), ইংরেজি (৪১১১০৭), সংস্কৃত (৪১১৩০৭), ইতিহাস (৪১১৫০৭), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৪১১৬০৭), দর্শন (৪১১৭০৭/৪১১৭০৯), ইসলামী শিক্ষা (৪১১৮০৭)
	রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৪১১৯০৭), সমাজবিজ্ঞান (৪১২০০৭), সমাজকর্ম (৪১২১০৭), অর্থনীতি (৪১২২০৭)
	মার্কেটিং (৪১২৩০৭), ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং (৪১২৪০৭), হিসাববিজ্ঞান (৪১২৫০৭), ব্যবস্থাপনা (৪১২৬০৭)
	পদার্থবিজ্ঞান (৪১২৭০৭), রসায়ন (৪১২৮০৭), উদ্ভিদবিজ্ঞান (৪১৩০০৭), প্রাণিবিদ্যা (৪১৩১০৭), ভূগোল ও পরিবেশ (৪১৩২০৭), মৃত্তিকাবিজ্ঞান (৪১৩৩০৭), মনোবিজ্ঞান (৪১৩৪০৭), গার্হস্থ্য অর্থনীতি (৪১৩৫০৭), গণিত (৪১৩৭০৭)
০৪/১১/২০২৪ সোমবার	বাংলা (৪১১০০৯), ইংরেজি (৪১১১০৯), সংস্কৃত (৪১১৩০৯), ইতিহাস (৪১১৫০৯), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৪১১৬০৯), ইসলামী শিক্ষা (৪১১৮০৯)
	রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৪১১৯০৯), সমাজবিজ্ঞান (৪১২০০৯), সমাজকর্ম (৪১২১০৯), অর্থনীতি (৪১২২০৯)
	মার্কেটিং (৪১২৩০৯), ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং (৪১২৪০৯), হিসাববিজ্ঞান (৪১২৫০৯), ব্যবস্থাপনা (৪১২৬০৯)
	পদার্থবিজ্ঞান (৪১২৭০৯), রসায়ন (৪১২৮০৯), উদ্ভিদবিজ্ঞান (৪১৩০০৯), প্রাণিবিদ্যা (৪১৩১০৯), ভূগোল ও পরিবেশ (৪১৩২০৯), মৃত্তিকাবিজ্ঞান (৪১৩৩০৯), মনোবিজ্ঞান (৪১৩৪০৯), গার্হস্থ্য অর্থনীতি (৪১৩৫০৯), গণিত (৪১৩৭০৯)
০৭/১১/২০২৪ বৃহস্পতিবার	বাংলা (৪১১০১১), ইংরেজি (৪১১১১১), সংস্কৃত (৪১১৩১১), ইতিহাস (৪১১৫১১), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৪১১৬১১), দর্শন (৪১১৭১১), ইসলামী শিক্ষা (৪১১৮১১)
	রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৪১১৯১১), সমাজবিজ্ঞান (৪১২০১১), সমাজকর্ম (৪১২১১১), অর্থনীতি (৪১২২১১)
	মার্কেটিং (৪১২৩১১), ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং (৪১২৪১১), হিসাববিজ্ঞান (৪১২৫১১), ব্যবস্থাপনা (৪১২৬১১)
	পদার্থবিজ্ঞান (৪১২৭১১), রসায়ন (৪১২৮১১), উদ্ভিদবিজ্ঞান (৪১৩০১১), প্রাণিবিদ্যা (৪১৩১১১), ভূগোল ও পরিবেশ (৪১৩২১১), মৃত্তিকাবিজ্ঞান (৪১৩৩১১), মনোবিজ্ঞান (৪১৩৪১১), গার্হস্থ্য অর্থনীতি (৪১৩৫১১), গণিত (৪১৩৭১১)
১১/১১/২০২৪ সোমবার	বাংলা (৪১১০১৩), ইংরেজি (৪১১১১৩), সংস্কৃত (৪১১৩১৩), ইতিহাস (৪১১৫১৩), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৪১১৬১৩), দর্শন (৪১১৭১৩), ইসলামী শিক্ষা (৪১১৮১৩)
	রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৪১১৯১৩), সমাজবিজ্ঞান (৪১২০১৩), সমাজকর্ম (৪১২১১৩), অর্থনীতি (৪১২২১৩)
	মার্কেটিং (৪১২৩১৩), ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং (৪১২৪১৩), হিসাববিজ্ঞান (৪১২৫১৩), ব্যবস্থাপনা (৪১২৬১৩)
	পদার্থবিজ্ঞান (৪১২৭১৩), রসায়ন (৪১২৮১৩), উদ্ভিদবিজ্ঞান (৪১৩০১৩), প্রাণিবিদ্যা (৪১৩১১৩), ভূগোল ও পরিবেশ (৪১৩২১৩), মৃত্তিকাবিজ্ঞান (৪১৩৩১৩), মনোবিজ্ঞান (৪১৩৪১৩), গার্হস্থ্য অর্থনীতি (৪১৩৫১৩), গণিত (৪১৩৭১৩)
২০/১১/২০২৪ বুধবার	বাংলা (৪১১০১৫), ইংরেজি (৪১১১১৫), সংস্কৃত (৪১১৩১৫), ইতিহাস (৪১১৫১৫), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৪১১৬১৫), দর্শন (৪১১৭১৫), ইসলামী শিক্ষা (৪১১৮১৫)
	রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৪১১৯১৫), সমাজবিজ্ঞান (৪১২০১৫), সমাজকর্ম (৪১২১১৫), অর্থনীতি (৪১২২১৫)
	মার্কেটিং (৪১২৩১৫), ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং (৪১২৪১৫), ব্যবস্থাপনা (৪১২৬১৫), গণিত (৪১৩৭১৫)
২৪/১১/২০২৪ রোববার	মার্কেটিং (৪১২৩০১), হিসাববিজ্ঞান বিকল্পপত্র (৪১২৩০১/৪১২২১৯)
২৫/১১/২০২৪ সোমবার	দর্শন (৪১১৭১৭), গণিত (৪১৩৭১৭)

দুঃস্বপ্নের শুরু

মুক্তির প্রথম দিনে মাত্র দুই কোটি ডলার আয় করেছে টড ফিলিপসের *জোকার : ফলি আ ডিউ*। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

৫ মাস পর মিশা

পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে কয়েক মাস যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন মিশা সওদাগর। গেল সপ্তাহে ঢাকায় ফিরলেন। ফিরেই কাজে যোগ দিয়েছেন। পাঁচ মাস পর কাজে যোগ দিতে পেরে আনন্দিত এই অভিনেতা। ঢাকার নিকেতনের একটি স্টুডিওতে হাসিবুর রেজা পরিচালিত *কবি* সিনেমার ডাবিং করলেন। এ মাসে নতুন ছবির শুটিং শুরু করবেন মিশা। *বরবাদ* নামে ছবিটির পরিচালক মেহেদী হাসান। **বিনোদন প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

মিশা সওদাগর। ছবি : প্রথম আলো

জিইঅনের বিবাহবিচ্ছেদ

বেসবল খেলোয়াড় হোয়াং জে গিয়োনের সঙ্গে দুই বছরের দাম্পত্যজীবনের ইতি টানলেন গার্ল গ্রুপ টি-আরার গায়িকা জিইঅন। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে দুজনের প্রেমের সম্পর্ককে প্রকাশ্যে এনেছিলেন তাঁরা। সে বছরের ডিসেম্বরে বিয়ে সারেন এই জুটি। ২০০৯ সালে টি-আরার সদস্য হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন জিইঅন। **বিনোদন ডেস্ক**

জিইঅন ও হোয়াং জে গিয়োন।
ছবি : ইনস্টাগ্রাম

পূজায় ৩ সিনেমা

দুর্গাপূজা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পাচ্ছে তিনটি বাংলা সিনেমা। এর মধ্যে সৃজিত মুখার্জির *টেক্কা*য় দেখা যাবে দেব, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, রুক্মিণী মৈত্রকে। অন্যদিকে সত্য ঘটনা অবলম্বনে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নন্দিতা রায় বানিয়েছেন *বহুরূপী*; এতে আছেন আবীর চট্টোপাধ্যায়, ঋতাভরী চক্রবর্তী, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এক ব্যক্তির 'পরিমল বাবা' হয়ে ওঠার কাহিনি নিয়ে পথিকৃৎ বসু বানিয়েছেন *শাস্ত্রী*। এতে অভিনয় করেছেন মিঠুন চক্রবর্তী, সৌরসেনী মৈত্র, সোহম চক্রবর্তী। তিনটি সিনেমাই আগামীকাল মুক্তি পাবে। **বিনোদন ডেস্ক**

অপেক্ষায় ছিলেন সাবরিনা

বিশ্বসংগীত

লতিফুল হক, *ঢাকা*

'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েই ওটা আপাতত খাচ্ছি না,' ক্যাপাচিনো অর্ডার করে বললেন 'এসপ্রেসো' গায়িকা। কফি দিবস চলে গেছে, তবু আলাপের শুরুতেই কফির কথা বলার কারণটা বিশ্বসংগীতের শ্রোতারা বুঝে যাবেন। হচ্ছিল এ সময়ের আলোচিত গায়িকা সাবরিনা কার্পেন্টারের কথা। চলতি বছর বিশ্বসংগীতে নাটকীয় উত্থান ঘটেছে ২৫ বছর বয়সী এই মার্কিন গায়িকার। তাঁর গান 'এসপ্রেসো'কে এ পর্যন্ত বছরের সবচেয়ে আলোচিত গান বললে কি ভুল বলা হয়? তাই সাবরিনার সঙ্গে আলাপের শুরুতেই কফির প্রসঙ্গটা তুলল *টাইম*। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী এই সাময়িকীর 'টাইম ১০০ নেক্সট ২০২৪'-এর তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন সাবরিনা, সে উপলক্ষেই সাময়িকীটির সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

এক 'এসপ্রেসো' দিয়েই অনেক রেকর্ড ওলট-পালট করে দিয়েছেন সাবরিনা। গত ১১ এপ্রিল মুক্তি পাওয়া গানটি যুক্তরাষ্ট্রসহ ২০টি দেশের টপ চার্টের শীর্ষে ছিল। মিউজিক স্ট্রিমিং সাইট স্পটিফাইতে এক বিলিয়ন স্ট্রিমিং হওয়া প্রথম গান এটি। গানটির জন্য এমটিভি ভিডিও মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসে বর্ষসেরা গানের পুরস্কার জেতেন তিনি। এ ছাড়া তাঁর আরেকটি গান 'প্লিজ প্লিজ প্লিজ'ও টপ চার্টগুলোয় ঝড় তোলে। এটি মূলত 'এসপ্রেসো'র সিকুয়েল গান। এ গানের ভিডিওতে দেখা যায়, সাবরিনা গ্রেপ্তার হয়েছেন, 'প্লিজ প্লিজ প্লিজ' তাই শুরু হয় জেল থেকে। গানটির মিউজিক ভিডিও নিয়েও ব্যাপক আলোচনা হয়। কারণ, ভিডিওতে সাবরিনার সঙ্গে জুটি হন তাঁর বাস্তব জীবনের প্রেমিক আইরিশ অভিনেতা ব্যারি কিয়োগান। আলোচিত এ দুই গানই তাঁর ষষ্ঠ স্টুডিও অ্যালবাম *শর্ট অ্যান্ড সুইট*-এর। ২৩ আগস্ট মুক্তি পায় অ্যালবামটি।

২৫ বছর বয়সেই এমন সাফল্য পেলেও অবাক নন সাবরিনা। তিনি মনে করেন, শৈশব থেকে নিজেকে এভাবেই তৈরি করেছেন; এমন কিছুরই অপেক্ষায় ছিলেন। 'ছোটবেলায় কত কিছুই না করার স্বপ্ন দেখেছিলাম। এমটিভি ভিডিও মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসের পারফরম্যান্স দেখতাম, মনে মনে একদিন নিজেকেও সেখানে দেখার স্বপ্ন দেখতাম। আজকের এই সাফল্য আমার দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফল,' বলেন সাবরিনা। এমটিভি ভিডিও মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস দেখে বড় হওয়া সাবরিনা এবারের আসরে পুরস্কার পেয়েছেন, পারফর্মও করেছেন; এ তথ্যও এত দিনে অনেকের জানা।

১০ বছর বয়স থেকেই গান গেয়ে ইউটিউবে দিতেন সাবরিনা। মূলত গাইতেন ক্রিস্টিনা অ্যাগুইলেরা ও অ্যাডেলের গান। তাঁর গানের সুবিধার জন্য বাড়িতে স্টুডিও তৈরি করেন বাবা। ব্যস, এরপর গান নিয়ে স্বপ্ন দেখতে আর দ্বিতীয়বার চিন্তা করেননি। সাবরিনা গানকে পুরোদস্তুর পেশা হিসেবে ভাবতে থাকেন ২০০৯ সালে। সে বছর সংগীত প্রতিযোগিতা 'দ্য নেক্সট মাইলি সাইরাস'-এ তৃতীয় হন। এ প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা ছিলেন গায়িকা মাইলি সাইরাস।

টাইম-এর 'টাইম ১০০ নেক্সট ২০২৪' তালিকায় সাবরিনাকে নিয়ে লিখেছেন তাঁর শৈশবের তারকা ক্রিস্টিনা অ্যাগুইলেরা। সেখানে 'হোয়াট আ গার্ল ওয়ান্টস' গায়িকা সাবরিনাকে নিয়ে লিখেছেন, 'তাঁর মধ্যে একটা নির্ভার ব্যাপার আছে, এটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। গান গাওয়া, মঞ্চে পারফর্ম করা, এমনকি সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময়ও তাঁর মধ্যে একটা অনায়াস ভঙ্গি আছে; এটা দারুণ।' ক্রিস্টিনা অ্যাগুইলেরা, অ্যাডেলসহ সাবরিনাকে প্রেরণা জুগিয়েছেন ম্যাডোনা, ব্রিটনি স্পিয়ার্স, বিয়ন্সে ও রিয়ানা।

গানের পাশাপাশি অভিনয়ও শুরু করেছিলেন সাবরিনা। ২০১২ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি টিভি সিরিজ, মঞ্চনাটক ও চলচ্চিত্রে তাঁকে দেখা গেছে। তবে গানের মতো অভিনয়ে সেভাবে নিজের ছাপ রাখতে পারেননি। তবে তাঁর সাম্প্রতিক জনপ্রিয়তার কারণে অনেক প্রযোজক ও প্ল্যাটফর্ম তরুণ এই গায়িকাকে নিয়ে কাজ করার আগ্রহ দেখিয়েছেন। এর মধ্যেই জানা গেছে, চলতি বছরের ডিসেম্বরে নেটফ্লিক্সের জন্য শো 'আ ননসেন্স ক্রিসমাস উইথ সাবরিনা কার্পেন্টার' নিয়ে আসছেন তিনি।

টাইম-এর সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ট্রলসহ নানা প্রসঙ্গেই কথা বলেন সাবরিনা। জানান, অনেকেই নেতিবাচক মন্তব্য থেকে দূরে থাকতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এড়িয়ে চলেন, তবে তিনি ব্যতিক্রম। তাঁর সম্পর্ক সব ধরনের নেতিবাচক খবর পড়েন, এটা তাঁকে প্রভাবিত করে না। আর সব সময় মনে করেন, তাঁর বয়স কম। মনে মনে তরুণ থাকার এই মন্ত্র তাঁকে মানসিকভাবে চাঙা রাখে।

সাবরিনা কার্পেন্টার।
ছবি : রয়টার্স

ওটিটিতে 'সারফিরা'

প্রতিনিধি, *মুম্বাই*

অক্ষয় কুমারের *সারফিরা* এবার ওটিটিতে আসছে। বক্স অফিসে ছবিটি তেমন সাফল্য পায়নি। তবে চিত্র সমালোচকদের মন জয় করেছে। এ ছবির নায়িকা রাধিকা মদান ইনস্টাগ্রামে জানিয়েছেন, ১১ অক্টোবর ডিজনি প্লাস হটস্টারে মুক্তি পাবে *সারফিরা*।

শীর্ষে 'দ্য প্ল্যাটফর্ম ২'

বিনোদন ডেস্ক

গত শুক্রবার মুক্তির পরই নেটফ্লিক্সের অ-ইংরেজিভাষী টপ চার্টের শীর্ষে উঠে এসেছে *দ্য প্ল্যাটফর্ম* ২। সায়েন্স ফিকশন হরর ধাঁচের এ স্প্যানিশ ছবিটি বানিয়েছেন গ্যালদার ইয়াসতেলু-ইউরুতিয়া। এতে অভিনয় করেছেন মেলিনা স্পিত ও হোভেক কিচকেরিয়ান।

আলাপন

নাটকের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন **ইরফান সাজ্জাদ**। ওটিটিতেও কাজ করে থাকেন। নতুন একটি চলচ্চিত্রে অভিনয়ের খবরও পাওয়া গেল। *ভয়াল* নামে ছবিটি সেন্সর সার্টিফিকেশন বোর্ড থেকে 'এ' গ্রেড পেয়েছে। এসব নিয়ে গতকাল রোববার বিকেলে তাঁর সঙ্গে কথা বলল 'বিনোদন'

১৮+ হলেও এটি একটি সামাজিক ছবি

ফেসবুকে দেখলাম, উড়োজাহাজে বসা একটি ছবি পোস্ট করেছেন?

আমি এখন ব্যাংককে। সব সময় তো শুটিংয়ে বা ঘুরতে আসি। এবার অন্য কাজে এসেছি। আমার একটা ব্যবসা আছে, সেই কাজটা করতেই আসা।

'ভয়াল' নাকি সার্টিফিকেশন বোর্ড থেকে 'এ' গ্রেড সনদ পেয়েছে?

আমিও তা-ই শুনেছি, গ্রেড 'এ'-তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে *ভয়াল*। এর পরিচালক বিপ্লব হায়দার। ছবিটি দেখে সার্টিফিকেশন বোর্ডের কয়েকজন ভালো লাগার কথাও ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন, ভিন্নধর্মী গল্প। যদিও 'এ' গ্রেড তকমা পেয়েছে। তবে ছবির যে বার্তা, তা খুবই ইউনিক। যাঁরা ছবিটি দেখবেন, ভিন্ন রকম স্বাদ পাবেন। বাংলাদেশের সিনেমা তো এখন আস্তে আস্তে অন্য রকম একটা অবস্থান তৈরি করছে। অনেক আনকনভেনশনাল সিনেমার কাজ হচ্ছে। সে জায়গা থেকে আমারও মনে হয়, *ভয়াল* একটা ভালো প্রভাব ফেলতে পারে।

ছবিটাকে ১৮+ বলা হচ্ছে। এ ছবিতে এমন কী আছে যে ১৮+ বলা হচ্ছে?

(হাসি) গল্পটা এমন একটা ম্যাচিউরড বিষয় নিয়ে যে সেন্সর সার্টিফিকেশন মনে করেছে, এইটিন প্লাস দেওয়া উচিত। ছবির শুরুতে এমন কিছু জিনিস দেখানো হয়, সমাজে যা অহরহ ঘটে থাকে। সচরাচর ১৮ বছরের নিচে যারা, তাদের এটার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটা কঠিন হবে। তাদের জন্য এটা ট্রমাও হতে পারে। এসব ভাবনা থেকে এই বার্তা দিয়ে দেওয়া। ১৮+ বলতে আমরা সাধারণত যে ধরনের সিনেমা বুঝি, এটা মোটেও সে ধরনের কিছু নয়। ১৮+ হলেও এটা সামাজিক একটা ছবি। যেকোনো ধরনের মানুষের এ ধরনের গল্পের ছবি দেখা উচিত। যেহেতু এটা এইটিন গ্রেডের তকমা পেয়ে গেছে, তাই অবশ্যই ১৮ বছরের নিচে যারা আছে, তাদের বিষয়টি মাথায় রাখা উচিত।

রাজনৈতিক অবস্থার কারণে অনেক দিন কাজ বন্ধ ছিল। এখন সার্বিকভাবে কাজের অবস্থা কী?

আমরা জানি, কয়েক মাস ধরে একটা রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। শুধু আমাদের কাজ নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রের কাজকর্মও বন্ধ ছিল। আস্তে আস্তে সব অঙ্গনের মানুষ কাজে ফিরছে। মাসখানেক হলো আমরাও কাজে ব্যস্ত হয়েছি। মানুষ এখন পুরোদমে কাজে ফেরার চেষ্টা করছে। আমি বিশ্বাস করি, সিনেমায় যে স্থবিরতা চলছে, দু-তিন মাসের মধ্যে সেটাও চাঙা হবে। আমার নিজেরই দুটি নতুন সিনেমার শুটিং শুরু হওয়ার কথা ছিল, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে যেগুলো বন্ধ আছে। এখন সবাই যার যার কাজে ফিরুক।

সারা বছরই টিভি, ওটিটিতে আপনার কাজ থাকে। নিজের কাজ নিয়ে কতটা সন্তুষ্ট?

অভিনয়শিল্পী হিসেবে নিজের জন্য যেমন কাজ করি, মানুষের জন্যও করি। নিজের কাজের মূল্যায়ন করাটাও জরুরি। পারিবারিক কারণে মাঝের দুই বছর কাজ থেকে দূরে ছিলাম। ফেরার পর মান নিয়ে অনেক বেশি সচেতন ছিলাম। গল্পপ্রধান কাজে মনোযোগী হয়েছি। দুটি সিনেমার কাজও শেষ করেছি। কাজ করছি, আলটিমেটলি সন্তুষ্টি তখন পাব, যখন মানুষের মুখে মুখে আমার একটা অভিনীত চরিত্র নিয়ে কথা শুনব। মানুষ আমার প্রশংসা করবে। *ভয়াল* ছাড়াও আরেকটি ছবির শুটিং করেছি। এসব কাজ যখন মানুষ দেখবে, একজন ভিন্ন রকম ইরফান সাজ্জাদকে দেখবে।

সাক্ষাৎকার : **মনজুর কাদের**, *ঢাকা*

ইরফান সাজ্জাদ।
ছবি : প্রথম আলো

“শান, রোহিতের (রোহিত শর্মা) মতো বাহাদুর অধিনায়ক হও।

বাসিত আলী
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদকে সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে দেখতে চান সাবেক পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান

নতুন করে সেই পুরোনো কথা

অর্শদীপ সিংয়ের বল স্টাম্পে টেনে এনে বোল্ড পারভেজ হোসেন। গোয়ালিয়রে গতকাল ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের ব্যাটিং যেন পারভেজের এই আউটের মতোই হতাশার প্রতিচ্ছবি। আগে ব্যাট করে বাংলাদেশ ১৯.৫ ওভারে অলআউট হয়ে গেছে মাত্র ১২৭ রানে। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৩৫* রান (৩২ বলে) করেছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ছবি : এএফপি

সংবাদ সম্মেলনে নাজমুল

টপ অর্ডারের ব্যাটিং ভালো না হলে বড় স্কোর করা কঠিন বলে মনে করেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। ব্যাটিংটা ভালো হলে ভাগ্যও বদলাবে, এমন আশা তাঁর।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *গোয়ালিয়র থেকে*

যে সংস্করণের ম্যাচই হোক, বাংলাদেশ দলের ব্যাটিং মানেই যেন শুরুতে ২ উইকেট নেই। চেন্নাই, কানপুর, গোয়ালিয়র—ভেন্যু বদলেছে, সংস্করণও। কিন্তু টপ অর্ডার ব্যাটিং বদলায়নি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর গতকাল প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি খেলতে নেমে নতুন ওপেনিং জুটিকে সুযোগ দেয় বাংলাদেশ। কিন্তু ফল একই, টপ অর্ডারের সেই হতশ্রী দশা!

বারবার একই ব্যর্থতার ব্যাখ্যা খুঁজতে গেলে ক্রিকেটাররা দেশের মাটিতে উইকেটের দোষ দেন। কাল গোয়ালিয়রে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৭ উইকেটে হারের পরও বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক নাজমুল হাসান সেই পুরোনো কথাই বললেন নতুন করে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে ভালো করার সামর্থ্য থাকলেও দক্ষতায় বিরাট ঘাটতি আছে বলে মনে করেন নাজমুল। সেই উন্নতির জন্য যে সুযোগ-সুবিধা দরকার, তা বাংলাদেশ ক্রিকেটে নেই বলেই এই অধারাবাহিকতা, ‘আমাদের সামর্থ্য আছে। সামর্থ্য অবশ্যই আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। তবে দক্ষতা উন্নতির অনেক জায়গা আছে। কিন্তু এই উন্নতি কীভাবে হবে?’ নিজের করা প্রশ্নটার উত্তর দিতে গিয়ে নাজমুলকে হতাশ মনে হয়, ‘আমি যদি গত ১০ বছর দেখি, আমরা এ রকমই ব্যাটিং করে যাচ্ছি। মাঝেমধ্যে হয়তো ভালো ব্যাটিং করি।’

> “আমরা যখন ঘরের মাঠে খেলি, তখন ১৪০-১৫০ রানের উইকেটই হয়। ব্যাটসম্যানরা ওই রানটা কীভাবে করতে হয়, সেটা জানে। কিন্তু আমরা জানি না কীভাবে ১৮০ করা যায়।
>
> **নাজমুল হোসেন**, বাংলাদেশ অধিনায়ক

কীভাবে ব্যাটিংয়ে উন্নতি আনা যায়, সেটা জানাতে গিয়ে নাজমুল পরে বলেছেন, ‘এটার জন্য আমরা ঘরের মাঠে যখন অনুশীলন করি, তখন উইকেটের পরিবর্তন...কিছু না কিছু একটা পরিবর্তন আনতে হবে। আমরা যখন ঘরের মাঠে খেলি, তখন ১৪০-১৫০ রানের উইকেটই হয়। ব্যাটসম্যানরা ওই রানটা কীভাবে করতে হয়, সেটা জানে। কিন্তু আমরা জানি না কীভাবে ১৮০ করা যায়। ওই ধরনের উইকেটে অনুশীলন করলে হয়তো আমাদের আরেকটু উন্নতি হবে। তবে আমি শুধু উইকেটের দোষ দেব না। এখানে মানসিক অনেক ব্যাপার থাকে।’

গতকাল যেমন বাংলাদেশ দল ১৪ রানে ২ উইকেট হারিয়ে বসে। রানের গতিও ছিল শ্লথ, প্রথম ৬ ওভারে মাত্র ৩৯। শুধু গতকালই নয়, সর্বশেষ ৭ টি-টোয়েন্টি ইনিংসের পাওয়ারপ্লেও অনেকটা এমনই ছিল বাংলাদেশের। গড় রানরেট মাত্র ৬.৬৭। আগের ম্যাচগুলোর সঙ্গে গতকালের পার্থক্য বাংলাদেশের ব্যাটিং ধরন। টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানদের বেশির ভাগই আউট হয়েছেন আক্রমণাত্মক শট খেলতে গিয়ে। নাজমুল দলের কাছে এ মানসিকতাই দেখতে চান। তবে শট নির্বাচনে আরও পরিপক্বতা দেখতে চান।

তাঁর কথা, ‘শুরুতেই অনেক উইকেট পড়ে গেছে। শুরুতে বেশি উইকেট পড়ে গেলে কঠিন হয়ে যায়। আমার মনে হয় (বেশি রান না হওয়ার) প্রধান কারণ শুরুতে বেশি উইকেট পড়ে যাওয়া।’ আরেক প্রশ্নের উত্তরে নাজমুল বলেছেন, ‘আমি যে অ্যাপ্রোচের কথা বলেছিলাম, সে জন্য ব্যাটিংয়ে ভালো শুরুটা গুরুত্বপূর্ণ। শুরুটা ভালো হবে বাকিদের কাজটা সহজ হয়ে যায়। যারা ওখানে ভালো খেলছে, তাদের দায়িত্ব নিতে হবে।’ পরে এ কথাও বলেন, ‘কোনো নির্দিষ্ট খেলোয়াড়কে নিয়ে বলতে চাই না। আমরা সবাই মিলেই ব্যর্থ হয়েছি। আক্রমণাত্মক মানসিকতা থাকবেই, তবে কখন কোন শট খেলব, এটা বুঝতে হবে। এখনই এই অ্যাপ্রোচ বদলাতে চাই না। আমাদের এভাবে খেলে যেতে হবে, তবে ভালো শট নির্বাচন করতে হবে।’

ব্যাটিংটা ভালো হলে ভাগ্যও বদলাবে, এমন আশা নাজমুলের। চেহারায় হারের বিষণ্নতা লুকিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে বললেন, ‘আমরা এর চেয়ে ভালো দল। আমরা অনেক দিন ধরেই এই সংস্করণে ভালো করছি না। তবে আমি মনে করি, আমরা এর চেয়ে আরও ভালো দল।’

দিল্লিতে ৯ অক্টোবরের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর কথাও বললেন, ‘ঘুরে তো দাঁড়াতেই হবে। কীভাবে আমরা কামব্যাক করতে পারি, সেটা দেখতে হবে। আমার মনে হয়, আমাদের সবারই দায়িত্ব নিতে হবে।’

আইপিএলের নিলাম হতে পারে সৌদিতে

খেলা ডেস্ক

ভারতের বাইরে আইপিএলের নিলাম আয়োজন নতুন কিছু নয়। গতবারই নিলাম হয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে। ২০২৫ সালের আসর সামনে রেখে আগামী নভেম্বরের মেগা নিলামও হতে পারে বিদেশে। সম্ভাব্য সেই দেশ মধ্যপ্রাচ্যেরই সৌদি আরব। ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ এ তথ্য জানিয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছিল, ২০২৫ সালের আইপিএল সামনে রেখে নভেম্বরের মেগা নিলাম ভারতেরই কোনো শহরে হবে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে শোনা যাচ্ছিল কলকাতা ও দিল্লির কথা। তবে ক্রিকবাজ গত সেপ্টেম্বরে জানায়, মেগা নিলাম হতে পারে লন্ডন অথবা দুবাইয়ে। মাস ঘুরতেই এবার তারা জানাল নিলামের ভেন্যু হতে পারে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ অথবা বন্দরনগরী জেদ্দায়। নভেম্বরের শেষ দিকে লন্ডনে শীত চলে আসবে। ঠান্ডা আবহাওয়ায় নিলাম আয়োজন বিসিসিআইয়ের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়াবে বলেই নাকি সৌদি আরবকে বেছে নেওয়া।

সৌদি আরবে আইপিএল নিলাম আয়োজন করার সবচেয়ে বড় কারণ, ক্রিকেটের পেছনে দেশটির বড় অঙ্কের বিনিয়োগের পরিকল্পনা। বিসিসিআইয়েরও ইচ্ছা, মধ্যপ্রাচ্যে তাদের কর্মকাণ্ড আরও প্রসারিত করা এবং ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দেওয়া। সৌদি আরবে মেগা নিলাম হলে বিসিসিআইকে বাড়তি খরচ করতে হলেও ভবিষ্যতের জন্য তা ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

‘ক্রিকেট ব্যাট কিনতে গিয়ে দাবার বোর্ড কিনি’

সাক্ষাৎকারে মনন রেজা

মাসুদ আলম, *ঢাকা*

১৯৮১ সালে ১৫ বছর ৫ মাস বয়সে আন্তর্জাতিক মাস্টার (আইএম) হয়েছিলেন নিয়াজ মোরশেদ। ১৪ বছর ৩ মাস বয়সে আইএম হয়ে বাংলাদেশের কনিষ্ঠতম দাবাড়ু হিসেবে আন্তর্জাতিক মাস্টার হওয়ার রেকর্ড এখন মনন রেজার। হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে শুক্রবার গ্রান্ডমাস্টার্স দাবায় নিজের তৃতীয় আইএম নর্ম পূরণ করে টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নও এই কিশোর। এই টুর্নামেন্টে গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম করার সুযোগ থাকলেও সেটি অবশ্য হয়নি। বুদাপেস্ট থেকে ফোনে দেওয়া নারায়ণগঞ্জের ফিলোসোফিয়া স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র মনন রেজার এই সাক্ষাৎকারে তার পথচলা আর স্বপ্নের কথা—

মনন রেজা

প্রথম আলো : বুদাপেস্টে দ্বিতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার্স দাবায় ফিদে মাস্টার থেকে আন্তর্জাতিক মাস্টার হওয়ার গৌরব। ৯ ম্যাচে ৪ জয়, ৫ ড্র। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন—সব মিলিয়ে কতটা খুশি?
মনন রেজা : অনেক খুশি। তবে গ্র্যান্ডমাস্টার নর্মটা পেলে বেশি খুশি হতাম। আমি আসলে আইএম হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে অত ভাবিনি। কারণ, জানতাম আইএম হয়ে যাব। এ বছরই তিনটি আইএম নর্ম করেছি। আইএম হতে ২৪০০ রেটিং লাগে, আমার এখন ২৪১৯। বুদাপেস্টে বিশ্ব দাবা অলিম্পিয়াডের পর তিনটি প্রাইভেট টুর্নামেন্ট খেলছি মূলত জিএম নর্মের জন্যই। জিএম নর্ম না হওয়ায় খারাপও লাগছে।

প্রথম আলো : শেষ রাউন্ডে হাঙ্গেরির ফিদে মাস্টারের সঙ্গে জিতলেই জিএম নর্ম হতো। ওই খেলোয়াড়ের রেটিংও কম ছিল। হলো না কেন?
মনন : জেতার মতো অবস্থাতেই ছিলাম। কিন্তু একটা ভুল চাল দিয়ে বসি। ফলে ম্যাচ ড্র হয়ে যায়। এর আগেও এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এ বছর থাইল্যান্ডে। আইএম নর্ম হওয়ার পর শেষ রাউন্ড জিতলে জিএম নর্ম। কিন্তু মিস করেছি।

প্রথম আলো : জিএম নর্ম না হলেও আইএম হওয়াও কম বড় প্রাপ্তি নয়। এখন লক্ষ্য নিশ্চয়ই গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়া? এ নিয়ে কী পরিকল্পনা?
মনন : দুই বছরের মধ্যে গ্র্যান্ডমাস্টার হতে চাই। কারণ, দুই বছরের মধ্যে না হলে পড়াশোনার চাপ বাড়বে। এখন শুধু স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা দিই। বাড়িতে থাকলে সব পরীক্ষায় অংশ নিই। কলেজে উঠলে এই সুযোগটা না-ও পেতে পারি। আর পরিকল্পনা বলতে বিদেশে প্রচুর টুর্নামেন্ট খেলতে হবে, আপাতত এটাই ভাবছি।

প্রথম আলো : গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোরশেদ অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, ‘দুই-তিন বছরের মধ্যে তুমি গ্র্যান্ডমাস্টার হয়ে যাবে।’ নিয়াজ ২১ বছরে গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছিলেন। বাংলাদেশের দাবাড়ুদের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে কম বয়সে জিএম হওয়ার রেকর্ডও ভেঙে যাবে বলেও নিয়াজ নিশ্চিত।
মনন : নিয়াজ স্যারকে ধন্যবাদ। তিনি সব সময় অনুপ্রেরণা দেন। চেষ্টা করব, তাঁর আশা পূরণ করতে।

প্রথম আলো : গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার লক্ষ্য পূরণে কোনো চাওয়া আছে?
মনন : বড় চাওয়া, স্পনসর। দুই বছরে বিদেশে ১৪-১৫টি টুর্নামেন্ট খেলতে হবে। অনেক টাকার প্রয়োজন। স্পনসর না পেলে দুই বছরের মধ্যে জিএম হওয়া কঠিন। আর আমার একজন কোচও দরকার। ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার নীলোৎপল স্যারের কাছে অনলাইনে পাঁচটি ক্লাস করেছি। জিএম হতে গেলে কোচিংটা খুব জরুরি। স্পনসর পেলে সামনে ভারতে বিশ্বনাথন আনন্দ স্যারের একাডেমিতে গিয়ে কোচিং করতে চাই।

প্রথম আলো : নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় এসে নিয়মিত দাবা খেলা কতটা কঠিন ছিল?
মনন : অনেক কঠিন। নারায়ণগঞ্জ থেকে আগে ঢাকায় আসতে অন্তত দুই ঘণ্টা লেগে যেত। এখন অতটা লাগে না। এই যাত্রায় আমি মায়ের সহায়তা পেয়েছি। তিনি পাশে ছিলেন সব সময়। আমার এত দূর আসার পেছনে তাঁর অনেক অবদান।

প্রথম আলো : এখনকার কিশোর-তরুণেরা ক্রিকেট, ফুটবলেই বেশি আগ্রহী। সেসবে না গিয়ে দাবায় আসার গল্পটা কী?
মনন : ৬-৭ বছর বয়সে বাবা আমাকে ক্রিকেট ব্যাট কিনে দিতে নিয়ে যান নারায়ণগঞ্জেরই এক মার্কেটে। দোকানের কোনায় দাবার বোর্ড দেখি প্রথম। তার আগে বাবাকে কম্পিউটারে দাবা খেলতে দেখতাম। তো দোকানে দাবার বোর্ড দেখে খানিকটা অবাক হয়ে ভাবলাম, আরে, কম্পিউটারের খেলাটা এখানে এল কীভাবে? সেদিন ক্রিকেট ব্যাট কিনতে গিয়ে দাবার বোর্ড কিনি।

প্রথম আলো : মা তো ফুটবল খেলার নেশার কথাও বললেন...
মনন : (হাসি) হ্যাঁ, ফুটবল ভীষণ পছন্দ করি। প্রতিদিন অন্তত এক বেলা আমাকে ফুটবল খেলতেই হবে। ফুটবল খেলে কয়েকবার ব্যথাও পেয়েছি। কবজিতে একবার ফাটলও ধরে। মেসি আর বার্সেলোনার ভক্ত আমি।

প্রথম আলো : প্রিয় দাবাড়ু কে?
মনন : অবশ্যই ম্যাগনাস কার্লসেন। অনলাইনে তাঁর খেলা দেখে শেখার চেষ্টা করি।

পাকিস্তান-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ আজ শুরু

হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট থেকে এখনো মুক্তি মেলেনি বেন স্টোকসের। শ্রীলঙ্কার পর পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজেও তাই ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ওলি পোপ। পাকিস্তানের অধিনায়ক শান মাসুদের সঙ্গে ট্রফি নিয়ে পোজ দেওয়ার সময় পোপের ২০২২ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তান সফরের সেই সুখস্মৃতি মনে পড়তে বাধ্য। সেবার পাকিস্তানকে ৩-০ টেস্টে হারিয়েছিল ইংল্যান্ড। নিজেদের দেশে সেটিই ছিল পাকিস্তানের প্রথম ধবলধোলাই হওয়া। সর্বশেষ সিরিজে বাংলাদেশের বিপক্ষেও যে লজ্জায় ডুবতে হয়েছে তাদের। আজ মুলতানে শুরু সিরিজের প্রথম টেস্ট, ১৫ অক্টোবর থেকে দ্বিতীয় টেস্টও এখানেই। ২৪ অক্টোবর তৃতীয় ও শেষ টেস্টের ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডি। ছবি : এএফপি

পাকিস্তানকে হারিয়ে ভারতের প্রথম জয়

খেলা ডেস্ক

দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম কাল দর্শকসংখ্যা কম ছিল না। সেটি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কারণ, মাঠে যে মুখোমুখি ভারত ও পাকিস্তান। ছেলেদের সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মতো মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের সেই লড়াইয়ে জিতেছে ভারত। ৮ উইকেটে ১০৫ রান করে পাকিস্তান। রানটা ৭ বল ও ৬ উইকেট হাতে রেখে পেরিয়ে প্রথম জয়ের দেখা পেল ভারত।

রান তাড়ায় ভারতের হয়ে ৩৫ বলে সর্বোচ্চ ৩২ রান করেছেন ওপেনার শেফালি বর্মা। এ ছাড়া অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌর ২৪ বলে করেছেন ২৯ রান। পাকিস্তানের হয়ে ৩৪ বলে ইনিংস সর্বোচ্চ ২৮ রান করে মিডিয়াম পেসার অরুন্ধতী রেড্ডির তৃতীয় শিকার হয়েছেন নিদা দার। ৪ ওভারে ১৯ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়ে অরুন্ধতীই ম্যাচসেরা।

ছোট পর্দায় আজ

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ	*স্টার স্পোর্টস ১, নাগরিক টিভি*
ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা	রাত ৮টা
মুলতান টেস্ট-১ম দিন	*পিটিভি স্পোর্টস, এ স্পোর্টস*
পাকিস্তান-ইংল্যান্ড	বেলা ১১টা
৩য় ওয়ানডে	*ক্রিকেট আয়ারল্যান্ড ইউটিউব*
আয়ারল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা	বিকেল ৫-৩০ মি.
টেনিস	*সনি স্পোর্টস টেন ৫*
সাংহাই মাস্টার্স	সকাল ১০-৩০ মি.

হকি মানেই কি তাহলে দলাদলি

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঘরোয়া হকি মাঠে নেই। কবে খেলা, তারও ঠিক নেই। অবশ্য খেলা হলেই-বা কী! হকি মানেই মাঠে শৃঙ্খলাভঙ্গ, যা অনেক সময় সার্কাসে পরিণত হয়। মাঠের বাইরে সংগঠকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। এক পক্ষ উত্তর দিকে হাঁটলে আরেক পক্ষ দক্ষিণে হাঁটে। ওদিকে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ‘ক্যাসিনো সাঈদ’ নামে পরিচিত ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মমিনুল হক দেশ ছেড়েছেন।

হকির অবস্থা এখন ঝড়ে পড়া ডুবন্ত নৌকার মতো। তার মধ্যেও সুখবর হয়ে এসেছিল ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কারের জন্য গঠিত পাঁচ সদস্যের ছোট্ট কমিটিতে সদস্য হিসেবে সাবেক হকি খেলোয়াড় মেজর (অব.) ইমরোজ আহমেদের জায়গা পাওয়া। কিন্তু তা আর হলো কই! উল্টো তাঁকে নিয়েই এখন বিতর্ক। ইমরোজ আহমেদের পক্ষে-বিপক্ষে মাঠে নেমেছে হকিরই দুটি অংশ। এই পাল্টাপাল্টিতে হকির চিরন্তন দলাদলিই বেরিয়ে এল আবার। যেন যেখানে হকি, সেখানেই বিরোধ! হকি তাহলে আর ঠিক হবে কবে?

> ইমরোজ আহমেদের পক্ষে-বিপক্ষে মাঠে নেমেছে হকিরই দুটি অংশ। এই পাল্টাপাল্টিতে হকির চিরন্তন দলাদলিই বেরিয়ে এল আবার। যেন যেখানে হকি, সেখানেই বিরোধ! হকি তাহলে আর ঠিক হবে কবে?

সার্চ কমিটি থেকে ইমরোজ আহমেদের অপসারণের দাবিতে ৩ অক্টোবর হকি খেলোয়াড়-সংগঠকের ব্যানারে সাবেক খেলোয়াড় রাসেল খান বাপ্পি, শহিদুল্লাহ টিটু, জাহিদ হোসেন, মাকসুদ আলমসহ কয়েকজন বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সামনে। ছিলেন কয়েকজন ক্লাব কর্মকর্তাও। ক্রীড়া উপদেষ্টা বরাবর তাঁরা একটি স্মারকলিপিও দিয়েছেন।

এই পক্ষের অভিযোগ, ১ অক্টোবর হকি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সার্চ কমিটির মতবিনিয়ম অনুষ্ঠানে ইমরোজ তাঁর পছন্দমতো খেলোয়াড়-সংগঠকদের ডেকেছেন। সাবেক খেলোয়াড় মামুন উর রশিদ, রফিকুল ইসলাম কামালকে কেন ডাকা হলো, তা নিয়েই বেশি আপত্তি। ইমরোজকে ‘আওয়ামী লীগের দালাল’ উল্লেখ করে এই অংশের অভিযোগ, তিনি মতবিনিময় সভাকে ‘আওয়ামীকরণ’ করেছেন। তবে এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়ে ইমরোজ পাল্টা বলেছেন, একটি পক্ষ অহেতুক ইস্যু তৈরির চেষ্টা করছে।

সেই সুর ধরে সার্চ কমিটির এই সদস্যের বিরুদ্ধে ‘মিথ্যা অপবাদ ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে’ গতকাল সমাবেশ করেছে হকি অঙ্গনেরই আরেকটি অংশ। তাদের দাবি, ৩ অক্টোবর সমাবেশ করা অংশটি অ্যাডহক কমিটিতে জায়গা পাবে না আঁচ করতে পেরেই ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছে। সমাবেশে ছিলেন সাবেক হকি খেলোয়াড় হোসেন ইমাম, মামুন উর রশিদ, রফিকুল ইসলাম কামাল, আবু জাফর, বায়েজিদ হায়দারসহ কয়েকজন। বর্তমান খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন পুষ্কর খীসা মিমো, নাইমুদ্দিন, হাসান জুবায়ের, আবেদউদ্দিনসহ কয়েকজন। তবে হকির রাজনীতির এই খেলায় বর্তমান খেলোয়াড়দের নামিয়ে দেওয়াটা খেলাটির সংকট বাড়াতে পারে বলে অনেকের ধারণা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে জাতীয় দলের খেলোয়াড় পুষ্কর খীসা এ নিয়ে লিখেছেন, ‘সার্চ কমিটির অন্যতম সদস্য মেজর (অব.) ইমরোজ আহমেদের নাম কতিপয় সাবেক হকি খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা নিজেদের স্বার্থের জন্য কলুষিত করার চেষ্টা করছেন। আমরা বাংলাদেশের সকল হকি খেলোয়াড়ের পক্ষ থেকে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশের পর তাঁরা সার্চ কমিটির আহ্বায়ক ও ক্রীড়া পরিষদ সচিবের কাছে পৃথকভাবে স্মারকলিপি দিয়েছেন।

হকির দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি অবস্থান নিয়ে রফিকুল ইসলাম কামাল *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘হকির শোধরানোর কোনো লক্ষণ দেখি না। আমরা নিজেরাই একটা চক্রের মধ্যে পড়ে আছি। একজন আরেকজনকে অপবাদ দিই। যে কারণে হকিতে ভালো কিছু হচ্ছে না।’

পথ হারানো একসময়ের জনপ্রিয় খেলাটাকে উন্নতির পথে আনতে হকি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ঐক্যটাই বেশি জরুরি। কিন্তু সেটা যেন সুদূরপরাহত। উল্টো বিভেদের দেয়ালই উঁচু হচ্ছে দিনে দিনে।

ভক্তের পাগলামি মেসির সঙ্গে সেলফি তুলতে টরন্টোর বিএমও ফিল্ড স্টেডিয়ামের মাঠে ঢুকে পড়েছিল তাঁর এই খুদে ভক্ত। নিরাপত্তারক্ষীরা সেই ছেলেকে জোর করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়ার আগে অবশ্য মেসি মিটিয়েছেন তার আবদার। গত পরশু মেজর সকার লিগে টরন্টো এফসির বিপক্ষে ম্যাচটা মায়ামি জিতেছে ১-০ গোলে। ছবি : এএফপি

এগিয়ে নিতে হবে ক্ষুদ্র চা শিল্প

গোলটেবিল বৈঠক

সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক ও *প্রথম আলোর* আয়োজনে 'ক্ষুদ্র চা শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৌশল নির্ধারণ ও বিনিয়োগে করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রায় দুই যুগ আগে উত্তরাঞ্চলের জেলা পঞ্চগড়ে বাণিজ্যিকভাবে চা চাষ শুরু হয়। সেখানে শুরুতে কৃষকেরা লাভবান হলেও এখন বিপাকে রয়েছেন। চাষিদের দাবি, তাঁরা চায়ের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। তবে চা উৎপাদকেরা বলছেন, পঞ্চগড়ে উৎপাদিত চায়ের মান ভালো না। এ ছাড়া বর্তমানে চাহিদার তুলনায় চায়ের সরবরাহ বেশি। এ বিষয়গুলো সমাধান হলে চাষিরা ন্যায্যমূল্য পাবেন।

গতকাল রোববার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে চা খাত নিয়ে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে এমন পর্যালোচনা উঠে আসে। সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক ও *প্রথম আলোর* যৌথ আয়োজনে 'ক্ষুদ্র চা শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৌশল নির্ধারণ ও বিনিয়োগে করণীয়' শীর্ষক ওই গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সহযোগিতা করেছে নেদারল্যান্ডস সরকার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সলিডারিডাড নেটওয়ার্কের কান্ট্রি ম্যানেজার সেলিম রেজা হাসান জানান, ২০২১ সাল থেকে উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র চা-চাষিদের নিয়ে কাজ করছে সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক। এ সময় বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা পাওয়া গেছে। এগুলো আলোচনার মাধ্যমে এ খাতের জন্য জাতীয়ভাবে একটি পথনির্দেশিকা তৈরি করা যেতে পারে।

গোলটেবিলে উত্তরবঙ্গে চা চাষ নিয়ে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (ইএসডিও) প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মো. আতিকুজ্জামান। বৈঠকে বক্তারা বলেন, উত্তরবঙ্গে চা-গাছের ফলন ভালো হলেও সেখান থেকে ভালো মানের পাতা কারখানায় যায় না। এ ক্ষেত্রে পাতা তোলার দক্ষ শ্রমিকের অভাব, সরবরাহ ব্যবস্থায় দুর্বলতা, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যসহ বেশ কিছু কারণ রয়েছে। চায়ের বাজার ঠিক রাখতে হলে এসব সমস্যা সমাধান করা জরুরি।

মান বাড়ানোয় জোর

বৈঠকে চায়ের মান বাড়ানোর ওপরে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন বড় ব্যবসায়ীরা। বাংলাদেশ বটলিফ চা কারখানা মালিক সমিতির চেয়ারম্যান সৈয়দ আবুল মনসুর বলেন, পঞ্চগড়ের চা-পাতায় তৈরি চায়ের মান ভালো নয়। এ কারণে নিলামে এ চা ভালো দামে বিক্রি করা যায় না। ভালো চায়ের জন্য দরকার দুই পাতা ও এক কুঁড়ি; অথচ পঞ্চগড়ে সাত-আট পাতা পর্যন্ত সংগ্রহ করেন চাষিরা।

ট্রেড ক্র্যাফটের সাবেক কান্ট্রি ডিরেক্টর শাহেদ ফেরদৌস বলেন, চা চাষ পঞ্চগড়ের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি উন্নত করেছে। তবে প্রথম থেকেই সেখানে যথাযথ নিয়ম মেনে চায়ের আবাদ হয়নি। ফলে এই জেলায় চায়ের সম্ভাবনা ধরে রাখতে অবশ্যই মান উন্নয়নে জোর দিতে হবে।

অন্যদিকে চায়ের মান ভালো না হওয়ার জন্য দায়ী করা হলেও চাষিদের দক্ষতা বাড়াতে তেমন উদ্যোগ দেখা যায় না বলে জানান বাংলাদেশ ক্ষুদ্র চা বাগান মালিক ও চা ব্যবসায়ী সমিতির (পঞ্চগড়) সভাপতি আমিরুল হক খোকন। তিনি বলেন, চা কৃষিপণ্য হলেও তা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত। এ কারণে চা-চাষিরা কৃষি খাতে দেওয়া সরকারের কম সুদের ঋণসহায়তাসহ অন্যান্য সুবিধা পান না। এসব বিষয় সমাধান করা প্রয়োজন।

চা-চাষি ও চা-ব্যবসায়ী ফোরাত জাহান সাথী বলেন, পঞ্চগড়ে চা-চাষিদের অধিকাংশেরই চাষপদ্ধতি ও পাতা উত্তোলনের পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই। এ ছাড়া কারখানা পর্যন্ত পাতা পরিবহন করে নেওয়ার ক্ষেত্রেও সরবরাহে সমস্যা রয়েছে। এসব কারণে ভালো মানের চা পাওয়া যায় না। আর সিন্ডিকেট করে পঞ্চগড়ের চায়ের দাম কমানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন জেলার সোনাপাতিলা এলাকার চা-চাষি শাহজাহান খান।

চাহিদা-সরবরাহে ভারসাম্য নেই

বৈঠকে চা উৎপাদকেরা জানান, সরকার আরও কয়েকটি জেলায় নতুন করে চায়ের আবাদ বাড়াতে চায়। অথচ বর্তমানে কারখানাগুলোতে মোট উৎপাদিত চায়ের ৩০ শতাংশই অবিক্রীত থেকে যাচ্ছে। এভাবে চললে ভবিষ্যতে পাট খাতের মতো অবস্থা তৈরি হতে পারে।

চা-বাগান মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ চা সংসদের চেয়ারম্যান কামরান তানভিরুর রহমান বলেন, শুধু চায়ের উৎপাদন বাড়ালেই হবে না, সেই চা ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছাল কি না, তা দেখতে হবে। বর্তমানে কারখানায় উৎপাদিত চা পুরোপুরি বিক্রি হচ্ছে না। ফলে নতুন করে আট জেলায় চা উৎপাদন শুরু হলে তা এ খাতে বিপর্যয় নিয়ে আসবে।

ইএসডিওর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মো. শহিদ-উজ-জামান বলেন, পঞ্চগড়ে চা-বাগান এলাকায় পর্যটন সম্ভাবনা রয়েছে। এটিকে কাজে লাগানো গেলে সংশ্লিষ্টদের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হবে।

দাম বাড়ানোর পরামর্শ

নিলামের সময় প্রতি কেজি চায়ের সর্বনিম্ন দাম ১৬০ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে সরকার। তবে এ দাম আরও বাড়ানো প্রয়োজন বলে জানান বাংলাদেশ চা বোর্ড পঞ্চগড় আঞ্চলিক কার্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকর্তা ও ইনচার্জ মো. আমির হোসেন। তিনি বলেন, চায়ের সর্বনিম্ন দাম ১৬০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০ টাকা করা যেতে পারে।

নিলামের সময় চায়ের নমুনার স্বাদ নেন টি টেস্টার। তাঁরা পঞ্চগড়ে উৎপাদিত চায়ের মান ভালো নয় বলে জানান। এ নিয়ে আপত্তি রয়েছে চাষিদের। এ জন্য তাঁরা স্থানের উল্লেখ না করে কোড নম্বর ব্যবহার করে চায়ের মান যাচাইয়ের দাবি জানান।

বৈশ্বিক ও দেশীয় বাজার ধরতে উন্নত প্রজাতির (জিন) চা চাষ ও বৈচিত্র্যময় চা উৎপাদনের পরামর্শ দিয়েছেন ঢাকায় নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের কৃষি ও পুষ্টিনিরাপত্তা শাখার জ্যেষ্ঠ পলিসি অ্যাডভাইজার ওসমান হারুনি। তিনি বলেন, সমবায়ের ভিত্তিতে ভালো মানের চা উৎপাদন করা গেলে চায়ের দাম নিয়ে সংকট কমবে।

ডানকান ব্রাদার্স (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ডিরেক্টর অব অপারেশনস এম শাহ আলম বলেন, 'শুধু উত্তরাঞ্চল নয়, দেশের পুরো চা খাতেই আমরা ব্যবসা হারাচ্ছি। ভালো মানের চা উৎপাদনের পাশাপাশি চায়ের চাহিদা ও সরবরাহে ভারসাম্য আনতে পারলে এ সমস্যা দূর হবে।'

অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচক হিসেবে আরও ছিলেন বাংলাদেশ বটলিফ চা কারখানা মালিক সমিতির মহাসচিব নিয়াজ আলি চিশতি, গ্রিন ফিল্ড টি ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফয়জুল ইসলাম, পঞ্চগড়ে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র চা বাগান মালিক ও চা ব্যবসায়ী সমিতির পরিচালক এ বি এম আখতারুজ্জামান, সুপ্রিম টি লিমিটেডের তৌফিক হাসান এবং সলিডারিডাড নেটওয়ার্কের উপদেষ্টা ফয়জুল মতিন, প্রতিষ্ঠানটির পলিসি অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড রিসোর্স মবিলাইজেশনের লিড ইঙ্গিতা হাবিব ও প্রতিষ্ঠানটির পঞ্চগড় জেলার স্মল হোল্ডার টি প্রজেক্টের লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মো. মাহমুদুল আলম।

এ ছাড়া ক্ষুদ্র চা-চাষিদের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থেকে পঞ্চগড়ের চা-চাষিদের সমস্যা তুলে ধরেন মো. রফিকুল ইসলাম, ইমরান আলি চৌধুরী, আবু হানিফা, কবিরুল ইসলাম, শাহীনুর রহমান তরিকুল, দেওয়ান রহমান ও মো. রফিকুল ইসলাম প্রমুখ। সবশেষে চা শিল্পের বিকাশে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে কথা বলেন *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক সোহরাব হাসান।

'ক্ষুদ্র চা শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৌশল নির্ধারণ ও বিনিয়োগে করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে (বাঁ থেকে) এম শাহ আলম, সেলিম রেজা হাসান, মো. আমির হোসেন ও কামরান তানভিরুর রহমান। গতকাল ঢাকায় *প্রথম আলো* কার্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

দুর্গোৎসব

পূজায় রঙিন পোশাকের খোঁজে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পোশাক বিক্রির দোকানগুলো এখন অন্য সময়ের চেয়ে রঙিন। দোকানে দোকানে লাল, কমলা, সাদা, বাসন্তী রঙের দাপট। ক্রেতাদের আগ্রহও এসব পোশাকে। বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা সমাগত। আর এ উৎসবকে উপলক্ষ করেই এ ধরনের রঙের দিকে বেশি ঝুঁকছেন তাঁরা।

দুর্গাপ্রতিমা গড়াও প্রায় শেষের দিকে। আগামীকাল মঙ্গলবার দেবীর বোধন, অর্থাৎ দেবীর ঘুম ভাঙানো হবে। গত বুধবার মহালয়ার মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে। শেষ দিকে এসে কেনাকাটাও জমে উঠেছে। অবশ্য অনেকেরই কেনাকাটা ইতিমধ্যে শেষ।

রাজধানীর আজিজ সুপার মার্কেটের দোকানগুলোয় পূজার পোশাকের সংগ্রহ চোখে পড়ার মতো। গতকাল রোববার দল বেঁধে তিন ভাই ও সঙ্গে দুই বন্ধু কেনাকাটা করতে এসেছেন মুন্সিগঞ্জ থেকে।

আজিজের বেশ কয়েকটি পোশাকের দোকান ঘুরে তিনজন পাঞ্জাবি কিনেছেন। বাকিরা এখনো পছন্দ করছেন ঘুরে ঘুরে। এই দলের একজন শাশ্বত মজুমদার *প্রথম আলোকে* বলেন, যাতায়াত সহজ হওয়ায় দুই বছর ধরে ঢাকায় এসেই কেনাকাটা করেন তাঁরা। বাসন্তী রঙের একটি পাঞ্জাবি তিনি কিনেছেন। বাড়ির ছোটদের জন্যও কিছু নিয়ে যাবেন।

আজিজ মার্কেটে পূজার সংগ্রহে পাঞ্জাবির ওপর বিভিন্ন রকমের ধর্মীয় মোটিফের প্রাধান্য দেখা গেল। এ ছাড়া রয়েছে নানা ধরনের ফুলেল নকশা। বিসর্গ নামের পোশাকের একটি দোকানে দেখা গেল, এক দম্পতি রং মিলিয়ে শাড়ি ও পাঞ্জাবি পছন্দ করছেন।

বিসর্গের পোশাক ডিজাইনার মো. আর ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, পূজার পোশাকের নকশায় সাধারণত ত্রিশূল, ওম, স্বস্তিকার মোটিফ বেশি চলে। এবারও তা-ই করা হয়েছে। বাচ্চাদের পোশাকের ক্ষেত্রে সাধারণত এসব মোটিফের পোশাক বেশি কেনা হয়। এ বছর তাঁরা প্রায় ৪০ ধরনের নকশার পোশাক করেছেন।

আজিজ মার্কেটে এক হাজার থেকে তিন হাজার টাকায় পাঞ্জাবি পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে মেয়েদের কুর্তি, সালোয়ার-কামিজ, শাড়ি হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকায় মিলছে।

নিউমার্কেটে তৈরি পোশাক বিক্রির দোকানগুলোও পূজা উপলক্ষে বাহারি ধরনের পোশাক এনেছে। সিটি ফ্যাশনের রবিউল আউয়াল *প্রথম আলোকে* বলেন, উৎসব উপলক্ষে একটু ঝকমকে, চুমকি, জরি দেওয়া পোশাকের চাহিদা রয়েছে।

পোশাক আগেই কেনা হয়েছে, এখন জুতা ও সাজগোজের কিছু জিনিস কিনতে নিউমার্কেটে ঘুরছিলেন সুপ্রিয়া দত্ত। একজন প্রতিবেশীকে নিয়ে বাংলাবাজার থেকে এসেছেন। সুপ্রিয়া জানান, পূজা উপলক্ষেই মূলত বাড়ির সবার জন্য বেশি করে পোশাক কেনা হয়। এবারও তা-ই করেছেন। তবে পোশাকের দাম তাঁর কাছে অনেক বাড়তি মনে হয়েছে।

শ্রেয়সী পাল ও সুস্মিতা পাল বসুন্ধরা সিটির দেশি দশে ঘুরছিলেন। নিজেদের কেনাকাটা শেষ। তবে বাবার পাঞ্জাবি কেনা নিয়ে দোটানায় আছেন। দেশি দশ থেকে নেবেন নাকি আড়ং থেকে, তা নিয়ে দুই বোন দোনামনায় আছেন। শ্রেয়সী *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রতিবছরই পূজার পোশাকে লাল-সাদা রংকে প্রাধান্য দেন। এবার নিয়েছেন শাড়ি। এ ছাড়া বিভিন্ন পোশাকের ব্র্যান্ডে নানা ছাড় চলছে। সে সুযোগও কাজে লাগিয়েছেন।

বৃষ্টির কারণে শুক্র ও শনিবার কেনাকাটা করার সুযোগ পাননি অয়ন সরকার ও পিয়া সরকার দম্পতি। তাই অফিস থেকে ঘণ্টাখানেকের ছুটি নিয়ে দুজন কেনাকাটার জন্য বেরিয়েছেন। অয়ন জানান, তাঁরা সিলেটে নিজেদের বাড়িতে পূজা উদ্‌যাপন করবেন। সিলেটে থাকা পরিবারের বাকি সদস্যদের জন্য আগেই কেনাকাটা সেরেছেন। এবার নিজেরা কিনবেন। দুজনেরই ইচ্ছা কাছাকাছি রঙের মধ্যে মিলিয়ে পোশাক কেনার।

পছন্দের শাড়ি দেখছেন এক নারী। গতকাল রাজধানীর শাহবাগে আজিজ সুপার মার্কেটে। ছবি : প্রথম আলো

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

০৬ অক্টোবর, ২০২৪
২১ আশ্বিন, ১৪৩১
০২ রবিউস সানি, ১৪৪৬

- বাংলাদেশে মোট সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কতটি?
  উত্তর: ৫৫টি।
- বাংলাদেশের মোট কতটি পণ্য জিআই সনদ পেয়েছে?
  উত্তর: ৪৩টি। (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)
- বিশ্বব্যাংকে প্রতিবেদন অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের স্কোর কত?
  উত্তর: **৫৩.৮৬ পয়েন্ট (১০০ এর মধ্যে)।**
- বাংলাদেশে কত সালে ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য আইন করা হয়?
  উত্তর: ২০১৩ সাল।
- কত সাল থেকে নিয়মিতভাবে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী পাঠানো হচ্ছে?
  উত্তর: ১৯৮৯ সাল থেকে।
- বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী ব্যীক্ত কে?
  উত্তর: মার্ক জাকারবার্গ। (সূত্র: ব্লুমবার্গ বিলিয়নেয়ার ইনডেক্স)
- জাতিসংঘের ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের ধারা আছে কতটি?
  উত্তর: ৩০টি।
- ২০২৪ সালে মেটার শেয়ার কত শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে?
  উত্তর: ৭২ শতাংশ।